পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 111 Monday, 23 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ১১১ সংখ্যা ❋ ৮ চৈত্র ১৪৩২, সোমবার, ২৩ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

ভোটের আগে বঙ্গে রোড শোতে ঝড় তুলবেন মোদি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। পরিবর্তনের ডাক যত জোরালই হোক, বাস্তবে তৃণমূল কংগ্রে এর শক্ত ভিত ভাঙা যে সহজ নয়, তা ভালোভাবেই জানে বিজেপির-এর শীর্ষ নেতৃত্ব। তাই শুধু আক্রমণাত্মক প্রচার নয়, বাস্তব পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এবার ময়দানে নামছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এই প্রেক্ষাপটে আগামী সপ্তাহেই পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। একইসঙ্গে রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে নতুন গতি আনতে সরাসরি মাঠে নামছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর একাধিক জনসভার পাশাপাশি কলকাতায় একটি বড় রোড শো হওয়ার সম্ভাবনাও জোরালো। দলীয় সূত্রে খবর, ২৪ থেকে ২৬ মার্চের মধ্যে রাজ্যে আসতে পারেন নীতিন নবীন। এই সফরের মূল উদ্দেশ্য হবে রাজ্যের সাংগঠনিক শক্তি যাচাই করা। বিজেপি ইতিমধ্যেই অধিকাংশ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করে ফেলেছে। ফলে এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল-মাঠপর্যায়ের সংগঠন কতটা সক্রিয় এবং ভোটের লড়াইয়ে কতটা প্রস্তুত। নীতীন এই সফরে একাধিক ম্যারাথন বৈঠক করবেন বলে জানা যাচ্ছে। রাজ্যের পাঁচটি সাংগঠনিক জোনের নেতৃত্বের সঙ্গে আলাদা করে আলোচনা হবে। বুথ স্তরের প্রস্তুতি, কর্মীদের সক্রিয়তা, স্থানীয় ইস্যু-সবকিছু নিয়েই বিশদ পর্যালোচনা করবেন তিনি। দিল্লির নেতৃত্ব বুঝতে চাইছে, শুধু রাজনৈতিক স্লোগান বা জনসভা নয়, বাস্তবে কতটা জমি তৈরি করতে পেরেছে দল। আগামী ২৩ এবং ২৯ এপ্রিল-এই দুই দফায় অনুষ্ঠিত হবে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। প্রথম দফার ভোটের আগে সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং দ্বিতীয় দফার আগে প্রচারের তীব্রতা বাড়ানো-এই দু'টি লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে বিজেপি। নীতীনের সফর শেষ হলেই শুরু হবে পূর্ণমাত্রার প্রচার অভিযান। রাজ্যের

প্রতিটি প্রান্তে সভা, মিছিল, জনসংযোগ কর্মসূচি-সবকিছুতেই গতি আসবে।---সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে প্রধানমন্ত্রী-র রোড শো। জানা যাচ্ছে, প্রথম এবং দ্বিতীয় দফার ভোটের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় এই রোড শো অনুষ্ঠিত হতে পারে। সম্ভাব্য সময়সীমা ২৪ থেকে ২৭ এপ্রিলের মধ্যে। বিশেষ করে উত্তর কলকাতায় এই রোড শো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে সূত্রের খবর। প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল হওয়ায়, তার পরেই দ্বিতীয় দফার প্রচারে ঝাঁপাতে চাইছে বিজেপি। ২৭ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার প্রচারের শেষ দিন, তাই তার আগে বড় জনসংযোগ কর্মসূচি হিসেবে মোদির রোড শোকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতার পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী-র রোড শো হতে পারে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে-যেমন শিলিগুড়ি, দুর্গাপুর বা আসানসোল। তবে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে নিরাপত্তা এবং রুট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পর। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা অত্যন্ত কঠোর হওয়ায় প্রতিটি কর্মসূচির আগে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। ভোট ঘোষণার আগেই বাংলায় ছয়টি জনসভা এবং একটি বড় ব্রিগেড সমাবেশ করেছেন নরেন্দ্র মোদী। এবার নির্বাচন যত এগোবে, ততই তাঁর সভার সংখ্যা বাড়বে। দলীয় সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী দেড় মাসে অন্তত ১০টি বড় জনসভা করতে পারেন তিনি। রাজ্যের পাঁচটি সাংগঠনিক জোনের প্রতিটিতে অন্তত একটি করে সভা করার পরিকল্পনা রয়েছে। শুধু মোদি নন, প্রচারে ঝাঁপাবেন অমিত শাহ-সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও। এই সম্মিলিত প্রচার কৌশলের লক্ষ্য একটাই-রাজ্যের প্রতিটি আসনে লড়াইকে আরও তীব্র করা এবং ভোটারদের কাছে পৌঁছানো। যদিও বিজেপির প্রচার পরিকল্পনা জোরদার, তবুও বাস্তব পরিস্থিতি সহজ নয়। তৃণমূল কংগ্রেস-এর দীর্ঘদিনের সংগঠন, স্থানীয় নেতৃত্ব এবং ভোটব্যাঙ্ক এখনও শক্তিশালী। তাই শুধু বড় বড় সভা বা রোড শো নয়, বুথ স্তরে সংগঠনকে মজবুত করাই হবে মূল চ্যালেঞ্জ। সব মিলিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন এবারও হতে চলেছে হাইভোল্টেজ। একদিকে শাসক দলের শক্ত ভিত, অন্যদিকে কেংদ্রীয় নেতৃত্বের আগ্রাসী প্রচার-দুয়ের সংঘর্ষে জমে উঠতে চলেছে রাজনৈতিক ময়দান। নীতীনের সংগঠন যাচাই এবং মোদির রোড শো-এই দুইই স্পষ্ট করে দিচ্ছে, এই লড়াইকে হালকাভাবে নিচ্ছে না বিজেপি। এখন দেখার, এই কৌশল কতটা কার্যকর হয় এবং ভোটের বাক্সে তার প্রতিফলন কতটা দেখা যায়।

উত্তরবঙ্গ থেকে শুরু 'মেগা ক্যাম্পেইন' মমতার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জোরকদমে প্রচারে নামছে তৃণূল কংগ্রেস। আর সেই প্রচারের নেতৃত্বে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে তাঁর পাঁচ দিনের টানা প্রচার কর্মসূচি, যার সূচনা উত্তরবঙ্গ থেকে। এই প্রচারপর্ব শুধু সাধারণ জনসভায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং গোটা রাজ্যজুড়ে সংগঠনকে চাঙ্গা করা এবং ভোটারদের সরাসরি বার্তা পৌঁছে দেওয়াই এর মূল লক্ষ্য। উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল-প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে সভা করে ভোটের ময়দানে শক্ত বার্তা দিতে চাইছেন তৃণমূল নেত্রী। প্রচারের প্রথম দিন, ২৪ মার্চ, শুরু হবে আলিপুর থেকে। এখানে একটি বড় জনসভা করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই দিনে তাঁর কর্মসূচিতে রয়েছে-ময়নাগুড়ি, মাটিগাড়া ও নক্সালবাড়ি। এই তিনটি জায়গাতেও জনসভা করার কথা রয়েছে। দিন শেষে তিনি রাত্রিবাস করবেন শিলিগুড়ি-তে। উত্তরবঙ্গকে এই প্রচারের সূচনাস্থল হিসেবে বেছে নেওয়া রাজনৈতিকভাবে তাপর্যপূর্ণ। কারণ এই অঞ্চল বরাবরই নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দ্বিতীয় দিনে, অর্থাৎ ২৫ মার্চ, মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি আরও বিস্তৃত হবে। তিনি সভা করবেন-এই দিনের শেষে তিনি মালদাতেই রাত্রিবাস করবেন। উত্তরবঙ্গের পর মালদা জেলায় প্রচার চালিয়ে তৃণমূল গ্রামীণ ভোটব্যাঙ্ককে আরও মজবুত করতে চাইছে। তৃতীয় দিন, ২৬ মার্চ, সবচেয়ে ব্যস্ত সূচি রয়েছে। একদিনেই চারটি জনসভা করার পরিকল্পনা। এই দিনটি মূলত

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে প্রচারের জন্য নির্ধারিত। চতুর্থ দিনে, ২৭ মার্চ, জঙ্গলমহল অঞ্চলে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কর্মসূচিতে রয়েছে-কাশীপুর,চাটনা, ওন্দা। জঙ্গলমহল বরাবরই রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল এলাকা। তাই এখানে সরাসরি উপস্থিত থেকে ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতে চাইছেন তিনি। পাঁচ দিনের এই প্রচারপর্বের শেষ দিন, ২৮ মার্চ, বাঁকুড়া জেলায় সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী। এই দুই জনসভার মধ্য দিয়েই শেষ হবে প্রথম দফার এই ম্যারাথন প্রচার। এই পাঁচ দিনের সূচি দেখলেই স্পষ্ট, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে পৌঁছতে চাইছেন-উত্তরবঙ্গ, মালদা, দক্ষিণবঙ্গ, জঙ্গলমহল-কোথাও বাদ নেই।

এই প্রচারের মূল লক্ষ্য- সংগঠনকে চাঙ্গা করা, স্থানীয় ইস্যু তুলে ধরা, বিরোধীদের মোকাবিলা করা, সরাসরি ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।

এই ম্যারাথন প্রচার কর্মসূচি শুধু রাজনৈতিক কার্যকলাপ নয়, বরং ভোটের আগে একটি বড় বার্তা। তৃণমূল নেতৃত্ব দেখাতে চাইছে, তারা মাঠে রয়েছে এবং প্রতিটি অঞ্চলে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। সব মিলিয়ে, নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এই পাঁচ দিনের প্রচার রাজ্যের রাজনৈতিক সমীকরণে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এখন দেখার, এই প্রচারের প্রতিফলন ভোটের বাক্সে কতটা পড়ে।

চৈত্রে শীতের কামব্যাক! তাপমাত্রা ১১ ডিগ্রি পতন, কতদিন চলবে ঝড়-বৃষ্টির দাপট?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ মার্চ ঃ চৈত্র মাস মানেই সাধারণত গরমের আগমনী বার্তা। কিন্তু এবার ছবিটা একেবারেই উল্টো। আচমকা আবহাওয়ার নাটকীয় পরিবর্তনে শীত যেন ফের ফিরে এসেছে কলকাতা-সহ গোটা বাংলায়। রাতের দিকে ঠান্ডা এতটাই বেড়েছে যে অনেকেই আবার কম্বল বের করতে বাধ্য হয়েছেন। এই অস্বাভাবিক আবহাওয়ার মূল কারণ একটি শক্তিশালী ঘূর্ণাবর্ত, যার প্রভাবে গত কয়েকদিন ধরে ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ-সব জায়গাতেই। শুক্রবার রাত থেকেই শুরু হয় ঝড়-বৃষ্টি। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির দাপটে এক ধাক্কায় তাপমাত্রা প্রায় ৫ ডিগ্রি কমে যায়। কিন্তু সেখানেই থামেনি পতন। শনিবার আরও নেমে গিয়ে মোট প্রায় ১১ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা কমেছে বলে জানা গেছে। শনিবারের হিসেবে, শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নেমে এসেছে ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে এবং সর্বনিম্ন ১৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। চৈত্র মাসে এমন আবহাওয়া কার্যত বিরল বলেই মনে করছেন আবহাওয়াবিদরা। আগেই সতর্ক করেছিল এই ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব নিয়ে। সেই পূর্বাভাস মেনেই দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝ।-বৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ঝাড়গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৩০ থেকে ৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। এর সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। কলকাতাতেও আকাশ মেঘলা। মাঝে মধ্যে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও রবিবার থেকে বৃষ্টির তীব্রতা কিছুটা কমবে বলে জানানো হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার ইঙ্গিত থাকলেও উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ এখনই পিছু ছা।ছে না। পাহাড়ে এবং জেলায় আগামী বুধবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী- ৭০ থেকে ১১০ মিমি পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। কিছু এলাকায় বৃষ্টির পরিমাণ ২০০ মিমি-তেও পৌঁছাতে পারে। বিশেষ করে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের আরও কয়েকটি জেলায় দার্জিলিং ও জলপাইগুড়িতে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কাও বাড়ছে। আবহাওয়া দপ্তরের মতে, দক্ষিণবঙ্গে সোমবার থেকে ধীরে ধীরে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। সঙ্গে বাড়তে শুরু করবে তাপমাত্রাও। ফলে আবার গরমের আমেজ ফিরতে পারে। তবে উত্তরবঙ্গে বুধবার পর্যন্ত দুর্যোগ চলবে। বৃহস্পতিবার কিছুটা স্বস্তি মিললেও সপ্তাহান্তে আবার নতুন করে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। এই অস্বাভাবিক আবহাওয়ার মূল কারণ একটি ঘূর্ণাবর্ত এবং তার সঙ্গে যুক্ত জলীয় বাষ্পের প্রবাহ। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, যা বজ্রঝড় ও বৃষ্টির সৃষ্টি করছে। চৈত্র মাসে সাধারণত পশ্চিমী ঝঞ্ঝা বা ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু এবার পরিস্থিতি ব্যতিক্রমী হওয়ায় আবহাওয়ার এই অদ্ভুত রূপ। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ সতর্কতা নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা- বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় না থাকা। ঝোড়ো হাওয়ার সময় গাছ বা বিদ্যুতের খুঁটির কাছ থেকে দূরে থাকা। উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির কারণে ভূমিধসের আশঙ্কা থাকায় পাহা।ি এলাকায় সতর্ক থাকা।চৈত্র মাসে এমন ঠান্ডা এবং ভারী বৃষ্টিপাত নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক। এটি জলবায়ুর পরিবর্তনের ইঙ্গিত কিনা, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে।

সব মিলিয়ে, এখনই শীত বিদায় নিচ্ছে না-বরং ঝড়-বৃষ্টির হাত ধরে ফিরে এসেছে অন্য রূপে। তবে খুব শীঘ্রই আবার গরমের দাপট বা।বে বলেই পূর্বাভাস। আপাতত বঙ্গবাসীর নজর আকাশের দিকে-কখন থামবে এই অকাল বৃষ্টির খেলা!

মোদির নতুন ইতিহাস!

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ ভারতের রাজনীতিতে আরও এক মাইলফলক ছুঁয়ে ফেললেন নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রী-এই দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রায় তিনি গড়লেন এক অনন্য রেকর্ড। নির্বাচিত সরকারের প্রধান হিসেবে টানা সবচেয়ে বেশি সময় ক্ষমতায় থাকার নজির এখন তাঁর দখলে। ২৪ বছরের শাসন, শীর্ষে মোদি-২০০১ সালের ৭ অক্টোবর গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর শুরু হয়েছিল তাঁর প্রশাসনিক যাত্রা। এরপর ২০১৪ সালের ২৬ মে দেশের প্রধানমন্ত্রী হন তিনি। সব মিলিয়ে ২৪ বছরেরও বেশি সময়-অর্থাৎ প্রায় ৮,৯৩১ দিন-নির্বাচিত সরকারের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন মোদি। এই রেকর্ড গড়ে তিনি টপকে গিয়েছেন Pawan Kumar Chamling-কে, যিনি ১৯৯৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত টানা ২৪ বছরের বেশি সময় সিকিম এর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। ভারতে নির্বাচিত সরকারের প্রধান হিসেবে দীর্ঘতম সময় ক্ষমতায় থাকার তালিকায় এখন-নরেন্দ্র মোদী, পবন কুমার চামলিং, নবীন পট্টনায়ক ও জ্যোতি বসু। অন্যদিকে জ্যোতি বসু ২৩ বছর ১৩৭ দিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব সামলেছেন। শুধু মুখ্যমন্ত্রী নয়, প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও একাধিক রেকর্ড গড়েছেন নরেন্দ্র মোদী। স্বাধীনতার পর জন্ম নেওয়া প্রথম প্রধানমন্ত্রী, প্রথম অকংগ্রেসি নেতা হিসেবে টানা দুই দফা পূর্ণ মেয়াদ, লোকসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া বিরল নজির। বর্তমানে তিনি তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদে রয়েছেন এবং টানা ১২ বছরেরও বেশি সময় এই পদে কাটিয়ে ফেলেছেন। একটানা প্রধানমন্ত্রী থাকার নিরিখে মোদি এখন দ্বিতীয় স্থানে। জহরলাল নেহেরু টানা ১৬ বছর ২৮৬ দিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। এই রেকর্ড ভাঙতে হলে মোদিকে আরও দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে- ২০২৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জিততে হবে।

আর জি কর লিফট কাণ্ডে ক্ষোভের আগুন! কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকায় প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ২২ মার্চ ঃ কলকাতার অন্যতম বড় সরকারি হাসপাতাল আর জি কর-এ ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক লিফট দুর্ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ক্রমেই বা।ছে। মৃত যুবক অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পরিবার এবার সরাসরি অভিযোগ তুলেছে, সময়মতো সাহায্য পেলে হয়তো এই মৃত্যু এড়ানো যেত। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে ডিউটিতে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে। পরিবারের দাবি, বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সিআইএসএফ-এর জওয়ানরা উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেননি। গত শুক্রবার ভোরে হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার সেন্টারের বেসমেন্টে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। লিফটের মধ্যে আটকে পড়েন অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রী এবং শিশুপুত্র। কোনওভাবে তাঁর স্ত্রী ও সন্তান প্রাণে বেঁচে গেলেও, অরূপের মৃত্যু হয় ঘটনাস্থলেই। পরিবারের দাবি, লিফট আচমকা বিকল হয়ে পড়ে এবং বেসমেন্টে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেই সময় দ্রুত উদ্ধারকাজ শুরু না হওয়াতেই বিপর্যয় আরও বাড়ে। মৃতের পরিবারের অভিযোগ অনুযায়ী, ঘটনাস্থলে উপস্থিত চারজন সিআইএসএফ জওয়ানের কাছে সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দেন-এটা আমাদের কাজ নয়, আমরা কিছু করতে পারব না। পরিবারের দাবি, জওয়ানদের কাছে ভারী বুট, সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষণ ছিল, যা দিয়ে বেসমেন্টে ঢুকে উদ্ধারকাজ করা সম্ভব ছিল। কিন্তু তাঁরা কোনও উদ্যোগ নেননি। শুধু তাই নয়, অভিযোগ উঠেছে লিফটম্যান, নিরাপত্তারক্ষী এমনকি এক পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধেও। পরিবারের বক্তব্য, উপস্থিত অনেকেই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলেও কেউ এগিয়ে আসেননি। পরিজনদের দাবি, দুর্ঘটনার পরপরই যদি সক্রিয়ভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করা হত, তাহলে হয়তো অরূপকে বাঁচানো সম্ভব ছিল। এই অভিযোগ ঘিরেই ক্ষোভ তীব্র হয়েছে। মৃতদেহের ময়নাতদন্তে জানা গেছে, অরূপের শরীরে গুরুতর আঘাত ছিল। তাঁর বুকের ২১টি হাড় ভেঙে গিয়েছিল, যা দুর্ঘটনার ভয়াবহতার ইঙ্গিত দেয়। ঘটনার পর পুলিশ ইতিমধ্যেই তিন লিফটম্যান-মিলন দাস, বিশ্বনাথ দাস, মানস গুহ এবং দুই নিরাপত্তারক্ষী-আশরাফুল রহমান ও শুভদীপ

দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। তবে পরিবারের অভিযোগ এখানেই থেমে নেই। তাঁদের দাবি, ঘটনাস্থলে মোট ১০ জন উপস্থিত ছিলেন, যাঁদের মধ্যে আরও চারজন সিআইএসএফ জওয়ান এবং একজন পুলিশ আধিকারিকের ভূমিকাও তদন্তের আওতায় আনা উচিত। শিয়ালদহ আদালতে শুনানির সময় সরকারি আইনজীবী চাঞ্চল্যকর দাবি করেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, দায়িত্বে থাকা লিফটম্যানরা লিফটের বাইরে দাঁ।িয়ে 'করছিলেন' এবং গান শুনছিলেন, যখন ভেতরে বিপদে প।ছিলেন মানুষ। এই মন্তব্য আরও ক্ষোভ উস্কে দিয়েছে। কারণ এতে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার প্রশ্ন আরও জোরালো হয়েছে।অন্যদিকে, ধৃত নিরাপত্তারক্ষীদের আইনজীবীরা দাবি করেছেন, তাঁদের মক্কেলদের এই ঘটনার সঙ্গে সরাসরি কোনও যোগ নেই এবং তাঁদের জামিন দেওয়া উচিত। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্তে নেমেছে ফরেনসিক দল। শনিবার পরেন্সিক সায়েন্স লাইব্রেরি এর পদার্থবিদ্যা বিভাগের বিশেষজ্ঞরা লিফট পরীক্ষা করেন। তদন্তের মূল প্রশ্নগুলি হল- কেন লিফট নিজের মতো ওঠানামা করছিল? কেন সেফটি সেন্সর কাজ করেনি? প্রযুক্তিগত ত্রুটি ছিল, নাকি মানবিক গাফিলতি? লিফট নির্মাতা সংস্থার কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হচ্ছে। সোমবার বায়োলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞরাও ঘটনাস্থলে যাবেন। এই ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছে। প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ কুণাল ঘোষ বলেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কোথায় গাফিলতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা উচিত এবং দায়ীদের শাস্তি হওয়া দরকার। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলিও প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত ধৃতদের ২৭ মার্চ পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। তদন্তকারীরা এখন প্রত্যেকের ভূমিকা খতিয়ে দেখছেন। ঘটনার পর মৃতের পরিবারের পাশে দাঁ।িয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশে দলের প্রতিনিধিরাও পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন। এই মর্মান্তিক ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠে এসেছে- হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা এত দুর্বল কেন? দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা কেন সক্রিয় ভূমিকা নিলেন না? কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা কি তদন্তের আওতায় আসবে? সবচেয়ে বড় কথা, ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, তার জন্য কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে?

এই মুহূর্তে মৃত অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পরিবার একটাই দাবি করছে-দোষীদের কঠোর শাস্তি এবং সঠিক তদন্ত। একটি দুর্ঘটনা কীভাবে অবহেলা ও গাফিলতির কারণে মৃত্যুর ঘটনায় পরিণত হতে পারে, তারই নির্মম উদাহরণ হয়ে রইল এই লিফট কাণ্ড। এখন দেখার, তদন্ত কত দ্রুত এবং কতটা নিরপেক্ষভাবে সত্য সামনে আনতে পারে।

ইরানের হামলায় বিধ্বস্ত 'লিটিল ইন্ডিয়া'!

২২ মার্চ ঃ মধ্যপ্রাচ্যের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই বড় ধাক্কা খেল ইজরায়েলের গুরুত্বপূর্ণ শহর ডিমোনা। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় কার্যত তছনছ হয়ে গিয়েছে এই শহর, যা শুধু পরমাণু গবেষণার জন্যই নয়, বরং লিটল ইন্ডিয়া হিসেবেও পরিচিত ছিল। এই হামলার ফলে শুধু অবকাঠামো নয়, বহু বছরের ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির চিহ্নও ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা প।ছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ডিমোনা-র সবচেয়ে বড় পরিচয়-এটি ইজরায়েলের প্রধান পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের কাছাকাছি অবস্থিত। বহুদিন ধরেই মনে করা হয়, দেশের পারমাণবিক কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানেই পরিচালিত হয়।

এই কৌশলগত গুরুত্বের কারণেই শহরটি কড়া নিরাপত্তায় ঘেরা। আকাশপথেও এই অঞ্চলের উপর দিয়ে সহজে উড়ান চালানো যায় না। তবে এই শহরের আরেকটি পরিচয় অনেকটাই আবেগের-এটি ছোট ভারত।

ডিমোনা-এ বসবাসকারী ইহুদিদের প্রায় ৩০ শতাংশই ভারতীয় বংশোদ্ভূত। সংখ্যায় যা প্রায় ৭৫০০। ফলে এই শহরের অলিগলিতে ভারতীয় সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ দেখা যায়।এখানে- রাস্তার মোড়ে মেলে পাপড়ি চাট, ভেলপুরি

দোকানে পাওয়া যায় জিলিপি, কোথাও শোনা যায় মারাঠি ভাষা, আবার কোথাও বাংলার সংস্কৃতির ছোঁয়া। প্রতি বছর নভেম্বর মাসে এখানে আয়োজন করা হয় ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসব, যা স্থানীয়দের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয়। কীভাবে তৈরি হল এই ভারতীয় সংযোগ? ১৯৪৮ সালে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠনের পর ১৯৫০-৬০-এর দশকে বহু ইহুদি ভারত থেকে সেখানে চলে যান। তাঁদেরই একটি বড় অংশ এসে বসতি গড়েন ডিমোনায়। এই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ইহুদিদের মধ্যে প্রধানত কয়েকটি গোষ্ঠী রয়েছে-বেনে ইজরায়েলি মহারাষ্ট্রের কোঙ্কণ ও মুম্বই অঞ্চল থেকে আসা। তাঁদের মাতৃভাষা মারাঠি। কোচিন ইহুদি কেরালা থেকে যাওয়া এই সম্প্রদায় আজও গজ্জ্বডড উসব উদযাপন করেন ঐতিহ্য মেনে। বাগদাদি ইহুদি মূলত ইরাগ-এর বংশোদ্ভূত হলেও ব্রিটিশ আমলে কলকাতা-এ বসবাস শুরু করেন। পরে ইজরায়েলে গিয়ে তাঁরা কলকাতার সংস্কৃতি, খাবার ও উৎসবের ঐতিহ্য বহন করে নিয়ে যান। এছাড়া মিজোরাম ও মনিপুর থেকে আসা বেনেই মেনাশে সম্প্রদায়ের লোকেরাও এখানে বসবাস করেন।

সম্প্রতিক্রঞ্জ্বঢ় এবং ইজরায়েল-এর মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। Natanz-এর পরমাণু স্থাপনায় হামলার পর পালটা আঘাত হানে ইরান। এই পালটা হামলার লক্ষ্যবস্তু হয় ডিমোনা। ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে শহরের একাধিক এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

চৈতি ছট পূজা উপলক্ষে শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ পবিত্র চৈতি ছট পূজা উপলক্ষে রাজ্যের বাসিন্দাদের শুভেচ্ছা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, জনগণের আস্থার পবিত্র উৎসব চৈতি ছট পূজা উপলক্ষে বাংলার বাসিন্দাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা।উল্লেখ্য, হিন্দু ধর্মে সূর্যদেবের পুজোর সবচেয়ে পবিত্র ও কঠিন ব্রত হল ছট। চৈত্র মাসে যে ছট পুজো হয়, তাকে চৈতি ছট বলা হয় এবং এর বিশেষ আধ্যাত্মিক তাৎপর্য রয়েছে। এই ব্রত শুধু বিশ্বাসের প্রতীক নয়, জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি, সন্তানের মঙ্গল এবং রোগমুক্তির জন্যও এই ব্রত পালন করা হয়। চৈতি ছটের চার দিনের এই উৎসব ২২ মার্চ (রবিবার) থেকে শুরু হয়ে ২৫ মার্চ (বুধবার) পর্যন্ত চলবে। এই চার দিন ধরে ব্রতীরা কঠোর নিয়ম ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সূর্যদেব এবং ছটি মাইয়ার পুজো করেন।

দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু কুণালের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ দেওয়াল লিখনের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচার শুরু করলেন কুণাল ঘোষ। তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ রবিবার বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন। বেলেঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কুণাল ঘোষ বলেন, আমরা প্রচারের জন্য ২৯ নম্বর ওয়ার্ডে আছি। এখানকার এক মহিলা বললেন, তিনি ২০০২ সালে ভোট দিয়েছিলেন এবং তিনি একজন প্রকৃত ভোটার। তা সত্ত্বেও, বিচারাধীন তালিকায় তাঁর নাম ছিল। সবাই দুশ্চিন্তায় আছে। এসআইআর-এর নামে প্রকৃত ভোটারদের বিরক্ত করা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন বিজেপির এজেন্ট এবং বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে।

বিশ্ব জল দিবসে বান্দায় স্বচ্ছতা অভিযান ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বান্দা, ২২ মার্চ ঃ বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে উত্তর প্রদেশের বান্দা জেলার নবাব ট্যাঙ্ক এলাকায় রবিবার স্বচ্ছতা অভিযান ও জল ও লিঙ্গ সমতা বিষয়ক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। ইনস্টিটিউট ফর ওয়াটার অ্যান্ড ক্লাইমেট ইনিশিয়েটিভস-এর উদ্যোগে সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ১০টা পর্যন্ত এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল স্থানীয় জলাশয়গুলির পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, জল সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জল সংকটের ফলে নারী ও কিশোরীদের উপর পড়া বৈষম্যমূলক প্রভাব তুলে ধরা। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বাসিন্দা, যুবক-যুবতী ও শিক্ষার্থীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন এবং স্বচ্ছতা অভিযানে সক্রিয় ভূমিকা নেন।চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা জলপ্রাপ্তির অসাম্য কীভাবে নারী ও কিশোরীদের জীবন, স্বাস্থ্য ও সুযোগকে প্রভাবিত করে তা সৃজনশীলভাবে তুলে ধরেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বিশ্বজুড়ে ভারতীয় নার্সদের বাড়ছে চাহিদা, লখনউয়ে ১,২২৮ নার্সিং অফিসারকে নিয়োগপত্র দিলেন যোগী আদিত্যনাথ

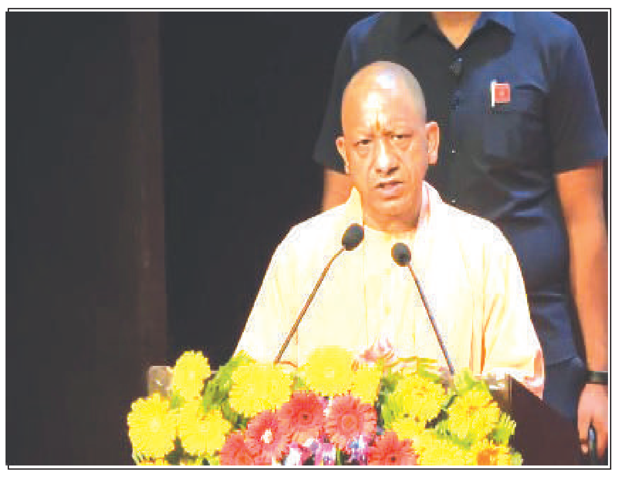

লখনউ, ২২ মার্চঃউত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার লখনউয়ের লোক ভবন অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১,২২৮ জন নার্সিং অফিসারের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে ভারতীয় নার্সদের চাহিদা শুধু দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের দক্ষতা ও মানবিকতার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে নার্সিং পেশার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, নার্সিং কেবল একটি চাকরি নয়, এটি সেবা ও সহানুভূতির এক অনন্য সমন্বয়। একজন নার্স যখন নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন এবং রোগীর প্রতি সহমর্মিতা দেখান, তখন তার ইতিবাচক প্রভাব সরাসরি চিকিৎসা ব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন, এই পেশায় মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, যা একজন রোগীর সুস্থতার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেন, এক সময় এমন ধারণা ছিল যে মেডিকেল কলেজ বা নার্সিং কলেজ স্থাপন করে খুব বেশি লাভ হবে না। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এখন নার্সিং এমন একটি ক্ষেত্র, যেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য কর্মসংস্থানের প্রায় শতভাগ নিশ্চয়তা রয়েছে। তাঁর মতে, যদি কেউ নার্সিংয়ে ডিগ্রি অর্জন করেন, তবে তার চাকরির সুযোগ প্রায় নিশ্চিত।তিনি জোর দিয়ে বলেন, এই চাহিদা শুধু ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় নার্সদের দক্ষতা, শৃঙ্খলা এবং রোগীর প্রতি সহানুভূতির জন্য বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা হয়। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় নার্সিং পেশাজীবীদের জন্য কর্মসংস্থানের দরজা ক্রমশ উন্মুক্ত হচ্ছে।এই নিয়োগপত্র বিতরণ কর্মসূচিকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এর মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও শক্তিশালী হবে এবং সাধারণ মানুষ উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাবে। একই সঙ্গে, নতুন প্রজন্মকে নার্সিং পেশায় আগ্রহী করে তোলার ক্ষেত্রেও এই উদ্যোগ ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।অনুষ্ঠানে উপস্থিত নবনিযুক্ত নার্সিং অফিসারদের উদ্দেশ্যে তিনি নিষ্ঠা, দায়িত্ববোধ এবং মানবিকতার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, একজন নার্স শুধু চিকিসা ব্যবস্থার অংশ নন, বরং রোগী ও তার পরিবারের কাছে ভরসার প্রতীক। তাই এই পেশার মর্যাদা বজায় রাখতে হলে সর্বদা সততা ও সহানুভূতির সঙ্গে কাজ করতে হবে।সামগ্রিকভাবে, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উত্তর প্রদেশ সরকার একদিকে যেমন স্বাস্থ্যখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াল, অন্যদিকে ভারতীয় নার্সদের ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক চাহিদার বিষয়টিও আবারও সামনে তুলে ধরল।

অসম বিস নির্বাচনঃ২৪ মার্চ থেকে রোড-শোর মাধ্যমে প্রচারের সূচনা বিজেপির

গুয়াহাটি, ২২ মার্চঃ আজ২৩ মার্চ মনোনয়ন পেশের শেষ দিন। তার পরের দিন ২৪ মার্চ থেকে বিজেপি নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযান শুরু করবে। ভবানীপুর-সরভোগ বিধানসভা এলাকায় ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ রোড-শোর মাধ্যমে শুরু হবে প্রচারাভিযান, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা।গত শনিবার এক অনুষ্ঠানে এসে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ড. শর্মা বলেন, এনডিএ জোটের লক্ষ্য ২৪ মার্চ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রচার শুরু করা। ২৬ মার্চ থেকে নিয়মিত চলবে নির্বাচনী সমাবেশ। তিনি আরও বলেন, ২৪ মার্চ ভবানীপুর-সরভোগ বিধানসভা এলাকায় প্রায় ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রোডশো আয়োজন করা হবে।চামরিয়া আসনে প্রার্থী সম্পর্কে বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভুলবশত এই আসনটি বিজেপি এবং শরিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর দুই প্রার্থীর নাম বরাদ্দ হয়ে গিয়েছিল। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, চামরিয়ায় বিজেপির কোনও প্রার্থী থাকবে না, দলীয় প্রার্থী দলগাঁও থেকে নির্বাচনে লড়বেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই এই বক্তব্য আসন বণ্টনে পরিবর্তন করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।অসমে বিধানসভার মোট ১২৬টি আসনের জন্য ৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে। ভোট গণনা হবে ৪ মে। রাজ্যে এই নির্বাচনে টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফেরার আশা করছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট।

আরও তেল এল দেশে, জাহাজ গন্তব্য বদলে পৌঁছল মেঙ্গালুরুতে

মেঙ্গালুরু, ২২ মার্চ ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত বৃহস্পতিবার রাশিয়ার তেল কেনার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করার পর, রাশিয়ার অপরিশোধিত তেল নিয়ে অ্যাকোয়া টাইটান নামে একটি জাহাজ কর্ণাটকের মেঙ্গালুরুতে এসে পৌঁছেছে। এর ফলে দেশের তেলের জোগান অব্যাহত রাখাটা সহজতর হবে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের আশা।এদিকে, আরও একটি পণ্যবাহী জাহাজ এলপিজি গ্যাস নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে মেঙ্গালুরু বন্দরে এসে পৌঁছেছে বলে খবর। পিক্সিস পায়োনিয়ার নামে এই পণ্যাবাহী জাহাজটি এসেছে টেক্সাস থেকে। পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাতময় পরিস্থিতি সত্ত্বেও দেশে গ্যাসের সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে বলে সরকার জানিয়েছে। তবে 'অ্যাকোয়া টাইটান'-এ করে কতটা অপরিশোধিত তেল ভারতে আনা হয়েছে, তা প্রাথমিক ভাবে জানা যায়নি।

মোদীজির নেতৃত্বে বিকশিত ভারতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেশঃজে পি নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ ঃ নির্বাচিত সরকারের নেতৃত্বে থাকার রেকর্ড ভেঙে ফেলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এর আগে রেকর্ড ছিল সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন কুমার চামলিঙের দখলে। তিনি মোট ৮, ৯৩০ দিন ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। নরেন্দ্র মোদী তাঁকে ছাপিয়ে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রী পদ মিলিয়ে নির্বাচিত সরকারের নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে মোট ৮,৯৩১ দিনে পা রেখেছেন। তিনিই ছিলেন গুজরাটের সবচেয়ে বেশি দিনের মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৪, ২০১৯ ও ২০২৪ সালে তিনি উপর্যুপরি তিনবার দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছিলেন ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর।এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা এক্স মাধ্যমে জানান, দেশের জন্য এটি এক গর্বের মুহূর্ত, কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন কুমার চামলিং-এর ৮,৯৩০ দিনের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে দীর্ঘতম সময় ধরে সরকারের প্রধানের পদে থাকা ব্যক্তি হয়েছেন। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জনগণের সেবা করা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর এই যাত্রা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। এই বছরগুলো 'মা ভারতী'র প্রতি তাঁর গভীর অঙ্গীকার এবং জনগণের সেবায় অবিচল মনোযোগের প্রতিফলন ঘটায়। তাঁর নেতৃত্বে, ভারত এগিয়ে চলেছে ' বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্যের দিকে, যা জনকেন্দ্রিক নীতির দ্বারা চালিত এবং যা দরিদ্র, যুবক, নারী ও কৃষকদের ক্ষমতায়ন করেছে। এখন ভারত বিশ্বমঞ্চে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী এবং প্রভাবশালী। প্রধানমন্ত্রী মোদীজির কাজ সর্বদা দেশকে সর্বোপরি এবং তৃণমূল স্তরে প্রকৃত পরিবর্তন আনার বিষয়েই ছিল। এটি এমন এক নেতৃত্ব যা আস্থা, নিষ্ঠা এবং একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যবোধ দ্বারা গঠিত।

ভোটের প্রচার ও জনসংযোগ যাদবপুরের প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই (এম) প্রার্থী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য রবিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচার শুরু করে দিলেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে যাদবপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বিকাশ। সময় বেশি নেই, রবিবার থেকে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছেন এই সিপিআই (এম) প্রার্থী।নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে জনসংযোগ করেন বিকাশ। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। দেওয়াল লিখনও শুরু হয়েছে। যাদবপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয় নিয়ে প্রবল আত্মবিশ্বাসী কলকাতার প্রাক্তন মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ নয়, বিজেপির নির্দেশে কাজ করেঃঅধীর চৌধুরী

মুর্শিদাবাদ, ২২ মার্চ ঃ নির্বাচন কমিশনের সমালোচনায় সরব হলেন কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ নয়, বিজেপির নির্দেশে কাজ করে। রবিবার মুর্শিদাবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর বলেন, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ নয়, বিজেপির নির্দেশে কাজ করে। কয়েক মাস আগে আমাদের নেতা রাহুল গান্ধীও এই বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন।শনিবার কলকাতার রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এসআইআর-এর সমালোচনা

টাকার রেকর্ড পতনে মোদী-শাহকে কটাক্ষ সঞ্জয় রাউতের, রাজনৈতিক উত্তাপ তুঙ্গে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ মার্চঃ দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে টাকার দামের সাম্প্রতিক পতনকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে শিবির)-র নেতা সঞ্জয় রাউত। রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে নিশানা করেন।সঞ্জয় রাউত অভিযোগ করেন, দেশের অর্থনীতি ক্রমশ চাপে পা।ছে এবং ভারতীয় মুদ্রার মূল্য রেকর্ড স্তরে নেমে যাচ্ছে, অথচ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এ বিষয়ে নীরব। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, মনে হচ্ছে এবার সেঞ্চুরি হবে, অর্থা ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য ১০০ পার করতে চলেছে। কিন্তু এই পরিস্থিতিতে মোদীজি কোথায়? তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট রাজনৈতিক ব্যঙ্গ লক্ষ্য করা যায়, যেখানে তিনি অর্থনৈতিক সংকটের দায় সরাসরি কেন্দ্রের ওপর চাপাতে চেয়েছেন।রাউত আরও দাবি করেন, এই সংকটের মুহূর্তে দেশের আর্থিক স্থিতিশীলতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার বদলে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত। তাঁর কথায়, মোদীজি এখন পশ্চিমবঙ্গে আছেন। সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-কে হারানোর জন্য নানা পরিকল্পনা চলছে, এমনকি রাষ্ট্রপতি শাসনের কথাও ভাবা হচ্ছে। যদিও এই দাবির পক্ষে তিনি কোনও প্রমাণ দেননি, তবুও তাঁর বক্তব্য রাজনৈতিক বিতর্ককে আরও উসকে দিয়েছে।তিনি আরও বলেন, মোদীজি এবং শাহজি পশ্চিমবঙ্গে ' করার চেষ্টা করছেন, আর এদিকে দেশের মুদ্রার মূল্য ক্রমাগত কমছে। এই ' শব্দটি ব্যবহার করে তিনি পরোক্ষভাবে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকেও ইঙ্গিত করেন, যা ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত।সঞ্জয় রাউত তাঁর বক্তব্যে অতীতের একটি মন্তব্যও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একসময় প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন যে, টাকার মূল্য কমে গেলে দেশের সম্মানও কমে। সেই প্রসঙ্গ টেনে রাউতের প্রশ্ন, এখন তাহলে দেশের সম্মানের কী হচ্ছে? তাঁর এই মন্তব্যের মাধ্যমে তিনি সরকারের নীতির সমালোচনা করেন এবং বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে পূর্বের বক্তব্যের অসঙ্গতি তুলে ধরার চেষ্টা করেন।এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বিরোধী শিবিরের নেতারা যেখানে কেন্দ্রের অর্থনৈতিক নীতিকে দায়ী করছেন, সেখানে শাসকদল এখনও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেয়নি। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লোকসভা নির্বাচনের আগে এই ধরনের মন্তব্য এবং পাল্টা মন্তব্য দেশের রাজনৈতিক পরিবেশকে আরও উত্তপ্ত করে তুলতে পারে।অর্থনৈতিক সূচকের ওঠানামা এবং তার সঙ্গে জ।তি রাজনৈতিক চাপানউতোর-দুইয়ের সমন্বয়ে বর্তমানে জাতীয় রাজনীতি এক সংবেদনশীল পর্যায়ে পৌঁছেছে। টাকার দরপতন নিয়ে উদ্বেগ যেমন বা।ছে, তেমনি সেই ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সংঘাতও ক্রমশ তীব্র হচ্ছে।

ঐতিহাসিক মাইলফলক, চামলিংকে ছাপিয়ে রেকর্ড গড়লেন মোদী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২২ মার্চঃ আরও একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক, চামলিংকে ছাপিয়ে রেকর্ড গড়লেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন কুমার চামলিংকে ছাড়িয়ে ভারতের দীর্ঘতম সময় ধরে ক্ষমতায় থাকা সরকার প্রধান হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ৮,৯৩১ দিন ক্ষমতায় থেকে ভারতীয় রাজনীতিতে একটি ঐতিহাসিক মাইলফলক স্থাপন করেছেন।রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একটি ঐতিহাসিক মাইলফলকে পৌঁছেছেন। তিনি সিকিমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী পবন কুমার চামলিং-এর রেকর্ডকে ছাড়িয়ে ভারতের দীর্ঘতম সময় ধরে সরকার প্রধানের পদে থাকা ব্যক্তি হয়েছেন। পবন কুমার চামলিং ৮,৯৩০ দিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, অপরদিকে নরেন্দ্র মোদী এখন সরকার প্রধান হিসেবে ৮,৯৩১ দিন পূর্ণ করেছেন। এর মধ্যে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর কার্যকাল এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তাঁর সময়কাল উভয়ই অন্তর্ভুক্ত।

কেরলমে ইউডিএফ-এর পক্ষে সুস্পষ্ট উৎসাহ দেখা যাচ্ছেঃকে সি বেণুগোপাল

তিরুবনন্তপুরম, ২২ মার্চ ঃকেরলমে ইউডিএফ-এর পক্ষে সুস্পষ্ট উৎসাহ দেখা যাচ্ছে, জোর দিয়ে বললেন কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল। রবিবার তিরুবনন্তপুরমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বেণুগোপাল বলেন, গত ১০ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা একটি সরকারকে ' আর নয়' বলার মানসিকতায় রয়েছে জনগণ।বেণুগোপাল আরও বলেন, কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তেহার নিয়ে প্রকাশ্য বিতর্কের জন্য আমরা প্রস্তুত। মুখ্যমন্ত্রী যদি এর জন্য প্রস্তুত থাকেন, আমরাও সমানভাবে প্রস্তুত। উল্লেখ্য, কেরলমে নির্বাচনের দিন যত এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক উত্তাপ ততটাই বাড়ছে। এবারের কেরলম বিধানসভা নির্বাচনে ইউডিএফ-র জয় নিয়ে আশাবাদী বেণুগোপাল।

বালি কেন্দ্রে বহিরাগত প্রার্থী নিয়ে বিজেপিতে বিক্ষোভ, রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি,বালি, ২২ মার্চ ঃ বালি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী নির্বাচনকে ঘিরে বিজেপির অন্দরে তীব্র ক্ষোভ ও বিক্ষোভের ঘটনা সামনে এসেছে। বিজেপি প্রার্থী হিসেবে সঞ্জয় সিং-এর নাম ঘোষণা হওয়ার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন দলের একাংশের স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের দাবি, বালি কেন্দ্রে কোনো বহিরাগত প্রার্থী মানা হবে না, স্থানীয় কাউকেই প্রার্থী করতে হবে।গত শনিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ইস্যুতে বিজেপির একটি অভ্যন্তরীণ বৈঠকে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, একদল কর্মী বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এসে স্লোগান দিতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, ঘরের ছেলেকে প্রার্থী না করে বাইরে থেকে প্রার্থী আনা হয়েছে, যা মেনে নেওয়া হবে না।যদিও এই বিক্ষোভকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি প্রার্থী সঞ্জয় সিং। তিনি জানান, এটি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং খুব দ্রুতই সমস্যা মিটে যাবে। তাঁর দাবি, শেষ পর্যন্ত দলের কর্মীরাই তাঁর হয়ে প্রচারে নামবেন।অন্যদিকে এই পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল প্রার্থী কৈলাস মিশ্র। তিনি বলেন, বিজেপির কর্মীরাই বহিরাগত প্রার্থী চাইছেন না এবং আগামী দিনে অনেক বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগ দিতে পারেন। সব মিলিয়ে বালি কেন্দ্রের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে।

গ্যাসের সঙ্কটের আবহে গুরুগ্রামে এলপিজি এ পি টিএম-এর ব্যবস্থা

গুরুগ্রাম, ২২ মার্চ ঃগ্যাসের সঙ্কটের আবহে গুরুগ্রামে এলপিজি এটিএম-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড (বিপিসিএল) গুরুগ্রামে সোহনার সেক্টর ৩৩-এর সেন্ট্রাল পার্ক ফ্লাওয়ার ভ্যালিতে একটি এলপিজি এটিএম বসিয়েছে। সেন্ট্রাল পার্ক ফ্লাওয়ার ভ্যালির ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক অমিত খাটানা বলেন, একটি এলপিজি ভেন্ডিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে যেখানে একবারে ১০টি সিলিন্ডার রাখা যায়। ভারত গ্যাসের গ্রাহকরা এখানে আসতে পারবেন। তাঁরা তাঁদের নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর দেবেন। তাঁরা একটি ওটিপি পাবেন। এরপর, তাঁরা তাঁদের খালি সিলিন্ডারটি ওজন করার মেশিনে রাখবেন। সেটি স্ক্যান করা হবে। একটি জানালা খুলে যাবে যেখানে তাঁরা তাঁদের সিলিন্ডারটি রাখবেন। তারপর, তাঁরা টাকা পরিশোধ করবেন। টাকা পরিশোধ করার পর আরেকটি জানালা খুলে যাবে। এটি দুই-তিন মিনিটের একটি প্রক্রিয়া। এখানে ১০ কেজির সিলিন্ডার পাওয়া যায়।

উত্তর ইজরায়েলে হিজবুল্লাহর ক্ষেপণাস্ত্র হামলা, নিহত ১, জ্বলে গেল দুটি গাড়ি

তেল আবিব, ২২ মার্চ ঃ ইরান সমর্থিত জঙ্গি সংগঠন হিজবুল্লাহ রবিবার সকালে উত্তর ইজরায়েলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায়। এই হামলায় দুটি গাড়িতে আগুন ধরে যায় এবং একটি ক্ষেপণাস্ত্র সরাসরি আঘাত হানায় একজনের মৃত্যু হয়েছে।ইজরায়েলের জরুরি স্বাস্থ্য পরিষেবা আধিকারিক মাগেন ডেভিড অ্যাডম জানিয়েছে, হামলায় আহতদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।ইজরায়েলের সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ' অপারেশন রোরিং লায়ন'-এর চতুর্থ সপ্তাহের শুরুতেই এই হামলা হয়েছে। একই সময়ে ইরান মধ্য ইজরায়েলের দিকে ক্লাস্টার বোমাও নিক্ষেপ করে বলে জানা গেছে, যা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রতিহত করতে পারেনি।এর আগে গত শনিবার দক্ষিণ ইজরায়েলের ডিমোনা ও আরাদ শহরে ইরানের হামলায় প্রায় ২০০ জন আহত হন, যাদের মধ্যে ১১ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা অন্তত দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র আটকাতে ব্যর্থ হয় বলে জানা গেছে।এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং ইজরায়েল ডিফেন্স ফোর্সের প্রধান এয়াল জামির জানিয়েছেন, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এসআইআর-এর অতিরিক্ত তালিকা মিলবে সোমবারঃমনোজ আগরওয়াল

কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গে ' বিবেচনাধীন' ভোটারদের সাপ্লিমেন্টারি তালিকা সোমবার প্রকাশিত হতে পারে বলে জানালেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল। রবিবার সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানান, সোমবার বিকেল থেকে সন্ধ্যার মধ্যে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ হবে।এরপর প্রতি শুক্রবার করে ধারাবাহিক ভাবে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা হতে পারে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই রাজ্যের মোট প্রায় ৮০ হাজার ৬৮১টি বুথের মধ্যে ৪০ হাজার বুথের জন্য সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। তালিকা প্রকাশের পর তা সংশ্লিষ্ট বুথে টাঙিয়ে দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৬০ লক্ষ ' বিবেচনাধীন' ভোটারের মধ্যে ২৭ লক্ষ ২৩ হাজারের নিষ্পত্তি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বাকি অংশের যাচাই প্রক্রিয়াও দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে।

রাশিফল

মেষঃআপনি পুনরায় নিজের হারানো বন্ধুবর্গকে খুঁজে পেয়ে যাবেন বা কোনও বিশেষ মানুষকে।এই ধরণের একটা ইতিবাচক বাঁক আপনার আনন্দ বৃদ্ধি করবে। এটা একটা জীবনীশক্তি-পূর্ণ দিন । যাইহোক, আপনি হয়তো আপনার বর্তমান কর্মগতি, উন্নতি এবং সম্পাদিত কাজে সন্তুষ্ট হবেন না। আপনি স্বাভাবিক সময়ের থেকে আরও বেশি সৃজনশীল থাকবেন এবং চাইবেন আরও বেশি কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে যাতে অন্যদের ছাড়িয়ে শ্রেষ্ঠতম হওয়া যায়।স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি গড়পড়তা।

বৃষঃ আপনি নমনীয় থাকলে আজকের দিনটি আপনার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। ভালোবাসা এবং জীবন সম্পর্কে আপনার প্রেমাস্পদ আপনার মতামত চাইতে পারে।আপনার সঙ্গীর মনে আজকে যে ইচ্ছেগুলো সবথেকে বেশি জায়গ জুড়ে রয়েছে আপনি ঠিক সেই কাজগুলোই করুন। আজ, আপনি আপনার উদ্ভাবনী চিন্তাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারেন কোনওরকম পরিকল্পনা ছাড়াই এবং রিসার্চ না করেই। বিবাহের যোগ।

মিথুনঃ আপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। অতীতের বিনিয়োগ থেকে উপার্জন বৃদ্ধি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শুভদিন হবে

কর্কট রাশি ঃ কর্মক্ষেত্রে প্রবল ব্যস্ততার কারণে আপনি হয়তো রোমান্টিক সাক্ষাতটি কাটিয়ে দিতে চাইবেন ও বা।িতে একা সময় কাটাতে চাইবেন। আপনার পকেটে বেশি চাপ দেয় না এরকম ছোট ছোট জিনিসে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে কিছু উন্নতি করার কথা ভাবার এটিই সঠিক সময়। সংসারে শান্তি আসবে

সিংহঃ নিরাপত্তাহীনতা অস্থিতিশীলতার অনুভূতি বিহ্বলতার সৃষ্টি করতে পারে। ব্যবসায়িক কৃতিত্বের জন্য যাঁরা আপনার কাছে আসে তাঁদেরকে শুধু উপেক্ষা করুন।

কন্যা ঃচাকরির জায়গায় অনেক কিছু হওয়ার ফলে আপনাকে হয়তো প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষা বাতিল করতে হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি উদ্যমী দিন। আপনার চারপাশে ইতিবাচক স্প ন্দন বিরাজ করছে, যা আপনার সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনকে প্রভাবিত করবে।

বৃশ্চিকঃ আপনার খাবার সম্পর্কে সঠিক যত্ন নিন, বিশেষ করে মাইগ্রেনের রোগীরা, যাঁদের খাওয়া বাদ দেওয়া উচিত নয় অন্যথায় এটি তাঁদেরকে অহেতুক মানসিক চাপ দিতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।

ধনুঃজাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি খুবই উত্তেজনাপূর্ণ হতে চলেছে। আপনি আপনার জীবনে নতুন শক্তি এবং সাহস অনুভব করবেন। সংসারে শান্তি আসবে।

মকরঃচোখে ছানির রোগীদের দূষিত বাতাবরণে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ ধোঁয়া আপনার চোখকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। সন্তান হতে পারে আজ।

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য খুবই ইতিবাচক হতে চলেছে। আপনি আপনার চিন্তাভাবনা এবং অনুভূতি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন, যা আপনার চারপাশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে।

মীনঃ অভিমতের পার্থক্য আপনাকে ভুল পথে চালিত করবে। আপনার প্রেমাস্পদর কাছে বিশ্বস্ত থাকুন এবং স্পষ্টভাবে সমস্ত বিষয় আলোচনা করুন যেগুলো আপনাদের জীবনের সুন্দর মূহূর্তগুলোকে বাধাদান করছে। কর্মক্ষেত্রে, গুণগ্রাহিতা পাওয়ার এটাই সেরা সময়, যদিও এটা হতে কিছুটা সময় লাগবে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে। সন্তান হতে পারে আজ। শুভ দিন।

আবহাওয়া

বৃষ্টির সৌজন্যে মনোরম রয়েছে শহর ও শহরতলির আবহাওয়া। রবিবারও মহানগরী কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের নীচেই। এদিন সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ১৯.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.৪ ডিগ্রি কম। সকালে রোদের দেখা মিললেও, আকাশ ছিল মেঘাছন্ন।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। কলকাতায়ও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সোমবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে এবং বৃষ্টির পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৪শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫০শতকরা হতেপারে। বৃষ্টিপাতহয়েছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ১০টা ৫২মিনিট এবং ১০ রাত ৫৫টা। **ভাটা**-দুপুর ০১টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ৫৬মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪৪মিনিটে হতে পারে।

অবাধ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনই লক্ষ্য ঃ পুলিশ সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ২২ মার্চ ঃ রবিবার বসিরহাট পুলিশ জেলার অন্তর্গত বসিরহাট থানায় সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বসিরহাটের পুলিশ সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্দেশিকার ভিত্তিতে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তার কথায় নির্বাচন কমিশনের দেওয়া ছটি গাইড লাইন সকলকে অবগত করানো হচ্ছে যাতে সাধারণ মানুষ কোনোরকম ভয় ভীতি ছাড়াই সুষ্ঠু ভাবে ভোট দিতে পারে। বুথ দখল , ছাপ্পা ভোটের মতো ঘটনা যাতে না ঘটে সেইসব বিষয় লক্ষ্য রাখার পাশাপাশি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে জনসাধারণ কে তিনি বলেন, চিন্তার কোনো কারন নেই ফ্রী এন্ড ফেয়ার ইলেকশন পশ্চিমবঙ্গে হবে বসিরহাটের মানুষের কোন রকম অসুবিধা হবে না।তিনি বলেন আমরা আছি,অবসারভার রা আছেন, সেন্ট্রাল ফোর্স আছে, কোন অসুবিধা হলে জানাবেন,কন্ট্রোল রুম অ্যাক্টিভ হয়েছে, ডিস্ট্রিক্ট কন্ট্রোল রুম আছে ,সর্বদল বৈঠক থেকে শুরু করে কনফিডেন্স বিল্ডিং এর কাজ চলছে। তবুও যদি কেউ কিছু জানাতে চান তা নিশ্চিন্তে জানানোর আহ্বান জানান বসিরহাটের এস.পি।

৬ দফা নির্দেশিকা নিয়ে বিভিন্ন থানায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে হাওড়ার পুলিশ কমিশনার

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ২২ মার্চ ঃ নির্বাচন কমিশনের ৬ দফা নির্দেশিকা নিয়ে বিভিন্ন থানায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার। লক্ষ্য, সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচন। হিংসামুক্ত ও ভীতিমুক্ত নির্বাচনের লক্ষ্যে রবিবার বিভিন্ন থানায় উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার অখিলেশ চতুর্বেদী। হাওড়া সদরের বেশ কয়েকটি থানা পরিদর্শন করেন হাওড়া সিটি পুলিশের নগরপাল। তিনি থানাগুলির অফিসারদের নিয়ে এদিন উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকও করেন। সেখানে তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি বিভিন্ন নির্দেশও দেন। এদিন তিনি সাঁকরাইল, জগাছা, হাওড়া, বেলুড়, মালিপাঁচঘড়া, গোলাবাড়ি সহ বিভিন্ন থানায় যান বলে জানা গেছে। তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ৬টি নির্দেশিকার উপর এবার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এই ৬টি নির্দেশের মধ্যে রয়েছে প্রভাবমুক্ত, হিংসামুক্ত, ভয়মুক্ত ভোট। এছাড়াও বুথ জ্যাম, বুথের বাইরে জ্যাম বরদাস্ত করা হবে না। কঠোর হাতেই তা দমন করা হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক বুথের নিরাপত্তাও বাড়ানো হবে।

ভাতা নয়, ভাত চাই। কর্মসংস্থান চাই। প্রচারে বললেন বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ

দুরন্তবার্তা, সুমন আদক, হাওড়া, ২২ মার্চ ঃ 'ভাতা নয়, ভাত চাই। কর্মসংস্থান চাই। মহিলাদের সুরক্ষা চাই। সেটা দিতে পারবে একমাত্র বিজেপি।' রবিবাসরীয় প্রচারে বেরিয়ে বললেন শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ। এদিন সকালে হাওড়ার বালিটিকুরি সদানন্দ মঠে পুজো দিয়ে রবিবাসরীয় প্রচার শুরু করেন তিনি। তিনি আরও বলেন, হাওড়ায় মূল সমস্যা জল। রাস্তাঘাট খারাপ, অল্প বৃষ্টিতে জল জমে যায়। পানীয় জল পর্যাপ্ত নয়।জিতে আসার পর এই সমস্ত সমস্যা সমাধানে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, যারা ভোট দিতে পারবে না বলে ভোট চলে যাবে। দলের ভাত-কাপড় বন্ধ হয়ে যাবে বলে তেমনই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মূল যে রোজগার কারখানা বন্ধ করেছেন। আমরা তাই বলেছি, 'রোজগার চাই বিজেপি তাই', 'কলকারখানা চাই, বিজেপি তাই।' পুলিশ, ক্রিমিনাল এবং প্রশাসনিক দপ্তরের মধ্যে আঁতাতে সাধারণ মানুষের থেকে লুট চলছে। মানুষকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। মানুষ তাই পরিবর্তন চাইছেন।

ভোটে জিরো টলারেন্স! রানাঘাটে কড়া নিরাপত্তায় নামছে প্রশাসন;৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে নদীয়ার রানাঘাট পুলিশ জেলায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে প্রশাসন। শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু এবং ভয়মুক্ত ভোট নিশ্চিত করতে রানাঘাট, শান্তিপুর, তাহেরপুর সহ একাধিক থানায় পুলিশি তৎপরতা ইতিমধ্যেই বাড়ানো হয়েছে। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই জেলা জুড়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে। দ্বিতীয় দফায় ভোটগ্রহণের আগে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে পুলিশ প্রশাসন। রবিবার বিভিন্ন থানার অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করে সার্বিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন জেলা পুলিশ সুপার আশিস মৌর্য। তিনি জানান, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনেই প্রতিটি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এবারের ভোটে মূল লক্ষ্য; হিংসামুক্ত, প্রভাবমুক্ত এবং ভয়মুক্ত পরিবেশে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রানাঘাট পুলিশ জেলায় ইতিমধ্যেই ৯ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রতিটি থানায় এক কোম্পানি করে বাহিনী রাখা হয়েছে, যারা নিয়মিত রুট মার্চ, টহলদারি এবং এরিয়া ডমিনেশন করছে। এর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে নাকা চেকিং জোরদার করা হয়েছে। অতীতের গোলমালকারীদের চিহ্নিত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এবং ওয়ারেন্টভুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। স্পর্শকাতর বুথ চিহ্নিত করতে শুরু হয়েছে 'ভালনারেবিলিটি ম্যাপিং'-এর কাজও। নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষক এবং উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা সরাসরি পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। জেলা পুলিশ সুপার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন;কোনো প্রভাবে ভয় বা চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে সাধারণ মানুষ যেন নির্বিঘ্নে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। কোনো সমস্যা হলে সরাসরি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বানও জানানো হয়েছে। সবশেষে তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই আমরা একটি শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও উৎসবমুখর নির্বাচনের জন্য কাজ করছি।'

রাজ্যজুড়ে জোরদার প্রচারে সভা-র‍্যালির ঝড় তুলতে নামছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক দলগুলির প্রচারের গতি বাড়ছে চোখে পড়ার মতোভাবে। এই প্রেক্ষাপটে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী রাজ্যজুড়ে একাধিক সভা ও র‍্যালির সূচি ঘোষণা করে নির্বাচনী লড়াইকেআরওতীব্রকরেতুলেছেন।তাঁর এই কর্মসূচিকে ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়েছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রচারসূচি মূলত রাজ্যের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে তৈরি করা হয়েছে। যেখানে নির্বাচনী লড়াই তুলনামূলকভাবে বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ, সেই সমস্ত এলাকায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল নেতৃত্বের মতে, এই পরিকল্পনার মাধ্যমে সংগঠনকে আরও মজবুত করা এবং ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়ানোই প্রধান লক্ষ্য। অভিষেক ব্যানার্জীর সভা ও র‍্যালিগুলিতে উন্নয়নের বার্তাকেই মূল হাতিয়ার হিসেবে তুলে ধরা হবে বলে জানা গিয়েছে। গত কয়েক বছরে রাজ্যে যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে, সেই সব বিষয় তুলে ধরেই সাধারণ মানুষের সমর্থন আদায়ের কৌশল নিয়েছে দল। পাশাপাশি, বিরোধী দলগুলির সমালোচনাও এই সভাগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এদিকে, অভিষেকের এই কর্মসূচিকে ঘিরে দলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন জেলায় ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সভাস্থল প্রস্তুত করা থেকে শুরু করে প্রচারের নানা দিক;সব ক্ষেত্রেই জোর কদমে কাজ চলছে। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, প্রতিটি সভায় ব্যাপক জনসমাগম হবে এবং তা নির্বাচনী লড়াইয়ে তাদের অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস এক নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বকে তুলে ধরার চেষ্টা করছে। তাঁর আগ্রাসী প্রচারভঙ্গি এবং সরাসরি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতা ইতিমধ্যেই দলের ভিতরে ও বাইরে আলাদা করে নজর কেড়েছে। সেই কারণেই এই নির্বাচনে তাঁকে অন্যতম প্রধান মুখ হিসেবে সামনে আনা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলি অবশ্য এই কর্মসূচিকে ততটা গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাদের দাবি, শুধুমাত্র সভা-র‍্যালি করলেই সাধারণ মানুষের সমর্থন পাওয়া যায় না। বাস্তব সমস্যার সমাধান করাই সবচেয়ে বড় বিষয়। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এই সমালোচনাকে উড়িয়ে দিয়ে বলছে, মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগই তাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ঘনঘন সভা ও র‍্যালি নির্বাচনী প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এতে একদিকে যেমন কর্মীদের মধ্যে উদ্দীপনা বাড়ে, অন্যদিকে ভোটারদের কাছেও দলের বার্তা পৌঁছানো সহজ হয়। সেই দিক থেকে অভিষেক ব্যানার্জীর এই কর্মসূচিকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রতিটি দলই নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে মরিয়া। তৃণমূল কংগ্রেসও সেই দৌড়ে পিছিয়ে থাকতে চায় না।

বাম প্রার্থী প্রত্যাহারের আবেদন

নির্বাচনের আগে নতুন জল্পনা উস্কে দিলেন চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬-কে ঘিরে রাজনৈতিক সমীকরণ যখন ক্রমশ জটিল আকার নিচ্ছে, তখনই পানিহাটি কেন্দ্রকে কেন্দ্র করে নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হল। বিশিষ্ট চিকিৎসক নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ্যে সিপিআই (এম)-এর কাছে আবেদন জানিয়েছেন, তারা যেন ওই কেন্দ্র থেকে নিজেদের প্রার্থী প্রত্যাহার করে নেয়। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে এবং নির্বাচনের আগে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিতও দেখছেন অনেকেই। নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিরোধী শক্তির মধ্যে বিভাজন তৈরি হলে তার সুযোগ নেবে শাসক দল। সেই কারণেই তিনি মনে করছেন, পানিহাটি আসনে বিরোধী ভোট একজোট করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য, এই মুহূর্তে প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তৈরি করা। যদি বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে যায়, তাহলে ফলাফল প্রভাবিত হবে। তাঁর এই মন্তব্য স্পষ্টভাবেই বোঝাচ্ছে যে, তিনি একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক সমঝোতার পক্ষে সওয়াল করছেন। পানিহাটি কেন্দ্র বরাবরই রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি আসন হিসেবে পরিচিত। এই কেন্দ্রে বিভিন্ন দলের প্রভাব থাকায় প্রতি নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। এবারের নির্বাচনেও সেই চিত্রের খুব একটা পরিবর্তন হবে না বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। ঠিক এই পরিস্থিতিতেই নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আবেদন নতুন করে সমীকরণ বদলের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। যদিও সি পি আই (এম) নেতৃত্ব এই বিষয়ে এখনই স্পষ্ট কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি, তবে দলের একাংশের মতে, প্রার্থী প্রত্যাহার করা এত সহজ সিদ্ধান্ত নয়। দলের নিজস্ব রাজনৈতিক অবস্থান এবং কর্মীদের মনোবল; এই দুই বিষয়ই এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে শুধুমাত্র কোনও ব্যক্তির আবেদনের ভিত্তিতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। অন্যদিকে, এই মন্তব্যকে ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি; দুই পক্ষই নিজেদের মতো করে প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেছে। শাসক দলের একাংশ মনে করছে, বিরোধীদের মধ্যে এই ধরনের আবেদন প্রমাণ করে তাদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং বিভ্রান্তি। অপরদিকে, বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, বিরোধীদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবই তাদের প্রধান সমস্যা, যা নির্বাচনে তাদের ফলাফলে প্রভাব ফেলবে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের আবেদন নতুন কিছু নয়। অতীতেও বিভিন্ন নির্বাচনে দেখা গিয়েছে, নির্দিষ্ট আসনে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তুলতে বিরোধী দলগুলির মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা হয়েছে। তবে সেই প্রচেষ্টা কতটা সফল হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই গিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, দলীয় স্বার্থ এবং আদর্শগত পার্থক্যের কারণে সেই সমঝোতা বাস্তবায়িত হয়নি। পানিহাটির ক্ষেত্রেও একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রার্থী তালিকা নিয়ে রিঙ্কু মজুমদারের মন্তব্যে জোর বিতর্ক, মুখ খুললেন দিলীপ ঘোষ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই রাজনৈতিক দলগুলির অন্দরমহলের টানাপোড়েন প্রকাশ্যে আসছে। এবার বিজেপির প্রার্থী তালিকা নিয়ে দলেরই এক নেত্রীর মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন বিতর্ক। রিঙ্কু মজুমদারের করা মন্তব্যকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে যখন জোর চর্চা, তখন সেই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পর থেকেই দলের ভিতরে অসন্তোষের সুর শোনা যাচ্ছিল। সেই পরিস্থিতিতেই রিঙ্কু মজুমদারের মন্তব্য যেন আগুনে ঘি ঢালার কাজ করেছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। যদিও ঠিক কী মন্তব্য করেছিলেন তিনি, তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে নানা ব্যাখ্যা ঘুরছে, তবে সামগ্রিকভাবে সেই মন্তব্য দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বলেই ধারণা করা হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে দিলীপ ঘোষ বলেন, দলের প্রার্থী তালিকা তৈরি একটি সুসংগঠিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় এবং সেখানে বিভিন্ন স্তরে আলোচনা ও পর্যালোচনার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তাঁর কথায়, 'একটি বড় রাজনৈতিক দলে বিভিন্ন মত থাকতে পারে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দল যে সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই সকলের মানা উচিত।' তাঁর এই মন্তব্যে স্পষ্ট, তিনি দলের অভ্যন্তরীণ মতভেদকে বড় করে দেখতে চাইছেন না এবং বিষয়টিকে স্বাভাবিক বলেই তুলে ধরছেন। দিলীপ ঘোষ আরও ইঙ্গিত দেন, নির্বাচনের আগে এই ধরনের বিতর্ককে অতিরঞ্জিত করা ঠিক নয়। তাঁর মতে, বিরোধী দলগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের বিষয়কে সামনে এনে বিজেপির ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। একই সঙ্গে তিনি কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার বার্তাও দেন এবং বলেন, নির্বাচনে ভালো ফল করতে গেলে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এদিকে, রিঙ্কু মজুমদারের মন্তব্য নিয়ে দলের অন্য নেতাদের মধ্যেও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ মনে করছেন, এই ধরনের মন্তব্য প্রকাশ্যে আনা উচিত হয়নি, কারণ তা দলের ভিতরের ঐক্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। আবার অন্য একাংশের মতে, দলের ভিতরে মতামত প্রকাশের অধিকার সবারই আছে এবং সেই দিক থেকে এই মন্তব্যকে একেবারে অস্বাভাবিক বলা যায় না। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনের আগে প্রার্থী তালিকা নিয়ে অসন্তোষ নতুন কিছু নয়। প্রায় প্রতিটি দলেই এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হয়, যেখানে কিছু নেতা বা কর্মী নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন। তবে সেই অসন্তোষ কতটা সংগঠিত আকার নেয়, সেটাই বড় প্রশ্ন। বিজেপির ক্ষেত্রেও এখন সেটাই দেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে তৃণমূল ও অন্যান্য বিরোধী দল বিজেপিকে আক্রমণ শুরু করেছে।

১৫৩ আসনে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র, নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক লড়াই যখন চরমে, তখনই রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন মাত্রা যোগ করল 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'। দলের নেতা হুমায়ুন কবীর আনুষ্ঠানিকভাবে ১৫৩টি বিধানসভা আসনের জন্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে এবং অনেকেই মনে করছেন, এই পদক্ষেপ নির্বাচনের সমীকরণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রার্থী তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে স্থানীয় স্তরের নেতৃত্ব, সংগঠনের শক্তি এবং প্রার্থীদের গ্রহণযোগ্যতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। হুমায়ুন কবীরের বক্তব্য অনুযায়ী, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এবং এলাকার সমস্যার সঙ্গে পরিচিত এমন ব্যক্তিদেরই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এই তালিকা প্রকৃত অর্থেই 'জনতার প্রতিনিধিত্ব' করবে এবং রাজ্যের রাজনীতিতে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সময় হুমায়ুন কবীর স্পষ্ট করে জানান, তাঁদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে রাজ্যের রাজনীতিতে বিকল্প শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করা। তিনি বলেন, আনুষ এখন পরিবর্তন চায়। দীর্ঘদিন ধরে একই ধরনের রাজনীতি দেখে তারা ক্লান্ত। আমরা সেই পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে এগোচ্ছি।দ তাঁর এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যাচ্ছে, দলটি নিজেদের একটি শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ১৫৩টি আসনে প্রার্থী দেওয়া কোনও ছোট পদক্ষেপ নয়। এটি একদিকে যেমন দলের সংগঠনগত শক্তির ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে নির্বাচনে তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকেও স্পষ্ট করে। তবে একই সঙ্গে প্রশ্ন উঠছে, এই বিপুল সংখ্যক আসনে প্রার্থী দেওয়ার ফলে ভোটের সমীকরণ কীভাবে প্রভাবিত হবে। বিশেষ করে ত্রিমুখী বা চতুর্মুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন অনেকেই। এদিকে, অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলিও এই ঘোষণাকে গুরুত্ব সহকারে দেখ ছে। শাসক দল এবং প্রধান বিরোধী দল উভয়ই মনে করছে, নতুন কোনও শক্তির আবির্ভাব নির্বাচনী অঙ্ককে জটিল করে তুলতে পারে। যদিও তারা প্রকাশ্যে এই দলকে খুব একটা গুরুত্ব দিতে চাইছে না, তবুও অভ্যন্তরীণভাবে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। হুমায়ুন কবীর আরও জানান, তাঁদের দল শুধুমাত্র প্রার্থী দেওয়াতেই থেমে থাকবে না, বরং প্রতিটি আসনে জোরদার প্রচার চালানো হবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জেলায় সংগঠনকে সক্রিয় করার কাজ শুরু হয়েছে। কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সভা, মিছিল এবং জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা চলছে। এই ঘোষণার পর থেকেই রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবেশে এক নতুন উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। যে সমস্ত আসনে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেখানে এই নতুন দলের প্রভাব কতটা পড়বে, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, কিছু ক্ষেত্রে এই দল 'কিংমেকার'-এর ভূমিকাও নিতে পারে, যদি তারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোট পায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন দল বা জোটের আগমন নতুন কিছু নয়। তবে তাদের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করে সংগঠনের শক্তি, প্রার্থীদের গ্রহণ যোগ্যতা এবং প্রচারের কৌশলের উপর।

জমি বিবাদে ভাইয়ের উপর অ্যাসিড হামলা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর, ২২ মার্চ ঃ এবার বারুইপুরে জমি বিবাদের জেরে ভাইয়ের উপর অ্যাসিড নিয়ে হামলা, তারপর দা দিয়ে কোপানোর অভিযোগ দাদা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতায় চিত্ত রঞ্জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন টোটোন খান নামে এক ব্যক্তি। শনিবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বারুইপুর থানার অন্তর্গত যোগীবটতলার মডার্ণ ক্লাবের পাশের এলাকায়। অভিযোগ, টোটোনের মেজো দাদা মমতাজ খান ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা একজোট হয়ে প্রথমে টোটোনের চোখ লক্ষ্য করে অ্যাসিড ছোঁড়ে। তারপর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এলোপাথাড়ি কোপানো হয়। খবর, মমতাজ খান ও টোটন খানের মধ্যে অনেকদিন থেকেই জমি সংক্রান্ত বিবাদ ছিল। কয়েকদিন আগে টোটনের পরিবারের বেশ কিছু সদস্যকে মারধর করে মমতাজ খানের পরিবার। মমতাজের পরিবারের বেশ কয়েকজনকে পুলিশ আটকও করেছিল। এরইমাঝে এবার ইদের দিন এ ঘটনা ঘটে গেল। স্থানীয় সূত্রে খবর, ঝামেলাটা শুরু হয় ইদের সকাল থেকেই। কিন্তু রাতে তা একেবারে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে। অভিযোগ, মমতাজ খানের স্ত্রী বেবী খান, জামাই ভিকি ঘোষ, প্রতিবেশী ইয়ারলি খানসহ ছয় জনের একটি দল হঠাৎ টোটন খানের ওপর দা, শাবল, লোহার রড নিয়ে চড়াও হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় বাড়ির কাছেই তাঁকে পড়ে থাকতে দেখে এলাকার লোকজনই তাঁকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় রাতেই কলকাতায় চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেন চিকিৎসকরা। এদিকে ঘটনার পরই মার খাওয়ার ভয়ে লুকিয়ে পড়ে মমতাজ খানের দলবদল। কিন্তু গ্রাম থেকে তাঁরা বের হতে পারেনি। ঘিরে ফেলে গ্রামের বাসিন্দারাই। রাতে বারইপুর থানার আই সি অর্ধেন্দু দে সরকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তদের আটকের চেষ্টা করলে সেই সময় গ্রামবাসীদের বাধার মুখে পড়তে হয়। উত্তেজিত জনতা তাঁদের ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে শেষ পর্যন্ত লাঠিচার্জ করতে হয় পুলিশকে। তারপরই অভিযুক্তদের থানায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়। আক্রান্ত টোটন খানের পরিবার রাতেই বারুইপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ এই ঘটনায় এক নাবালক-সহ ছয় জনকে আটক করেছে।পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বাঘের হামলার মুখে মৎস্যজীবি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

দুরন্তবার্তা, সৌরভ দাশ, সুন্দরবন, ২২ মার্চ ঃ আহত মৎস্যজীবির নাম নিখিল মন্ডল, বাড়ি শামশেরনগর এলাকায় । ঘটনাটি ঘটেছে সুন্দরবনের বড়িতলা জঙ্গলে। জানা গেছে,নিখিল মন্ডল সহ মোট ছয় জন কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল সুন্দরবনের জঙ্গলে । শনিবার বিকেলে বরিতলা জঙ্গলে তাদের নৌকার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঘ। নৌকার উপরে নিখিল মন্ডল এর উপর আক্রমণ করে বাঘটি। আতঙ্কিত হয়ে পড়লেও নিখিল মন্ডল কে বাঁচাতে বাঁশ দিয়ে বাঘকে মেরে কোনরকমে তাড়িয়ে দিয়ে নিখিল কে বাঁচান সঙ্গীরা । কিন্তু বাঘের আক্রমনে গুরুতর আহত হয় নিখিল মন্ডল। নিখিল মন্ডলকে নিয়ে তড়িঘড়ি তার সঙ্গীরা প্রথমে যোগেশগঞ্জ হাসপাতাল এবং সেখান থেকে গভীর রাতে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় নিখিল মন্ডল বসিরহাট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিবরন জানিয়ে ওই নৌকায় থাকা আরও এক মৎস্যজীবি গোবিন্দ মন্ডল বলেন,তারা কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন, আচমকা বাঘ হামলা করে নিখিল মন্ডল কে। সঙ্গীকে বাঁচাতে বাঁশ দিয়ে বাঘকে মেরে তাড়িয়ে কোন রকমে সঙ্গীকে বাঁচান।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের কারণেই এবার শক্তি হারাচ্ছে ট্রাম্প - জেগে উঠছে ভারত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ মার্চ ঃ আর সমস্ত বিশ্বের উপর ট্রাম্পের দাদাগিরি চলছে না। ইরান আমেরিকা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তো ট্রাম্পের উপর বেশ ক্ষুব্ধ। আমেরিকার যে ইমেজ ছিল সুপারপাওয়ার হিসেবে তা ধাক্কা গিয়েছে প্রবল ভাবে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি বুঝতে পারছে কোথাও একটা ভুল থেকে গিয়েছে তাদের। যুদ্ধ মিটলে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলি নিশ্চিত ভাবেই ভাবনাচিন্তা শুরু করবে তাদের প্রতিরক্ষা কৌশল নিয়ে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের মাটিতে যৌথ হামলা চালায় আমেরিকা ও ইজরায়েল। তছনছ হয়ে যায় তেহরান-সহ ইরানের একাধিক অঞ্চল। হামলায় মৃত্যু হয় আয়াতোল্লা আলি খামেনেইর। জবাবে মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ছড়িয়ে থাকা আমেরিকার একাধিক সেনাঘাঁটি ও ইজরায়েলে হামলা চালিয়েছে ইরান। কুয়েত, বাহরিন, ওমান, জর্ডন, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, সৌদি আরব, সিরিয়া, তুরস্কের উপর ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। সব মিলিয়ে গত ১৯ দিন ধরে যুদ্ধের আগুনে পুড়ছে মধ্যপ্রাচ্য।

ভাষার মর্যাদার প্রতি আস্থায় নাগাথিহল্লি রমেশের আরেকটি আন্তর্জাতিক সম্মান

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ২২ মার্চ ঃ 'মানুষের সর্বোচ্চ কর্তব্য হলো অন্যের কল্যাণ ও সেবার জন্য কাজ করা; এই মনোভাবই একটি সমৃদ্ধ জাতি গড়ে তোলে।' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ভারতের অন্যতম মহান সমাজসংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম কে না জানে? তাঁর সম্পর্কে বলতে গিয়ে মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একবার লিখেছিলেন; বিদ্যাসাগর ছিলেন অটল নিষ্ঠা ও দৃঢ় সংকল্পে গঠিত এক মানুষ। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন শিক্ষা ব্যবস্থার মূলধারায় নৈতিক শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে। মূলত তিনি ছিলেন এমন এক শক্তি, যিনি আত্মসম্মান ও আত্মনির্ধারণের মাধ্যমে মানবসমাজের অগ্রগতি সাধনে কাজ করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মানুষ স্নেহভরে তাঁকে তবিদ্যাসাগরদ উপাধিতে ভূষিত করেছিল। বাংলার মাটির আরেক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই দুই অসাধারণ মহাপুরুষের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে কলকাতার জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশন ও আনন্দ বাহার, ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় প্রবর্তন করেছে তভাষা রত্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারদ। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং প্রগতিশীল সামাজিক চিন্তাধারায় অসামান্য অবদান রাখা ব্যক্তিদের এই সম্মান প্রদান করা হয়। এ বছর এই মর্যাদাপূর্ণ সম্মান পৌঁছেছে কর্ণাটকের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ভূখণ্ডে। এই পুরস্কারে সম্মানিত হচ্ছেন বিশিষ্ট কবি, চিন্তাবিদ, সংগঠক, কৃষক এবং সমাজ-রাজনৈতিক বিশ্লেষক নাগাথিহল্লি রমেশ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পবিত্র স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত এই পুরস্কার তাঁদের অসাধারণ জ্ঞানচর্চা, মানবতাবাদী আদর্শ এবং ন্যায়ের জন্য সাহসী সংগ্রামকে স্মরণ করে। তাঁদের চিন্তা ও কাজ ভারতের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে গভীরভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এই সম্মানের উদ্দেশ্য হলো এমন ব্যক্তিত্বদের স্বীকৃতি দেওয়া, যাঁদের কাজ সমাজকে অনুপ্রাণিত করে, মানবিক মূল্যবোধকে লালন করে এবং ভাষা, সাহিত্য ও সামাজিক সচেতনতার মাধ্যমে সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে দেয়। নাগাথিহল্লি রমেশ সেই আদর্শেরই প্রতীক। কবি নিসার আহমেদ একবার সামান্য অস্বস্তির সুরে লিখেছিলেন; ততোমাদের মাঝে থেকেও তোমাদের মতো হয়ে উঠতে পারিনি।দ কিন্তু যারা রমেশের সঙ্গে পথ চলেছেন, তাঁদের কাছে তিনি সাহস ও প্রেরণার উৎস; একজন মানুষ যিনি বিশ্বাস করেন, একসঙ্গে দাঁড়ানো মানেই একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। তাঁর কবিতা ও শিল্পসৃষ্টি মানবিক সহমর্মিতার স্পন্দন বহন করে। তাঁর সৃজনশীল কাজ;বিশেষ করে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রগুলো; মানবতা ও ন্যায়ের কথা শক্তভাবে উচ্চারণ করে। যেমন চার্লি চ্যাপলিন তাঁর বিখ্যাত চলচ্চিত্র তদ্য গ্রেট ডিক্টেটরদ-এর মাধ্যমে যুদ্ধের ভয়াবহতার বিরুদ্ধে বিশ্বকে সতর্ক করেছিলেন, তেমনি রমেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র তযুদ্ধাণুদ যুদ্ধ ও সহিংসতায় আচ্ছন্ন সময়ের মধ্যে মানবতার জন্য এক গভীর আবেদন জানায়। এই সৃষ্টির মাধ্যমে তিনি সমাজকে মনে করিয়ে দেন;অস্ত্র কখনো স্মৃতিকে শাসন করতে পারে না, এবং মানবমর্যাদা সর্বদা অত্যাচারের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী। মানবতা ও সংস্কৃতির প্রতি এই অঙ্গীকারই তাঁকে এনে দিয়েছে ভাষা রত্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কার। পুরস্কারের অন্তর্ভুক্তি ১ লক্ষ টাকা নগদ অর্থ, একটি স্মারক, আনুষ্ঠানিক সম্মাননা স্বীকৃতিপত্র, পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ২৯ মার্চ বিকাল ৩টায় কলকাতার কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে। নাগাথিহল্লি রমেশ , সংক্ষিপ্ত পরিচিতি নাগাথিহল্লি রমেশ ১৯৬৭ সালের ১ জুন কর্ণাটকের মাণ্ড্য জেলার নাগামঙ্গলা তালুকের নাগাথিহল্লি গ্রামে টি. রঙ্গাপ্পা ও কেম্পাভ্বা দম্পতির ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামীণ দারিদ্র্যের কঠিন বাস্তবতার মধ্যে বড় হয়ে ওঠায় সমাজ ও মানুষের সংগ্রামের প্রতি তাঁর গভীর সংবেদনশীলতা গড়ে ওঠে। তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে স্নাতক এবং পরবর্তীতে আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি অসাধারণ বিতার্কিক হিসেবে পরিচিতি পান এবং প্রায় ১৫০টি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন। তাঁর সৃজনশীলতা বহু ক্ষেত্রে বিস্তৃত; কবিতা, সাংবাদিকতা, প্রকাশনা, স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ, পরিবেশ ভাবনা, কৃষিকাজ, সাংস্কৃতিক আন্দোলন। তাঁর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান তসৃষ্টি পাবলিকেশনসদ থেকে বহু গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কবিতার সংকলন তসমুদ্র মট্টু মালেদ (সমুদ্র ও বৃষ্টি) কন্নড় সাহিত্যে এক নতুন আবেগময় সংবেদন নিয়ে আসে। এই গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে; ইংরেজিতে The Sea and The Rain (অনুবাদ অঙ্কুর বেতাগেরি)। হিন্দিতে Sagar Aur Baarish (অনুবাদ গিরিশ জাকাপুরে)। তাঁর কবিতা বহু ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং কিছু কবিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রমেশ কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রও নির্মাণ ও পরিচালনা করেছেন। এর মধ্যে তবেরুগালাট্টাদ (মূলের দিকে) চলচ্চিত্রটি ১৬টি আন্তর্জাতিক পুরস্কার অর্জন করেছে। এছাড়া তাঁর সংগীতধর্মী কবিতা অ্যালবাম; Avva, Tili, Jeeva Jeevada Haadu, Bayala Kannadi, Manada Minchu এবং Male-kavu;কর্ণাটকের সাংস্কৃতিক পরিসরে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছে। পুরস্কার ও সম্মাননা সাহিত্য, সংস্কৃতি, সামাজিক সচেতনতা ও পরিবেশ ভাবনায় অবদানের জন্য নাগাথিহল্লি রমেশ বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো; কর্ণাটক স্টেট যুব পুরস্কার, কর্ণাটক স্টেট পরিবেশ পুরস্কার, কুভেম্পু সাহিত্য রত্ন পুরস্কার, বিশ্বাত্মা পুরস্কার, নাডপ্রভু কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক পুরস্কার, কর্ণাটক প্রজা রত্ন পুরস্কার, কলিঙ্গ বিশ্বচেতন জাতীয় পুরস্কার (ওডিশা), বিশ্ব ভারতীয় জীব জ্যোতি জাতীয় পুরস্কার, ভারতীয় কারুণ্য বিশ্ব হৃদয় জাতীয় পুরস্কার, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমামৃতম আন্তর্জাতিক পুরস্কার, জগহৃদয় জাতীয় পুরস্কার, প্রেমাঞ্জলি আন্তর্জাতিক লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কার, সরলাদেবী জাতীয় সম্মান, বিবেকানন্দ শান্তি পুরস্কার (২০২৬)। ২০২৫ সালে তিনি শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপনেও বিশেষ অতিথি ও বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত হন। সারসংক্ষেপে বলা যায়, নাগাথিহল্লি রমেশের জীবন ও কাজ শুধু সাহিত্য বা শিল্পের সীমায় আবদ্ধ নয়। তাঁর যাত্রা মানবিক সহমর্মিতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা, ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা এবং এই মাটির প্রতি গভীর ভালোবাসার এক জীবন্ত সাক্ষ্য।

নির্বাচনের আগে আগে লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতি দখল তৃণমূলের

দুরন্তবার্তা, মিঠুন হালদার, ২২ মার্চ ঃ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলায় বড়সড় ধাক্কা খেলো কংগ্রেস দল। রবিবার সকালে একটি অনুষ্ঠানে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন মুর্শিদাবাদে বাম-কংগ্রেস জোট পরিচালিত লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লদী সরকার সহ পঞ্চায়েত সমিতির একাধিক সদস্যা এবং কর্মাধ্যক্ষ। মোট ৬ জন কংগ্রেস সদস্য আজ দলত্যাগ করায় লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতির দখল তৃণমূল কংগ্রেস পেয়ে গেল। সোমবার লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতির আরও ২ সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর মুর্শিদাবাদ জেলায় রাণীনগর-২ এবং লালগোলা -এই দু'টি পঞ্চায়েত সমিতি বাম এবং কংগ্রেস জোট করে দখল করেছিল। রাণীনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতি আগেই বাম-কংগ্রেস জোটের হাত ছাড়া হলেও এতদিন পর্যন্ত লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতি বাম-কংগ্রেস জোটের দখলেই ছিল। রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি খলিলুর রহমান ,চেয়ারম্যান জাকির হোসেন, তৃণমূলের লালগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ আব্দুল আজিজ সহ একাধিক শীর্ষ তৃণমূল নেতার উপস্থিতিতে লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লদী সরকার সহ তিনজন কর্মাধ্যক্ষ এবং দু'জন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের লালগোলা ব্লক কোর কমিটির আহ্বায়িকা রুমা ব্যানার্জি বলেন,দগত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩৬ আসন বিশিষ্ট লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস ১২ টি, কংগ্রেস ১৩ বামফ্রন্ট ৯, বিজেপি ১ এবং নির্দল প্রার্থী একটি কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়েছিল। রবিবার বাম-কংগ্রেস জোট ছেড়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লদী সরকার, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ হুমায়ুন কবীর, জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, মৎস্য ও প্রাণী কর্মাধ্যক্ষ তাজিনুর বিবি এবং শুকতারা বিবি ও এলিজা বিবি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। এর ফলে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে লালগোলা পঞ্চায়েত সমিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে চলেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি খলিলুর রহমান বলেন, কংগ্রেস সদস্যরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের ফলে পঞ্চায়েত সমিতির কাজ আরও ভালোভাবে করা সম্ভব হবে এবং এই এলাকার উন্নয়ন গতি পাবে। তিনি বলেন, আমি আগেই একটি অনুষ্ঠানে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে তৃণমূলে যোগদান করার অনুরোধ করেছিলাম। আজ তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে আমার অনুরোধ রেখেছেন। আমি সমস্ত সদস্যদেরকে আমার তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই।দ অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লক্ষী সরকার বলেন, আমার কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই। কেবলমাত্র মমতা ব্যানার্জির উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আমরা আজ কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলাম।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১১১ সংখ্যা, সোমবার, ৮ চৈত্র, ১৪৩২

অজিত দোভাল

মার্চ, ২০২২, পাকিস্তানের করাচিতে ক্রিসেন্ট ফার্নিচার নামের একটি দোকানের মালিক হলেন জাহিদ আখুন্ড। প্রতিদিনের মতো সকালে দোকান খুলেছিলেন। বছর ৫০ এর জাহিদ আখুন্ড গাড়ি থেকে নিজের দোকানের সামনে নামেন। হঠাৎ একটা বাইকে দু'জন ইয়াং ছেলে এসে দাঁড়ায় দোকানের সামনে। জাহিদ আখুন্ডকে জিজ্ঞেস করেন, জহুর ইব্রাহিম মিস্ত্রি? হকচকিয়ে হ্যাঁ সূচক ঘাড় নাড়তেই প্রায় পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে ইব্রাহিমের বুকে গুলি করে। ঘটনাস্থলে মারা যায় জহুর ইব্রাহিম মিস্ত্রি। পাকিস্তানের সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় খবর হয়েছিল, 'আননোন গানম্যানের গুলিতে মিত্র জহুর মিস্ত্রি' । পাকিস্তানের মতো দেশে এমনিতে সাধারণ ঘটনা। নতুন কিছু না। কিন্তু এটা আর সাধারণ পাঁচটা খুন, শুট আউটের থেকে বোধহয় আলাদা। কারণ? এই জহুর ইব্রাহিম মিস্ত্রির অতীত। ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯ এ কাঠমান্ডু থেকে দিল্লি ভারতীয় বিমান IC ৮১৪, ১৯০ জন যাত্রী ছিল বিমানটিতে। কাঠমান্ডু থেকে ওড়ার পর মাঝ আকাশে বিমানটিকে হাইজ্যাক করে পাকিস্তান মদতপুষ্ট একটি জঙ্গি হরকত উল মু জা হিদিন এর ৫ জন জঙ্গি। জঙ্গিরা প্রথমে বিমানটিকে নিয়ে যায় অমৃতসরে তারপর লাহোর তারপর দুবাই। দুবাই বিমান বন্দরে দাঁড়িয়ে থাকার সময় একজনের ভারতীয়ের মৃতদের বিমান থেকে বাইরে পাঠায় জঙ্গিরা, সেই ভারতীয়কে বারবার ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে মারা হয়েছিল। এরপর আফগানিস্তানের কান্দাহারে বিমানটিকে নিয়ে যায়। জঙ্গিরাগ্ধ ভারতের তরফে একটি দল জঙ্গিদের সঙ্গে কথা বলতে যায় কান্দাহার। অনেক আলোচনার ভারত সরকার বাধ্য হয় তিন কুখ্যাত জঙ্গি মাসুদ আজহার, উমর শেখ, মুস্কাক আহমেদকে জেল থেকে ছাড়ে ভারত। এরপর ৩১ ডিসেম্বর অপহরন করা বিমানটি ছাড়ে জঙ্গিরা। কিন্তু হঠাৎ এ ঘটনা বলছি কেন? পাকিস্তানে এক ফার্নিচার দোকানীর খুনের সঙ্গে বহু বছর আগে ভারতে হওয়া বিমান অপহরনের সম্পর্ক কী? তিনটে সম্পর্ক- এক, ১৯৯৯ সালে ভারতের IC৮১৪ হাই জ্যাক করেছিল হরকত উল মু জাহিদিন এর ৫ জন জঙ্গি, যার একজন ছিল, জহুর ইব্রাহিম মিস্ত্রি। যে পরে করাচিতে ফার্নিচার দোকান খুলে, জাহিদ আখুন্ডকে নাম নিয়ে ব্যবসা করছিল। দুই, ১৯৯৯ সালে ভারত সরকারে তরফে যে দলটি জঙ্গিদের সঙ্গে নেগোসিয়েশন করতে কান্দাহার গিয়েছিল সেই দলে ছিলেন অজিত দোভাল নামের এক ভদ্রলোক। তিন, ২০২২ সালে পাকিস্তানের করাচিতে যখন আননোন গান ম্যান যখন জঙ্গিদের ঘরে ঢুকে জহুর ইব্রাহিম মিস্ত্রিকে মারল সে সময় ভারতের নিরপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন অজিত দোভাল। ১৯৯৯ থেকে ২০২২, ২৩ বছরের অপেক্ষা। রাগ ক্ষোভ, পুষে রাখা, তারপর সুযোগ বুঝে রাগকে অস্ত্র বানিয়ে জঙ্গিদের মেরুদণ্ড গুড়িয়ে দেওয়া। এটা অজিত দোভালই পারেন....। অজিত দোভাল, দ্য ম্যান, দ্য মিস্ট্রি, দ্য রিভেঞ্জ, দ্য ইন্ডিয়ান, কপ অফ দ্য কপস। যাদের চিড়বিড় করার করুক। দেশের সেরা ইন্টেলিজেন্ট মাইন্ডকে, তার কাজকে সেলিব্রেট করুন। কারও কথায় কান দেবেন না।

জেনারেল স্যাম ম্যানেকশ

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস। ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক ডেকেছেন। পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাচার চরমে পৌঁছেছে। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী চাইলেন এখনই যুদ্ধ শুরু হোক। কিন্তু সেই মিটিংয়ে উপস্থিত একজন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন; না, আমি এখন যুদ্ধের জন্য তৈরি নই। সেই মানুষটি ছিলেন ভারতীয় সেনাপ্রধান স্যাম মানেকশ। তিনি বুঝিয়ে বললেন যে, বর্ষাকাল সামনে, হিমালয়ের পাসগুলো তখন খুলে যাবে এবং পরিকাঠামো তৈরি না করে যুদ্ধে নামলে তা হবে এক বিপর্যয়। ইন্দিরা গান্ধী কিছুটা ক্ষুব্ধ হলেও স্যামের পেশাদারিত্বের ওপর ভরসা রাখলেন। স্যাম কথা দিয়েছিলেন, আমি আপনাকে জয়ের গ্যারান্টি দিচ্ছি, শুধু আমাকে সময় দিন। স্যাম মানেকশর জন্ম ১৯১৪ সালে অমৃতসরে। তাঁর বাবা চেয়েছিলেন তিনি ডাক্তার হন, কিন্তু স্যামের স্বপ্ন ছিল ফৌজি হওয়া। দেরাদুনের ইন্ডিয়ান মিলিটারি অ্যাকাডেমির প্রথম ব্যাচের ছাত্র ছিলেন তিনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বার্মার জঙ্গলে জাপানিদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে তাঁর শরীরে ন'টি বুলেট লেগেছিল। যখন তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়, চিকিৎসক প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্যামের রসবোধ তখনও ম্লান হয়নি; চিকিৎসক জিজ্ঞেস করেছিলেন কী হয়েছে, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন; একটি গাধা আমায় লাথি মেরেছে! তাঁর এই প্রাণশক্তিই তাঁকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে যখন যুদ্ধ শুরু হলো, স্যাম মানেকশর রণকৌশল ছিল দেখার মতো। তিনি কেবল সীমান্তে লড়াই করেননি, তিনি 'মাল্টি-ফ্রন্ট ওয়ার'-এর ছক কষেছিলেন। তিনি জানতেন মনস্তাত্ত্বিক লড়াই কতটা জরুরি। আকাশবাণী থেকে তিনি নিয়মিত পাকিস্তানি সেনাদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিতেন; তোমরা আত্মসমর্পণ করো, নাহলে পালানোর কোনো পথ পাবে না। তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় সেনা এবং বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী একযোগে এমনভাবে আক্রমণ করল যে, পশ্চিম পাকিস্তানি সেনারা দিশেহারা হয়ে পড়ল। মাত্র ১৩ দিনের মাথায় ঢাকা স্বাধীন হলো। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১;বিশ্ব দেখল এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ৯৩,০০০ পাকিস্তানি সৈন্য স্রেফ একটি টেবিলের সামনে বসে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দলিলে সই করল। এটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের বৃহত্তম সামরিক আত্মসমর্পণ। স্যাম মানেকশ কেবল একজন মহান যোদ্ধা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন মহান মানুষ। আত্মসমর্পণের পর তিনি পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দিদের সাথে মানবিক ব্যবহার করার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, শত্রু অস্ত্র নামিয়ে রাখলে সে শত্রু নয়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলন যে মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে । ঈশ্বর আছেন। তিনি সবার মনের মধ্যে বিরাজ করে থাকেন। তিনি কাউকে অবহেলা করেন না। সবাইকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত।

বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। পিছনে ফিরে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। নরেনকে জয় করার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি মা থাকেন। মা সারদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। শক্তিকে গ্রহণ করে কোনও পথ ধরে এগিয়ে চললে জয় করা সম্ভব তার উপায় বের করতে হবে। সেই পথটা তিনি দেখান। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের হচ্ছে শক্তির উৎস। শক্তির ভাণ্ডার। মা সারদা হচ্ছেন আসল মহাশক্তি।

ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি অনীহাকে প্রতিষ্ঠিত করতেই সত্যজিৎ রায় ছবি করলেন 'পরশ পাথর'

রবীন্দ্রকুমার শীল

(জাত অভিনেতা তুলসী চক্র বর্তীকে কেন্দ্র করে যখন বাংলার চলচ্চিত্র জগতে কোনও উত্তাপ ছিল না তখন সত্যজিৎ রায় তাঁকে ডেকে নিয়ে এসে 'পরশ পাথর' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে প্রমাণ করে দিলেন যে তুলসী চক্রবর্তী হেলাফেলা নন, তিনি একজন জাত অভিনেতা। সেই সময়ে বাংলার অধিকাংশ প্রতি প্রতিবাদ এবং জনগণতন্ত্রের জয় সেটা প্রমাণ করে দিলেন সত্যজি রায় তুলসী চক্রতর্বীকে নায়কের ভুমিকায় অভিনয় করিয়ে। তুলসী চক্রবর্তীকে 'পরশ পাথর' ছবিতে নায়কের ভমিকা দেওয়া যাবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে তুলসী চক্রবর্তীর বেশ কয়েকটি ছবি দেখতে হয়েছিল এবং তাঁর অভিনয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে

পরিচালকেরা তাঁকে কমিক চরিত্রে বা জোকারের মতো চরিত্রে অভিনয় করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। তাতে তুলসী চক্রতর্বীর কোনও আপত্তি ছিল না। তিনি সবটাতেই হ্যাঁ করতেন। কোন চরিত্র বাছাই তিনি করতেন না। তার ফল দেখতে পাওয়া গেল তাঁর অভিনয় দক্ষতা থাকলেও তাকে চাকর থেকে শুরু করে বাড়ির কেয়ারটেকারের অভিনয়ও পর্যন্ত করতে দেওয়া হয়েছে। কোনও উল্লেখযোগ্য চরিত্রে অভিনয় করানোর ব্যাপারে অধিকাংশ বাংলার পরিচালকেরা তুলসী চক্রর্বীকে নিয়ে ভাবনা করেননি। এটা লক্ষ্য করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। সেই কারণে হয়তো সত্যজিৎ রায় তুলসী চক্রতর্বীকে দিয়ে 'পরশ পাথর' ছবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করিয়ে সবাই দেখিয়ে দিলেন যে সত্যিকারের সিনেমা জগতে পরশ পাথর কোন অভিনেতা। যাকে অবহেলা করছে বাংলার পরিচালকেরা তিনি সত্যিকারের পরশ পাথর এটা বোঝতে সত্যজিৎ রায় তাকে নিয়ে তাঁর ছবিতে নায়কের ভূমিকায় করিয়েছিলেন। সেই সময়ে বাংলার তাবড় তাবড় পরিচালকেরা কোনও কথা বলতে পারেনি। তারা সবাই মুখ লুকিয়ে ছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের আর্শীবাদ একবার যার ওপরে বর্ষিত হতো তিনি বড় অভিনেতা সেটাই সবাই স্বীকার করে নিতে হতো। 'পরশ পাথর' ছবিতে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং পরে তাঁর স্ত্রী বিজয়া রায়ের সঙ্গে এব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। স্ত্রীর কাছ থেকে সবুজ সঙ্কেত পেয়ে এবং নিজের চলচ্চিত্র বিশ্লেষণের ফলাফলের সূত্র ধরেই তুলসী চক্রবর্তীকে 'পরশ পাথর' ছবিতে নায়কের চরিত্র দেন। ছবিতে অতি সাধারণ পরিবারের থেকে আসা ব্যক্তি পরশ পাথর পাওয়ার পর হঠাৎ করে বড় লোক হওয়ার চরিত্রকে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তোলেন তুলসী চক্রবর্তী। তবুও সেই হঠাৎ বড়লোকের হওয়ার মধ্যে কাজ করে গিয়েছিল তার সেই হারানো সাধারণ জীবনের চরিত্র। সেটাতে তিনি ভোলেননি। আর সেটাকেই দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করে পর্দায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন তলুসী চক্রবর্তী। এইখানেই তাঁর অভিনয়ের উজ্জ্বলতা। সেই কারণে সত্যঝিৎ রায় তাঁকে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দিতে গেলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন এবং পরশ পাথর অভিনয় চলাকালীন হাতে কালো ছাতা নিয়ে হেঁটে রাস্তার দ্বিতীয় শ্রেণির ট্রাম গাড়িতে গিয়ে উঠে বসতেন। তবে বৃষ্টির সময়ে সত্যজিৎ রায় তাঁর জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দিতেন। সেই গাড়ি করেই বাড়ি ফিরতেন তুলসী চক্রবর্তী। এই রকম নির্লোভ অভিনেতা আর বাংলা চলচ্চিত্রে কোনও দিন ফিরে আসবে না।)

তবে বা অভিনয়ের ঈশ্বর হয়েও তিনি কখনও প্রাপ্য মর্যাদাটুকু পাননি ইন্ডাস্ট্রিতে, গোটা বাংলায় আজও তার কোন মূর্তি চোখে পড়ে না। অথচ আজও টিভির পর্দায় তিনি এলে অগণিত তার অনুরাগীরা ভুলে যায় জীবনের ব্যস্ততা ভুলে যায় যন্ত্রণা কেবল তিনি হয়ে উঠেন আজও মনের সুখ। ছবিতে তিনি থাকলে নায়ক-নায়িকার চেয়েও তিনি হয়ে উঠেছেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু,সাড়ে চুয়াত্তর ছবির পোস্টারে উত্তম সুচিত্রাকে ছাপিয়ে তার ছবি। সাড়ে চুয়াত্তর ' ছবিতে তুলসী চক্রবর্তী একটা মেসের মালিক ছিলেন । প্রতি হপ্তায় শনি - রবিবার শহর থেকে গ্রামের বাড়িতে আসতেন বৌ - বাচ্চাদের সঙ্গে সময় কাটাতে । আজকাল যাকে বলে ফ্যামিলি টাইম।

সেখানেও তুলসী চক্রবর্তীর মুখে লা জবাব ডায়লগ । মলিনা দেবীকে বললেন , বউ মানে কী ? বউ মানে গাছতলা, মানুষ তেতেপুড়ে এসে গাছতলায় বসে। তা তুমি হচ্ছো আমার খেজুর গাছ । কাঁটা আছে , ছায়া নেই। মলিনা দেবীর প্রত্যুত্তর ত তা বেশ তো ছায়া আছে এমন গাছতলায় গিয়ে বসলেই তো পারো! দর্শকদের নিশ্চয়ই আর একটা দৃশ্যের কথা মনে আছে । স্বামীকে ধরে রাখতে মলিনা দেবী প্রতিবেশিনীর কথা শুনে রুজ - পাউডার - লিপিস্টিক মেখে লুচি - মিষ্টি- মন্ডা সাজিয়ে তুলসী চক্রবর্তীকে সোহাগ করছেন। এ দৃশ্যে তুলসী চক্রবর্তী তাঁর চাহনি ও শরীরী ভাষায় একইসঙ্গে যে বিস্ময়, লজ্জা, পুলকের ব্যাপারটা খুব স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা আর কোনও কমেডিয়ান পারলেন কই ! চার্লি চ্যাপলিন বেঁচে থাকলে ... চিন্ময় রায় , অনুপ কুমার , রবি ঘোষ ; সকলেই গুরু মানতেন তুলসী বাবুকে । তাঁরা অনেকের অভিনয় নকল করলেও কখনও তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় নকল করতে পারেননি।

চিন্ময় রায় বলেছিলেন, চার্লি চ্যাপলিন যদি বেঁচে থাকতেন তবে এ ছবিতে তুলসী চক্রবর্তীর অভিনয় দেখে বলতেন এমন অভিনয় করলে আমি আরও নাম করতে পারব । কেন এমন বঞ্চনা এ হেন তুলসী চক্রবর্তীর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটল কেন? কেন তাঁর মতো অভিনেতার যথাযগ্যে চরিত্র আর রচনা হল না বাংলা ছবিতে বড় রোল ? একমাত্র ব্যতিক্রম 'পরশ পাথর'। কিন্তু তুলসী চক্রবর্তীর চলচ্চিত্রপঞ্জিতে 'সাড়ে চুয়াত্তর ' থেকে 'পরশ পাথর' - এর ব্যবধানে ওঁকে মুখ্য চরিত্রে রেখে আর ছবি নেই । আমরা অনেক পড়েছি তাঁর অভাব যন্ত্রণার গল্প। কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করিনি । জানতে গেলে জানতে হবে তুলসী চক্রবর্তীর শুরুর দিনগুলোর গল্প। অনেক অভিনেতাই অনেক বই পড়ে শিক্ষিত হয়ে আসেন চলচ্চিত্র জগতে। অনেকে চল চ্চিত্রের ডিগ্রি নিয়ে আসেন। কেউ কেউ আসেন রূপের জোরে, কেউ আবার আসেন টাকার জোরে। এর কোনও কিছুই না থেকেও তুলসী চক্রবর্তী দেখিয়ে দিয়েছেন নিজের চেষ্টা আর কাজের প্রতি ভালোবাসায় লেজেন্ড হওয়া যায় । অভিনয়ের দক্ষতায় দাগ কাটা যায় দর্শকমনে। ছোটবেলা থেকেই লড়াই কেমন ছিল তাঁর শুরুর দিনগুলো? শতবর্ষ পেরিয়ে গেছেন তুলসীবাবু। কিন্তু শতবর্ষে তাঁকে ইন্ডাস্ট্রি কোনও শ্রদ্ধার্ঘ্যই দেয়নি অথচ বাংলা সিনেমার ইতিহাসে তুলসীবাবু নিজেই একজন 'পরশপাথর'।

তুলসী চক্রবর্তী গোয়ারি নামক এক ছোট গ্রামে ১৮৯৯ সালের ৩ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা আশুতোষ চক্রবর্তী ভারতীয় রেলের কর্মী ছিলেন। মা নিস্তারিণী দেবী। বাল্যকালে অবিভক্ত বাংলায় নানা জায়গায় ঘুরতে হয়েছে তাঁর বাবাকে। ছোটবেলায় কলকাতার জোড়াসাঁকোতে তাঁর কাকা প্রসাদ চক্রবর্তীর কাছে কিছুকাল থাকতে হয়েছিল তুলসী চক্রবর্তীকে । অল্প বয়সেই পিতৃবিয়োগ , তাই পড়াশোনা বেশি দূর এগোতে পারেননি। বহুবিধ কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন অর্থের জন্য। সার্কাস থেকে নাটক বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে বোস সার্কাসের সঙ্গে পালিয়ে যান রেঙ্গুনে। খেলাও দেখালেন সার্কাসে। কখনও বা জোকার সেজে নেমে পড়তেন সার্কাসে। কিন্তু সেখানেও মন টিকল না। ফিরে এলেন কলকাতায়। ছাপাখানার কম্পোজিটার কি মদের দোকানে কাজ। তাঁর জ্যাঠা প্রসাদ চক্রবর্তী দুর্দান্ত হারমো নিয়াম বাদক ছিলেন।

সেই সূত্রেই স্টার থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি । তুলসী তখন রোজ জ্যাঠার টিফিন পৌঁছে দিতে যেতেন স্টারে । সেখানেই নাটকের প্রেমে পড়ে গেলেন । নাট্যব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আলাপ হল তাঁর। শেষমেশ নিজেই নেমে পড়লেন নাটক করবেন বলে। অভিনয় থেকে গান এমনকি পুরুষ হয়ে নাচও রপ্ত করলেন। তাঁর প্রথম নাট্যগুরু অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় । কত পেশা ঘুরে , ভাগ্য তাঁকে নিয়ে এল নাট্যমঞ্চে । যেন পূণ্যভূমির সন্ধান পেলেন তুলসী । তুলসী চক্রবর্তীর প্রথম নাটক ' দুর্গেশনন্দিনী' । এর পরে নাটকে তাঁর নাম হতে থাকল, নাটকসূত্রেই পেলেন ফিল্মের অফার ।

নবদ্বীপ ডায়েরি ঃ ঈদের সময়ে নবদ্বীপে তার সুর ভেসে আসে

রিয়া পোদ্দার, নবদ্বীপ

সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা রইলো। ঈদ সামনের মসজিদ থেকে সকালে ভেসে আসছিল আজানের সুর,বড্ড মন কেমন করা সে সুর, হয়তো খুশির ঈদ তবে সেই সুদূর পাড়ের মানুষ গুলোর সঙ্গে হয়তো আত্মার টান নেই মানবতাটানটা ভুলি কি করে, এখন ও অতটা অমানবিক হয়ে ওঠার যোগ্যতা অর্জন করতে পারিনি হয়তো পারবো না, বিবেক আর যাদের হাতের ওপর শিক্ষায় বড় হয়েছি তাকে ভুলে। কদিন শরীরটা বেশ বেগ দিয়েছে, এখনো সরগড় নাহলেও চলাফেরার

মতো হয়েছি তাই শুয়ে থাকতে ভর সন্ধ্যায় মন চাইলো না, সামনের দোকান থেকে দুধ কাকু দুধ দিয়ে গেছে এই মাত্র।তাই ভুতটা নড়ে উঠলো একার রাজত্ব কিনা,বকার লোকটা আজ সাতমাস অচিন পুরে ঠিকানা বদলেছে। চেয়ারে বসে আস্তে আস্তে সিমুই ঘিয়ে ভেজে সঙ্গে চিনি আর মিল্কমেড আজ ড্রাই ফ্রুটস দিই নি। ঈদ আসা মানেই আমাদের বাড়িতে ব্যস্ততা,না রমজান মাস শুরু মানে ঈদের বাজার শুরু, আমাদের হোল সেল গদি থেকে লুঙ্গি গামছা তাঁতের শাড়ি বর্ধমান জেলার রিটেল দোকানে যায় কিনা। গলসী ভাতার পারাজের সেই সব জেঠু কাকুরা, ঈদের সময় আমাদের বাড়িতে ঈদি পাঠাতেন, ডাই ফ্রুটস ঝুড়ি ফল কখনও আতর আর সেমাই আর আমার জন্য চকলেট । জন্ম নদের তীরে হলেও কর্ম সূত্রে বর্ধমান, মানুষগুলো আত্মার আপন জন। আমার বড় হওয়া অনেকে বলবেন মিশ্র সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে সেখানে আমার তোমার কখনো শিখি নি বরং উল্টোটা যে মানুষটা আমার আইকন আমার দাদু পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র পোদ্দার, তার কাছ থেকে শেখা, সবাইকে নিয়ে চলতে হয়, অতিথি নারায়ণ আর কেউ অসুবিধা পড়লে যথা সম্ভব সাধ্য মতো সাহায্য করতে হয়, দান করলে কমে না,বরং ঢের আশীর্বাদ পাওয়া যায়। নিপাট সহজ সরল সৎ আর উদার মনের পরিশ্রমী মানুষ, তার জন্য একা হাতে নবদ্বীপ ও বর্ধমান শহরে তিনটে ব্যবসা দাঁড় করাতে পেরেছিলেন, কাউকে ঠকান নি কোনদিন,বরং ঠকেছেন ভালো মানুষ হওয়ার সুবাদে। হয়তো দাদুর মতো হতে পারবো না কোনদিন আকাশ তো তবে একটা ছোট্ট তারা তো হতে পারি। আজো যখন কোন জায়গায় গেলে বলে তোমার দাদু ভগবান তুল্য ছিলেন আমাদের কাছে,কত সাহায্য করেছেন ওনার মতো মানুষ কোনদিন হবে না আর, গর্ব হয়। অনেকে বলেন দাদুর মতো হও মা। সেই কারণে ঈদের বাজার আর ঈদ আমাদের বাড়িতে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। আমাদের বড়বাজার সহ সেদিন প্রচুর নেমন্তন্ন থাকতো বর্ধমান এ, বড় মসজিদ এর সামনে। সেখানে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত মুজিবুর রহমান স্যারের বাড়ি (বর্ধমান রাজ কলেজ এর ইতিহাস বিভাগের হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট) , স্যার এর ভূমিকা আমার জীবনে বিরাট, স্যার আর পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রী মতী ডক্টর শিখা আদিত্য দি না থাকলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হতো না,যদি মাম বাবাইকে রাজি না করাতেন। ঈদের পর স্যারের বাড়িতে গেলে স্যার ঈদি দিতেন টাকা স্বরূপ আমাদের পেট পুজোর জন্য, আমরা সদলবলে শেখরদার ক্যান্টিন এ এসে সেই টাকায় পেট পুজো সারতাম। আমার অবশ্য বন্ধু বৃত্তটা ভগবানের কৃপায় বড়, এখন আবার তাদের সঙ্গে তাদের ছানা পোনাগুলো এই বিত্তে যুক্ত হয়েছে, ভ্যালেন্টাইন ডে উঈশ থেকে মণি বা পিপির খবরাখবর নেওয়া। সেখানে আমরা সবাই রাজা, আমি হয়তো সবার সঙ্গে সেভাবে মিশে অভ্যস্থ তারাও। খুশির ঈদ এ পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি শান্তি আসুক সুস্থ থাকুক সবাই,আলো আসুক সবার জীবনে। বড়দের প্রণাম জানাই ছোটদের ভালোবাসা শুভেচ্ছা রইলো। ঈদের সময় বাংলায় হিন্দু মুসলমান এক হয়ে যায়। টিক যেরকম দুর্গা পুজোর সময়ে দেখা যায়।

এসআইআর কী মানুষের অধিকারকে খর্ব করে চলেছে?

অনিকেত নস্কর

ভোটার তালিকার সংশোধন নাকি নাগরিক আতঙ্ক;গণতন্ত্রের ভিত্তিতে অনিশ্চয়তার ছায়া।

গণতন্ত্রের সবচেয়ে মৌলিক ভিত্তি হল ভোটাধিকার। সেই অধিকার প্রয়োগের প্রথম শর্তই হল ভোটার তালিকায় নাম থাকা। অথচ সাম্প্রতিক সময়ে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ এসআইআর বা স্পেশাল ইন্টেন সিভ রিভিশনকে ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা বহু সাধারণ মানুষের মনে গভীর উদ্বেগ ও আতঙ্কের জন্ম দিয়েছে। কোথাও নাম বাদ পড়েছে, কোথাও 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'-এর তালিকায় চলে গেছে, আবার কোথাও সংশোধনের আবেদন করেও অনিশ্চয়তার দোলাচলে দিন কাটছে। এই পরিস্থিতি কেবল প্রশাসনিক জটিলতার প্রশ্ন নয়, এটি গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি মানুষের আস্থার প্রশ্ন।

ভোটার তালিকা সংশোধন একটি নিয়মিত প্রক্রিয়া। মৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া, নতুন প্রজন্মকে তালিকাভুক্ত করা, স্থান পরি বর্তনের কারণে সংশোধন;এই সবই প্রয়োজনীয় এবং স্বাভাবিক। কিন্তু যখন এই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম হঠাৎ করে তালিকা থেকে উধাও হয়ে যায় বা তাদের ভোটাধিকার অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তখন প্রশ্ন ওঠে এই প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং মানবিকতার উপর। প্রশাসনিক ত্রুটি বা প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে যদি একজন বৈধ নাগরিক তার ভোটাধিকার হারানোর আশঙ্কায় ভোগেন, তবে তা গণতন্ত্রের জন্য গভীর উদ্বেগের বিষয়।

এসআইআর প্রক্রিয়ার অন্যতম লক্ষ্য হল ভোটার তালিকাকে আরও নির্ভুল করা। কিন্তু এই নির্ভুলতার সন্ধান যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, তবে সেই প্রক্রিয়ার পদ্ধতি ও বাস্তবায়ন নিয়ে পুনর্বিবেচনা জরুরি হয়ে পড়ে। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বহু বছর ধরে ভোট দিয়ে আসা মানুষের নাম হঠাৎ করে তালিকায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার কারও নাম 'ডুপ্লিকেট' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, কারও ক্ষেত্রে নথিপত্র যাচাইয়ের নামে দীর্ঘসূত্রিতা চলছে। এই অবস্থায় সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই বিভ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন।

এই সমস্যার একটি বড় দিক হল তথ্যের অভাব এবং যোগাযোগের ঘাটতি। অনেকেই জানেন না কেন তাদের নাম বাদ পড়ল বা 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'-এ গেল। কোথায় যোগাযোগ করতে হবে, কীভাবে সংশোধনের আবেদন করতে হবে, কতদিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান হবে;এই সব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর অনেক ক্ষেত্রেই মেলে না। ফলে গুজব, ভয় এবং অনিশ্চয়তা আরও বাড়ে। একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং সহজলভ্য তথ্যের অভাব কখনওই কাম্য নয়।

প্রযুক্তির ব্যবহার ভোটার তালিকা প্রক্রিয়াকে সহজ ও দ্রুত করার জন্যই করা হয়েছে। অনলাইন আবেদন, ডিজিটাল যাচাই;এই সবই আধুনিকতার পরিচয়। কিন্তু একই সঙ্গে এটি মনে রাখতে হবে, দেশের একটি বড় অংশ এখনও ডিজিটাল পরিকাঠামোর সঙ্গে পুরোপুরি অভ্যস্ত নয়। গ্রামীণ এলাকা, বয়স্ক মানুষ বা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মানুষের কাছে এই প্রযুক্তিগত প্রক্রিয়া অনেক সময় জটিল ও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। ফলে তারা হয় দালালচক্রের শিকার হন, নয়তো নিজের অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়েন।

এসআইআর প্রক্রিয়ার সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িয়ে আছে;বিশ্বাসের প্রশ্ন। ভোটার তালিকা শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক নথি নয়, এটি নাগরিকত্বের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। যখন কোনও ব্যক্তির নাম সেই তালিকা থেকে বাদ পড়ে, তখন তা শুধুমাত্র একটি ত্রুটি নয়, বরং তার অস্তিত্ব ও পরিচয়ের উপর এক ধরনের প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করে। এই পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে যে মানসিক চাপ সৃষ্টি করে, তা কোনও পরিসংখ্যান দিয়ে মাপা সম্ভব নয়।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এই বিষয়টি অত্যন্ত সংবেদনশীল। ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্ক নতুন নয়, কিন্তু প্রতিবারই এটি রাজনৈতিক অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের কেন্দ্রে চলে আসে। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তোলে, অন্য পক্ষ সেই অভিযোগ অস্বীকার করে। এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে সাধারণ মানুষের সমস্যাগুলি অনেক সময়ই আড়ালে থেকে যায়। অথচ গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই হল সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা করা।

এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংস্থা হিসেবে তাদের দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রক্রিয়া পরিচালনা করা নয়, বরং মানুষের আস্থা বজায় রাখা। প্রতিটি অভিযোগ, প্রতিটি আপত্তি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা, দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা এবং সর্বোপরি একটি স্বচ্ছ ও সহজ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা;এই সবই তাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। একই সঙ্গে প্রয়োজন পর্যাপ্ত জনসচেতনতা বৃদ্ধি, যাতে মানুষ নিজের অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পায়।

সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকেও এই বিষয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশিত। নাগরিক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, এমনকি রাজনৈতিক দলগুলিও যদি গঠনমূলকভাবে এগিয়ে আসে, তবে অনেক মানুষের সমস্যা দ্রুত সমাধান হতে পারে। কিন্তু সেই উদ্যোগ যদি শুধুমাত্র রাজনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, তবে তা সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলবে।

সবশেষে, এই প্রশ্নটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়;গণতন্ত্র কি শুধুমাত্র একটি প্রক্রিয়া, নাকি এটি একটি বিশ্বাস? যদি এটি বিশ্বাস হয়, তবে সেই বিশ্বাস রক্ষা করা আমাদের সবার দায়িত্ব। ভোটার তালিকার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া যদি মানুষের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি করে, তবে সেই বিশ্বাসে চিড় ধরে। এসআইআর প্রক্রিয়া অবশ্যই প্রয়োজনীয়। একটি সঠিক ও নির্ভুল ভোটার তালিকা গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। তা যেন মানুষের অধিকার খর্ব না করে।

আন্তর্জাতিক ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করতে শুরু করেছে নারী সমাজ

বুদ্ধদেব মিশ্র

বিজনেস ওয়ার্ল্ডে কর্মক্ষেত্রে নারী ২০ মার্চ ২০২৬, উইলিয়ামসন মাগর হল, কলকাতার যে ফ্যাক্টর সংস্থা গুলিকে সম্পূর্ণ করে। কনক্লেভ- ব্যবসায় কর্মরত নারী বিশ্ব স্পটলাইট BFSI, ফিনটেক, অবকাঠামো, খনি, ধাতু, শক্তি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর জুড়ে নারী পেশাদারদের দক্ষ করে তোলে, প্রদর্শন করে যে কীভাবে নারীদের অংশ গ্রহণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সাংগঠনিক ফলাফলকে শক্তিশালী করে।

প্রকৃত নেতৃত্বের যাত্রায় মূলে থাকা, হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করাকে একটি কৌশলগত বাধ্যতামূলক করে তোলে, প্রতীকী অঙ্গভঙ্গি নয়।

সম্মানিত অতিথিদের দ্বারা উদ্বোধনী ভাষণ মি অর্ণব চক্রবর্তী, শ্রীদেবী নায়ার, সুশ্রী ঋতু লোহিয়া, শ্রীমতি শ্রুতি আগরওয়াল এবং অন্যান্য সরকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে এখন নারীদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তারা এখন একটি ঘরের কোনে অবস্থান করে না। তারা দেশ থেকে শুরু করে বিদেশের ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত করতে শুরু করে দিয়েছে।

কনক্লেভ প্রভাব, ব্যবসায়িক মূল্য এবং জটিল পরিবেশ, কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা এবং শাসনের চ্যালেঞ্জ নেভিগেট করার বাস্তবতার উপর ফোকাস করার জন্য সমর্থনের বাইরে চলে যায়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৫ এর সাথে একত্রিত, কনক্লেভ মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির সুবিধাভোগী হিসাবে নয়, বরং স্থিতিস্থাপক প্রতিষ্ঠান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং টেকসই বৈশ্বিক অগ্রগতিতে অপরিহার্য অবদানকারী বিশ্ব যখন আর্থিক সংকটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তখনই মহিলা তাদের ধীর এবং শিতর চিন্তার বিকাশ দিয়ে তাকে রক্ষা করতে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি সমন্বয়ের সেতু নির্মাণ করতে শুরু করে দিয়েছে। এর ফলে বহু জটিল আর্থিক সমস্যার সমাধান হতে শুরু করে দিয়েছে, যা অকল্পনীয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ এখন নিশ্চুপ

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

মমতা-শুভেন্দুর বিরুদ্ধে লড়বে হুমায়ুনের দল, নিজের জেলার ২২ আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে পারলেন না হুমায়ুন কবীর

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২২ মার্চ ঃ রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে 'আম জনতা উন্নয়ন

পার্টি'র প্রতীকে লড়বেন এমন ১৮২ জন প্রার্থীর নাম রবিবার ঘোষণা করার কথা থাকলেও মুর্শিদাবাদের রেজিনগর দলীয় পার্টি অফিস থেকে মাত্র ১৫৩ জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে পারলেন দলের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর। হুমায়ুন আজ ঘোষণা করেছেন তাঁর দলের কোনও সংখ্যালঘু প্রার্থী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি এবং রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর দুই কেন্দ্রেই লড়াই করবে। হুমায়ুন বলেন, এই দুই কেন্দ্রে আমাদের দলের কোন সংখ্যালঘু মুখকে প্রার্থী করা হবে তবে আজ আমরা প্রার্থীর নাম ঘোষণা করছি না। নিজের নতুন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার পর হুমায়ুন কবীর ঘোষণা করেছিলেন তিনি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা এবং রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কিন্তু দিন কয়েক আগে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হঠাৎই সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। হুমায়ুন সেদিন ঘোষণা করেন বেলডাঙার পরিবর্তে তিনি মুর্শিদাবাদেরই রেজিনগর এবং নওদা আসন থেকে লড়াই করবেন। কলকাতার সাংবাদিক সম্মেলনে হুমায়ুন আরও ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের প্রাক্তন জামাই ইয়াসের হায়দার তৃণমূল কংগ্রেসের বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকারের বিরুদ্ধে কান্দি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কিন্তু রবিবার যে তালিকা হুমায়ুন কবীর ঘোষণা করেছেন তাতে ইয়াসের হায়দারের আসন পরিবর্তন করা হয়েছে। কান্দির পরিবর্তে রাজ্যের মন্ত্রীর প্রাক্তন জামাই ইয়াসের হায়দার রাণীনগরে তৃণমূল প্রার্থী সৌমিক হোসেনের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন বলে আজ হুমায়ুন ঘোষণা করেছেন। নিজের নতুন রাজনৈতিক দল তৈরি হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন রকম সমস্যার মধ্যে পড়েছেন হুমায়ুন কবীর। নিজের প্রতিষ্ঠা করা রাজনৈতিক দলের নাম ইতিমধ্যে একবার পরিবর্তন করতে হয়েছে হুমায়ুন কবীরকে। 'জনতা উন্নয়ন পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক দল ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনে নথিভুক্ত থাকায় হুমায়ুন কবীররের রাজনৈতিক দলের আগে এখন 'আম' শব্দটি বসাতে হচ্ছে। তাঁর দলের নতুন নাম এখন 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'। জাতীয় নির্বাচন কমিশনে হুমায়ুনের দলের 'রেজিস্ট্রেশন' ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হলেও তাঁর দলের প্রার্থীরা কোন প্রতীকে লড়াই করবে তা নিশ্চিত হয়নি। হুমায়ুনের দলের প্রার্থীদের নাম ঘোষণার ক্ষেত্রেও আজ পরিকল্পনার যথেষ্ট অভাব দেখা যায়। রাজ্যের জেলাগুলোর বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে গিয়ে একাধিকবার হোঁচট খান হুমায়ুন কবীর। তালিকার কোথাও প্রার্থীর নাম ভুল ছিল, কোথাও বা প্রার্থীর বিধানসভা কেন্দ্রের নাম ভুল লেখা ছিল। এর পাশাপাশি কয়েকটি কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করলেও তাঁদের আসন পরিবর্তন করা হবে বলেও আজ হুমায়ুন কবীর ঘোষণা করে দিয়েছেন। বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, রামপুরহাট, করিমপুর, তেহট্ট, মোথাবাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর সহ একাধিক কেন্দ্রে হুমায়ুন কবীর প্রার্থী বদলেও বললেও আজও তাঁদের নাম ঘোষণা করতে পারেননি। তিনি বলেন, এই কেন্দ্রগুলোতে প্রার্থীর নাম এখনও 'পেন্ডিং' রয়েছে। অন্যদিকে নিজের জেলা মুর্শিদাবাদেই হুমায়ুন কবীর ২২ টি আসনে তাঁর দলের প্রার্থীদের নাম আজ ঘোষণা করতে পারেননি। রাজ্যের মোট ১৮২ টি কেন্দ্রে হুমায়ুন কবীরের দলের আজ প্রার্থীর ঘোষণা করার কথা থাকলেও সব মিলিয়ে আজ মোট ১৫৩ জন প্রার্থীর নাম তিনি ঘোষণা করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলার বাইশটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র দশটি কেন্দ্রে নিজের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন কবীর। বাকি ১২টি কেন্দ্রে পরে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করবেন বলে জানিয়েছেন। হুমায়ুন কবীর, নিজের জেলা মুর্শিদাবাদের রেজিনগর এবং নওদা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে লড়বেন বলে আজ জানিয়েছেন। বেলডাঙা কেন্দ্রে লড়ছেন সৈয়দ আহমেদ কবীর, ভরতপুর কেন্দ্রে লড়বেন পীরজাদা খোবায়েব আমিন। মুর্শিদাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে হুমায়ুনের দলের প্রার্থী মনীষা পাঠক পাণ্ডে। হরিহরপাড়ায় মহম্মদ বিজয় শেখ, ভগবানগোলা কেন্দ্রে লড়ছেন অপর এক হুমায়ুন কবীর, রানীনগরে প্রার্থী ইয়াসের হায়দার। রঘুনাথগঞ্জ, সামসেরগঞ্জ বড়ঞা, খড়গ্রাম, জলঙ্গি নবগ্রাম, কান্দি, সুতি, ডোমকল, লালগোলার মত আসনগুলোতে হুমায়ুন কবীর প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করতে পারেননি। হুমায়ুন কবীর বলেন,আমার দল রাজ্যে ১৮২টি আসনে লড়বেই। এই আসন সংখ্যা কিছুটা হয়তো বৃদ্ধি পেতে পারে।২৫ তারিখ কলকাতা থেকে বাকি প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হবে এবং আগামী ২৮ তারিখ দলের ইস্তেহার ঘোষণা করা হবে বলে হুমায়ুন আজ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল এবার 'তিন সংখ্যার আসন' পার করবে এবং সরকার তৈরী করবে।

সুরক্ষা ও নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে উড়ানঃ পূর্ব রেলওয়ে পরিকাঠামো নির্মাণে অগ্রগতি

কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ পূর্ব রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একগুচ্ছ উল্লেখযোগ্য পরিকাঠামোগত সাফল্যের কথা জানিয়েছে। এই সাফল্যগুলি মূলত সমগ্র নেটওয়ার্ক জুড়ে উন্নত পরিচালন নিরাপত্তা, মসৃণ ট্রেন চলাচল এবং আধুনিক ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার ঃ লেভেল ক্রসিং বর্জন এবং সেতুর সংস্কার ঃ জননিরাপত্তা এবং রেল চলাচলের গতি বাশাতে এক বড় পদক্ষেপ হিসেবে বিভাগটি ১১টি ম্যানড লেভেল ক্রসিং গেট সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এই গেটগুলির পরিবর্তে 'লিমিটেড হাইট সাবওয়ে' (LHS) এবং কৌশলগত ডাইভারশন তৈরি করা হয়েছে, যা রেল ও সড়ক ট্রাফিক সংযোগস্থলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি দূর করবে। নেটওয়ার্কের পরিকাঠামোগত শক্তি বৃদ্ধিতে বিভাগটি আরও যা যা সম্পন্ন করেছে, সেগুলি হল ১৩টি সেতুর সংস্কার (Rehabilitation), যা দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। ৯টি সেতুর রিগ্রেডিং (Regrading) এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সমন্বয় যা নিরাপত্তা উন্নত করতে এবং ট্রেনের গতি বজায় রাখতে সাহায্য করে। গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে ৯টি নতুন সাইড পাথওয়ে নির্মাণ, যা গ্রাউন্ড স্টাফদের নিরাপদ চলাচল এবং নজরদারির কাজকে সহজতর করবে। **শিয়ালদহ ডিভিশনে 'ফোর্সড লেআউট' সংশোধনের মাধ্যমে পরিচালন উৎকর্ষ বৃদ্ধি ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনে প্রযুক্তিগত সূক্ষ্মতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে, যেখানে ৭টি 'ফোর্সড লেআউট' (Forced Layout) সফলভাবে সংশোধন করা হয়েছে। এই সংশোধনগুলি রোলিং স্টকের ক্ষয় কমাতে এবং জটিল ট্র্যাক জ্যামিতির মধ্য দিয়ে ট্রেনের নিরবচ্ছিন্ন চলাচলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। **ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের আধুনিকীকরণঃ** ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ট্র্যাক নবীকরণ এবং ট্র্যাকের অবস্থার পর্যবেক্ষণ কর্মসূচীও জোরদার করেছে। সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানগুলি হলোঃ **ট্র্যাক নবীকরণঃ** ৪১.৭৫ সমতুল্য সংখ্যার 'থ্রু টার্নআউট রিনিউয়াল' (TTR) স্থাপন করা হয়েছে, যা পুরনো যন্ত্রাংশ সরিয়ে

আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত করেছে। **প্রতিরোধমূলক নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ** ১,৩২০ কিমি রেলপথে 'আল্ট্রা সনিক ফ্ল ডিটেকশন' (USFD) পরীক্ষা করা হয়েছে যাতে কোনো অভ্যন্তরীণ ফাটল বড় আকার ধারণ করার আগেই শনাক্ত করা যায়। **ব্যালাস্ট ব্যবস্থাপনাঃ** ১০৬,২৭০ ঘনমিটার ব্যালাস্ট (পাথর) বিছানো হয়েছে, যা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি রেল চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীলতা এবং জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, এই উন্নয়ন গুলি নিরাপত্তা এবং পরিকাঠামো আধুনিকীকরণের প্রতি পূর্ব রেলওয়ের অবিচল অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। লেভেল ক্রসিং প্রতিস্থাপন করা এবং USFD-র মতো উন্নত পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা আমাদের যাত্রীদের জন্য আরও স্থিতিস্থাপক এবং নির্ভরযোগ্য রেল পরিষেবা তৈরি করছি।

একটা এজেন্সি আছে তারাই দলে বিভেদ সৃষ্টি করছে ... আব্দুল জলিল আহমেদ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২২ মার্চ ঃ ইতিমধ্যে নির্বাচনের তালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। উল্লেখযোগ্য হবে তালিকায় নাম নেই বর্ষীয়ান পুরনো তৃণমূল নেতৃত্বদের যার মধ্যে অন্যতম রবীন্দ্রনাথ ঘোষ আব্দুল জলিল আহমেদ। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বিগত দিনে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর মন্ত্রী ছিলেন পরবর্তীতে তিনি কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান হন। অপরদিকে দীর্ঘদিনের সাথী আব্দুল জলিল আহমেদ বহু আগে একবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হেরে গিয়েছিলেন বর্তমানে তিনি কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি। উল্লেখ্য বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতির জন্য তার নাম সামনে এসেছিল কিন্তু তখনও দল পিছপা হয়েছিল এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। দলের প্রাকৃতিকালিকা ঘোষণা হলেও স্থান হয়নি আব্দুল জলিল আহমেদ এবং রবীন্দ্রনাথ ঘোষের। ফলে রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছেন তারা। এই প্রসঙ্গে আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন - ১০০ শতাংশ দুঃখ এবং মন খারাপ হয়েছে। যখন দলে কেউ ছিল না দলে বসার জায়গা ছিল না তখন আমার বাড়িতেই এই দল তৈরি করি। আজ এই দলে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন আমি সবাই ব্রাত্য। কলকাতার একটি এজেন্সি আছে তাদের কুপরামর্শেই দলের এই হাল। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের ভোট ৩১ শতাংশেরও বেশি। আর সে জায়গায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আব্দুল জলিল আহমেদের অবস্থান। তিনি বলেন বয়স বেড়ে যাচ্ছে সময় নেই এবারই একটা শেষ আশা ছিল কিন্তু আমাকে প্রার্থী করা হলো না। কোচবিহার জেলায় একজন সংখ্যালঘু মানুষ প্রার্থী নন এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন - অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক করেছে কেন করল না জানি না। আগামী দিনে তিনি কি প্রচারে বেরোবেন সে প্রসঙ্গে তিনি বলেন - দল কোন দায়িত্ব দেয় না যদি দায়িত্ব না দেয় তাহলে সন্ন্যাস নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। তবে দলের মধ্যে থেকেই এর প্রতিবাদ করব। সংখ্যালঘু ভোট কি তাহলে তৃণমূলের সাথে থাকবে এই প্রসঙ্গে আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন - এখনো পর্যন্ত কিছুটা হলেও ঠিক আছে। তবে আমাদের কথায় তো সব হবে না ১৫ দিন পর বোঝা যাবে মানুষের কাকে ভোট দেয় কাকে বিশ্বাস করে। ১৫ দিন পর হওয়ার গতি বেগ সব বোঝা যাবে। পাশাপাশি রীতিমতো ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন যারা তৃণমূল কংগ্রেসের বরশিয়ান এবং পুরনো তাদের কাছ থেকে দল মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে গত নির্বাচনে ৪০০০ বেশি ভোটে, জয় লাভ করেছিল বিজেপি প্রার্থী নিখিল রঞ্জন দে। এবার কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিক। দীর্ঘদিন ধরেই অভিজিত দে ভৌমিকের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ গোষ্ঠীর লড়াই চলছিল। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কে কোচবিহার পৌরসভার পৌরপতির পর থেকে পদত্যাগ ও করতে হয় তারপরেও প্রার্থী ঘোষণার পর তার নাম নেই। এমনকি দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে আব্দুল জলিল আহমেদের নাম ও আজ ব্রাত্য। এবার তো অবস্থায় দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিপুল সংখ্যক সংখ্যালঘু ভোট এতদিন তৃণমূলের কাছে ছিল এবার যেভাবে পুরনো তৃণমূলের নেতৃত্বরা মুখ খুলছেন তাতে সংখ্যালঘু ভোটের দুই থেকে তিন শতাংশ যদি অন্যত্র চলে যায় সে ক্ষেত্রে আখিরে ফায়দা হবে বিজেপির। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের পুরনো তৃণমূল নেতৃত্ব তথা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অনুগামী বলে পরিচিত খোকন মিঁয়া যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের কিষান মোর্চার জেলা সভাপতি ছিলেন তিনি গতকাল কংগ্রেসের যোগদান করেছেন। তাহলে কি এই ড্যামেজ কন্ট্রোল হবে ? আগামী ১৫ দিন পর কিসের হাওয়া বদলাবে ? কি ইঙ্গিত দিলেন বর্ষিয়ান নেতা আবদুল্লাহ আহমেদ ? আগামী ২৬ তারিখ কোচবিহারে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মিটবে কি তৃণমূলের এই চরম গোষ্ঠীকোন্দল ? নাকি এই গোষ্ঠীকোন্দলের ফায়দা তুলে জেলায় আবারও বিজয় পতাকা ওড়াবে বিরোধীরা। উত্তরের অপেক্ষায় কোচবিহারের রাজনৈতিক মহল।

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে তৎপর মালদা জেলা পুলিশ, পরিদর্শনে পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২২ মার্চ ঃ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে তৎপর মালদা জেলা পুলিশ। রবিবার মানিকচক থানা পরিদর্শনে গিয়ে কড়া বার্তা দিলেন মালদা জেলার পুলিশ সুপার অনুপম সিং। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, নির্বাচনের সময় কোনওরকম অনৈতিক কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না। এদিন মানিকচক থানায় পরিদর্শনে আসেন পুলিশ সুপার অনুপম সিং-এর সঙ্গে মালদা রেঞ্জের ডিআইজি দ্বীপ নারায়ণ গোস্বামী। থানায় উপস্থিত ছিলেন আইসি সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। নির্বাচন উপলক্ষ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা, পুলিশি প্রস্তুতি খতিয়ে দেখেন তাঁরা এবং পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন পুলিশ কর্তারা। নির্বাচন চলাকালীন কোনও ধরনের সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হলে দ্রুত পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য আবেদন জানানো হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এদিন পুলিশ সুপার আরও জানান, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে পুলিশ সম্পূর্ণ প্রস্তুত। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গোটা জেলাজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

হুগলি ও ব্যান্ডেলের মাঝে ওভারহেডের তারে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন, বিপর্যস্ত পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২২ মার্চ ঃ হুগলি ও ব্যান্ডেল স্টেশনের মাঝে ওভারহেডের তারে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় বিপর্যস্ত হয় পরিষেবা। ছুটির সকালে ভোগান্তি যাত্রীদের। প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে হাওড়া-বর্ধমান, হাওড়া-কাটোয়া ও ব্যান্ডেল-নৈহাটি লাইনে আপ ও ডাউনে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। যদিও এখন পরিষেবা স্বাভাবিক। পূর্ব রেল সূত্রে জানা গেছে, ওভারহেড ইকুইপমেন্টে 'পাওয়ার অফ' হয়ে যাওয়ার কারণে এই সমস্যা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে হুগলি স্টেশনে সাময়িক ভাবে টিকিট বিক্রিও বন্ধ রাখা হয়। ফলে স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকে। হাওড়া-বর্ধমান, হাওড়া-কাটোয়া এবং ব্যান্ডেল-নৈহাটি শাখার একাধিক লোকাল ট্রেন ও কিছু দূরপাল্লার গাড়ি বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে পড়ে। স্টেশনে স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় বাড়তে থাকে। ট্রেনেও আটকে পড়েন অনেকেই। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক বেদ প্রকাশ জানান, ওভারহেড ইকুইপমেন্টে সার্কিটের গন্ডগোলের জন্য পাওয়ার অফ হয়ে গিয়েছিল। সকাল সাড়ে ৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ট্রেন চলাচলে সমস্যা ছিল। ১০টা ১০-এর পর থেকে ট্রেন পরিষেবা স্বাভাবিক হয়েছে। এখন আর কোনও সমস্যা নেই।

পিতৃশোক ভুলে দলের ভার নিয়ে প্রচারে মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ২২ মার্চ ঃ সদ্য পিতৃবিয়োগের শোক কাটিয়ে এবার দলীয় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুকুল পুত্র শুভ্রাংশু রায়। জল্পনা থাকলেও বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁকে প্রার্থী করা হয়নি। পরিবর্তে বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক সুবোধ অধিকারীকেই ফের প্রার্থী করেছে দল। তবে তাতে কোনও আক্ষেপ নেই বলেই এদিন জানালেন শুভ্রাংশু। বরং তিনি সরাসরি নেমে পড়েছেন সুবোধ অধিকারীর সমর্থনে প্রচারে। হালিশহর পুরসভার লোকসংস্কৃতি ভবনে আয়োজিত কর্মিসভায় উপস্থিত হয়ে শুভ্রাংশু বলেন, ৪০ হাজারের বেশি লিড হবে। সুবোধদা অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত তৈরি করবে। মিটিং-মিছিল হবে ঠিকই, কিন্তু আসল কাজ বুথে। বুথ শক্তিশালী থাকলে বাড়িতে বসেই জিতে যাবে দল। নিজের প্রার্থী হওয়া নিয়ে জল্পনার জবাব দিতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট জানান, দল যাকে প্রার্থী করেছে, আমরা তাঁর পক্ষেই কাজ করব। প্রার্থী নিয়ে আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকতেই পারে, কিন্তু আমরা সবাই একসঙ্গে তৃণমূলের জন্য লড়ব। সভামঞ্চে উপস্থিত সাংসদ পার্থ ভৌমিকের উদ্দেশ্যে 'লাল বাতি'র প্রসঙ্গও তোলেন শুভ্রাংশু। তাঁর কথায়, বারাকপুর শিল্পাঞ্চলে নীল বাতি অনেক দেখছি, কিন্তু লাল বাতি অনেকদিন নেই। বীজপুর থেকে যেন এবার একটি লাল বাতি নবান্নে যায় বলেও জানান মুকুল পুত্র। রাজনৈতিক মহলের মতে, সুবোধ অধিকারী জয়ী হলে মন্ত্রিত্বের ইঙ্গিত দিয়েই এই মন্তব্য করেছেন তিনি। এদিকে পুনরায় প্রার্থী হওয়ায় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সুবোধ অধিকারীও। তাঁর দাবি, শুভ্রাংশুর কথাই সত্যি হবে। ৪০ হাজারের বেশি ব্যবধানে বীজপুরে তৃণমূল জিতবে।

চাঁচলে মৃত্যু বিএলও-র, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২২ মার্চ ঃ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে এক বিএলও-র মৃত্যু হয়েছে। মালদার চাঁচলের চন্দ্রপাড়া পঞ্চায়েতের নদাপাড়ার বাসিন্দা ওই বিএলও-র নাম উৎপল। বয়স বছর পঞ্চান্ন। তিনি যদুপুর হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন বলে জানা গেছে। অভিযোগ, ভোটার তালিকায় নাম না ওঠায় তাঁর বাড়িতে জড়ো হয়ে চাপ দিচ্ছিলেন স্থানীয়রা। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন বলে দাবি করেছেন মালতীপুরের বিদায়ী বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাতে বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। তাঁকে চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই রবিবার ভোর রাতে তিনি মারা যান। বিদায়ী বিধায়ক জানিয়েছেন, বিএলও-র বাড়িতে সবসময় মানুষের ভিড় লেগে থাকত। সেই চাপেই উনি তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। এর দায় নির্বাচন কমিশনের। বিএলও-র মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

হাদি খুনের 'মূলচক্রী' ধরা পড়তেই চাঞ্চল্য, আদালতে পেশ দুই অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২২ মার্চ ঃ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি হত্যার প্রধান দুই অভিযুক্ত ফয়সাল করিম মাসুদ ওরফে রাহুল এবং আলমগীর হোসেনকে বিধাননগর আদালতে তোলা হয়েছে। ১৪ দিনের পুলিশ রিমান্ড শেষে রবিবার, ২২ মার্চ বিধাননগর মহকুমা আদালতে তোলা হয় দুই অভিযুক্তকে। উল্লেখ্য, ৭ ও ৮ মধ্যবর্তী রাতে অভিযুক্ত দুজনকেই বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। ৩৭ বছর বয়সী ফয়সাল করিম মাসুদের বাড়ি বাংলাদেশের পটুয়াখালী এলাকায় এবং ৩৪ বছর বয়সী আলমগীর হোসেনের বাড়ি ঢাকায়। এসটিএফ সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতার ফয়সাল করিম মাসুদ এবং আলমগীর হোসেন দুজনেই হাদীকে হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেছে। তারা উভয়ই মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং গত কয়েক মাস ধরে বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করছিল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পল্টন এলাকায় মোটরসাইকেলে এসে হেলমেট পরে দুর্বৃত্তরা ইনকিলাব মঞ্চ-এর মুখপাত্র হাদিকে গুলি করে এবং এতে তিনি গুরুতর আহত হন। ১৮ ডিসেম্বর রাত ০৯.৩০ টায় সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়।

মানকরে প্রধানমন্ত্রীর পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২২ মার্চ ঃ রবিবার গলসি বিধানসভার মানকরে প্রধানমন্ত্রীর ছবি সম্বলিত পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। যদিও অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মানকর রাইপুর এলাকায় বিভিন্ন পাঁচিলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি সহ 'পরিবর্তন সভা'র পোস্টার লাগানো ছিল। অভিযোগ, রবিবার ওই পোস্টারগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিঁড়ে ফেলে তার ওপর তৃণমূল কংগ্রেসের দেওয়াল-লিখন হয়। খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। গলসি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী রাজু পাত্র বলেন, তৃণমূলের এটাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি। দেশের প্রধানমন্ত্রীর ছবির প্রতিও তাদের কোনও শ্রদ্ধা নেই। পোস্টার ছিঁড়ে বিকৃত করে তার ওপর দেওয়াল - লিখন হয়েছে। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী অলোক কুমার মাঝি। তাঁর দাবি, আমাদের দলের কেউ পোস্টার ছেঁড়েনি। পোস্টারের পাশে দেওয়াল-লিখন হয়েছে। বিজেপি ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করছে। মানুষ তার জবাব ইভিএমে দেবে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

নির্বাচন ঘিরে কড়া নজরদারি, একাধিক থানা পরিদর্শনে ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২২ মার্চ ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করতে জেলার একাধিক থানা পরিদর্শন করলেন ঝাড়গ্রামের পুলিশ সুপার মানব সিংলা। রবিবার বেলপাহাড়ি, বিনপুর, লালগড় ও জামবনি থানায় গিয়ে পুলিশকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্বাচনের সময় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোরভাবে পরিচালনা করার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ সুপার। পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনের নীতি ও নির্দেশিকা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে পুলিশকর্মীদের অবহিত করেন তিনি। মানব সিংলা জানান, হিংসামুক্ত, প্রভাবমুক্ত ও ভীতিমুক্ত পরিবেশে ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বুথ দখল, ছাপ্পা ভোট ও যে কোনও ধরনের বেআইনি কার্যকলাপ রুখতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী এলাকায় কোনও রকম অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না বলেও তিনি স্পষ্ট করেন। তিনি আরও জানান, প্রতিটি থানাকে সর্বোচ্চ সতর্কতায় থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। ভোটের আগে নিয়মিত টহল, নাকা তল্লাশি এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে বিশেষ নজরদারি বাড়ানো হবে বলে জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

১২০০ জন কর্মী সমর্থক যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান সভায় বাইশহাটায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলতলি, ২২ মার্চ ঃ নির্বাচনের আগেই কুলতলির বিধায়কের হাত ধরে বিরোধী দল থেকে শাসক তৃণমূলে যোগদান কুলতলিতে। সামনে বিধানসভার নির্বাচন। আর এই নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন বাড়ানোর লক্ষ্যে একাধিক সভা চলছে। রবিবার বিকালে জয়নগর দু নং ব্লকের বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কিল্লা দূর্গানগর কে বি এম মডেল স্কুলে তৃনমূল কংগ্রেসের যোগদান ও নির্বাচনী সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন কুলতলি বিধানসভা বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গনেশ চন্দ্র মন্ডল, বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মানসুরা গাজী, বাইশহাটা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি নুরহোসেন গাজী, সুন্দরবন জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সহ সভাপতি মিলন পুরকাইত সহ আরো অনেকে। এদিন বাইশহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী এস ইউ সি আই দলের পঞ্চায়েত সদস্য সালাউদ্দিন সিপাই ও সাবিনা ঢালি, সিপিএমের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য নৃপতি গায়েন, বিজেপির প্রাক্তন মন্ডল সভাপতি শৈলেন মন্ডলের হাত ধরে প্রায় ১২০০ কর্মী সমর্থকরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। এদিন তাদের হাতে তৃনমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে দেন কুলতলির বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গনেশ চন্দ্র মন্ডল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের শরিক হতে এদিন বিরোধী দল থেকে শাসক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন বলে জানালেন কুলতলির বিদায়ী বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল। তিনি এদিন বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১৫ বছর ধরে উন্নয়নের পর উন্নয়ন করে চলেছে। লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা বৃদ্ধি করেছেন। বেকারদের জন্য যুবসাথী, আবাস ঘর সহ একাধিক প্রকল্প তুলে দিয়েছেন মানুষের পাশে থাকেন তিনি। আর বিজেপি সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। তাই আগামী দিনেও দিদি আপনাদের পাশে থাকবেন। তাই আবার দিদি ক্ষমতায় আসবে বিজেপি যতই চেষ্টা করুক। আপনারা আমাদের পাশে থাকুন। এস আই আরের নামে মানুষদের হয়রানি করেছে। ভোটের লিস্ট থেকে নাম বাদ দিয়েছে। তাই এর জবাব দিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন। এদিন কিল্লা দূর্গানগর থেকে তরনীর মোড় পর্যন্ত পায়ে হেঁটে শোভাযাত্রায় অংশ নেন তৃনমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গনেশ চন্দ্র মন্ডল।

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত দুই শিশু, আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২২ মার্চ ঃ মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই শিশুর। ঘটনাটি ঘটেছে সামশেরগঞ্জে। গ্রামীণ রাস্তায় চার চাকা গাড়ি চালানো শিখতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাঁচ শিশুকে ধাক্কা মারে একটি চার চাকা গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই শিশুর। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে আরও তিন শিশু। রবিবার বিকেলে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জের ধুলিয়ান পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দিঘরি এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ওই শিশুদের নাম আহিল আক্তার (৬) এবং সমীর শেখ (৯)। তাদের মধ্যে সমীরের বাড়ি দিঘরি এবং আহিলের বাড়ি ঘনেশ্যামপুর গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বিকেলে কয়েকজন যুবক একটি চার চাকা গাড়ি নিয়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। গাড়ির ড্রাইভার সিটে বসেছিল এক নতুন যুবক। যে ওই সময় গাড়ি চালানো শিখছিল। হঠাৎই গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খেলতে থাকা কয়েকজন শিশুকে সজোরে ধাক্কা মারে। তারা দোকানের পাশেই বসেছিল। ধাক্কার ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু হয় এবং স্থানীয় মানুষ দ্রুত ছুটে এসে আহত শিশুদের উদ্ধার করেন। গুরুতর জখম অবস্থায় তাদের তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় অনুপনগর গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা আহিল আক্তারকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব্ব জনসাধারন গনকে জানানো যাইতেছে যে, প্রবীর মুখার্জি, পিতা মৃত হেমন্ত মুখার্জি, সাং + পোঃ + থানা + এ,ডি, এস আর মুরারই, জেলা -বীরভূম আমার মক্কেল হইতেছে। আমার মক্কেল মুরারই রেজেস্ট্রি অফিসের গত ইং 26.05.2017 তারিখের রেজেস্ট্রিকৃত IV-9/2017 নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে নিম্ন লিখিত তপশীল বর্নিত সম্পত্তির মালিক দখলীকার হইতেছে। আমার মক্কেল নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি বিক্রয় করিবেন। যদি তপশীল বর্নিত সম্পত্তিতে কাহারো কোন প্রকার দাবী বা স্বত্বের দাবী থাকে তাহা হইলে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে আমাকে জানাইবেন নচে কাহারো আপত্তি বা দাবী গাহ্য গ্রহন করা হইবে না। ইহা সর্ব্ব সাধারনের অবগতির জন্য জানান হইল।

তপশীল

জেলা - বীরভূম, থানা-মুরারই, মৌজা-বিপনন্দীগ্রাম, জে, এল নং-54, খতিয়ান নং -1137, দাগ নং-662, পরিমান 15 শতক মধ্যে 12.5 শতক পুকুর। খতিয়ান নং- 978, দাগ নং- 559/588, পরিমান 06 শতক জমি।

Md. Basiruddin.
Advocate,
Rampurhat Court.

দুর্গাপুরে দেওয়াল লিখন ঘিরে উত্তেজনা কমিশনের কর্মীদের মারধরের ঘটনায় গ্রেফতার ৩, থানায় বিজেপির বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২২ মার্চ ঃ দুর্গাপুরে দেওয়াল লিখন ঘিরে উত্তেজনার ঘটনায় নতুন মোড়। নির্বাচন কমিশনের দুই কর্মীকে মারধরের অভিযোগে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে কোকওভেন থানার পুলিশ। এদিকে, দলীয় কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে কোকওভেন থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভোট যত এগোচ্ছে, ততই উত্তপ্ত হচ্ছে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল। দেওয়াল-লিখন ঘিরে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি, দেওয়ালে লেখা মোছার কাজ করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশনের দুই কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। রবিবার দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভার করঙ্গপাড়া পোস্ট অফিস মোড় এলাকায় ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, করঙ্গপাড়ার একটি ভবনে ভাড়া নিয়ে আগে ডাকঘর চলত, যা বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। বিজেপির দাবি, ওই পাঁচিলে আগে থেকেই তাদের দেওয়াল-লিখন ছিল। রবিবার সেই লেখা মুছে তৃণমূল কর্মীরা নিজেদের প্রচারমূলক লেখা লেখেন। এর প্রতিবাদ করায় বিজেপির দুই কর্মী কমলেশ সিং ও রঘুনাথ পালকে দোকান থেকে টেনে বের করে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী অনুমতিবিহীন দেওয়ালে রাজনৈতিক লেখা মুছতে রবিবার ঘটনাস্থলে যান দুর্গাপুর মহকুমা শাসক দফতরের দুই কর্মী সূর্যকান্ত পাল ও বিট্টু গুপ্তা। অভিযোগ, লেখা মুছে ফেরার সময় তাঁদের গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করা হয়। বিট্টু গুপ্তার দাবি, কেন দেওয়াল-লিখন মুছেছি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আমাদের ওপর হামলা চালানো হয়। হামলাকারীরা নিজেদের তৃণমূল কর্মী বলে পরিচয় দেয়। ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামতে হয় কোকওভেন থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। বিজেপির দুর্গাপুর-বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অভিজিত দত্ত অভিযোগ করেন, তৃণমূল কর্মীরা তাদের দেওয়াল-লিখন মুছে দিয়ে হামলা চালিয়েছে এবং কমিশনের কর্মীদেরও মারধর করেছে। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। স্থানীয় তৃণমূল কর্মী সোমনাথ দাসের দাবি, বিজেপি অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে। নির্বাচন কমিশনের নাম করে ওরাই দেওয়াল-লিখন মুছছিল। কমিশনের কর্মীদের মারধরের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক সুমন বিশ্বাস জানান, কমিশনের কর্মীদের ওপর হামলার কোনও লিখিত অভিযোগ এখনও পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, অনুমতি ছাড়া সরকারি বা বেসরকারি কোনও দেওয়ালে রাজনৈতিক লিখন আইনবিরুদ্ধ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

বিজেপির পতাকা বাঁধাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২২ মার্চ ঃ বিজেপির পতাকা বাঁধাকে কেন্দ্র করে রবিবার উত্তেজনা ছড়ালো বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত সিয়ান গ্রামে। এ দিন বিজেপি কর্মীদের মারধর এবং বিজেপির দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে বীরভূমের শান্তিনিকেতন থানার অন্তর্গত সিয়ান গ্রামে। অবরোধ বিক্ষোভে সামিল হন বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার কর্মী ও সমর্থকরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে আসে শান্তিনিকেতন থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে তারা।

ভালো খাবার

স্বাদে ভিন্ন, পুষ্টিতে সেরা-রবিবারের জলখাবারে ট্রাই করুন কর্নাটকের কালো ছোলার ‘কালো ধোসা

ব্যস্ত জীবনের ফাঁকে রবিবারের সকালটাই অনেকের কাছে একটু আরাম, একটু নিজের মতো করে সময় কাটানোর সুযোগ। আর সেই সকাল যদি শুরু হয় বিশেষ কোনও জলখাবার দিয়ে, তাহলে দিনটাই যেন অন্যরকম হয়ে ওঠে। ইডলি-ধোসা এখন বাঙালির রান্নাঘরে বেশ পরিচিত হলেও, একই ধরনের স্বাদ বারবার খেতে খেতে একঘেয়েমি আসতেই পারে। সেই একঘেয়েমি কাটাতেই এবার নতুন সংযোজন-কর্নাটকের জনপ্রিয় ‘কাদালে ধোসা, যা এখন কলকাতার খাদ্যরসিকদের মধ্যেও দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

কী এই কাদালেকালু ধোসা? ‘ শব্দটির অর্থই হল কালো ছোলা। সাধারণত আমরা ধোসা বলতে চাল ও বিউলির ডালের মিশ্রণ থেকে তৈরি সাদা, নরম বা মুচমুচে এক ধরনের খাবার বুঝি। কিন্তু এই বিশেষ ধোসার মূল উপাদান হল কালো ছোলা, যা এই পদটিকে স্বাদ ও পুষ্টিগুণ-দু’দিক থেকেই আলাদা করে তোলে। দেখতেও এটি সাধারণ ধোসার মতো সাদা নয় বরং হালকা বাদামি রঙের। ভাজার পর এর বাইরের স্তর হয় খাস্তা ও মুচমুচে, আর ভেতরটা থাকে নরম। হালকা বাদামি গন্ধ এবং ছোলার স্বাদ একে অন্য মাত্রা দেয়। কেন এত জনপ্রিয় হচ্ছে এই ধোসা? বর্তমান সময়ে মানুষ শুধু স্বাদের জন্য নয়, স্বাস্থ্যকেও গুরুত্ব দিয়ে খাবার বেছে নিচ্ছেন। সেই জায়গা থেকেই কাদালেকালু ধোসা বিশেষভাবে নজর কাড়ছে। পুষ্টিবিদদের মতে, সাধারণ ধোসায় কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ বেশি থাকে, কারণ সেটি মূলত চাল দিয়ে তৈরি। অন্যদিকে, কালো ছোলা

প্রোটিন ও ফাইবারে ভরপুর। ফলে এই ধোসা খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে, বারবার খিদে পায় না। বিশেষ করে যাঁরা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন বা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান, তাঁদের জন্য এটি একটি আদর্শ প্রাতরাশ। কালো ছোলার ফাইবার হজমে সাহায্য করে এবং শরীরে শক্তি জোগায় ধীরে ধীরে। গ্রাম থেকে শহর-এক ঐতিহ্যের যাত্রা-এই ধোসার উৎপত্তি কর্নাটকের গ্রামীণ অঞ্চলে। সেখানে কৃষকরা দীর্ঘ সময় মাঠে কাজ করেন, ফলে তাঁদের এমন খাবার প্রয়োজন যা শক্তি জোগাবে এবং সহজে তৈরি করা যাবে। কালো ছোলা সেই প্রয়োজন মেটাত। তাই এই ধোসা হয়ে ওঠে তাঁদের দৈনন্দিন খাদ্যের অংশ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পদ কর্নাটকের সীমানা ছাড়িয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতেও জনপ্রিয়তা পায়। আর এখন তা পৌঁছে গিয়েছে কলকাতার নানা রেস্তরাঁ ও ক্যাফেতে। স্বাস্থ্যসচেতন মানুষদের মধ্যে এই খাবার নিয়ে আগ্রহ ক্রমশ বাড়ছে।

বাড়িতেই বানিয়ে ফেলুন-রেস্তরাঁর স্বাদ এখন সহজেই পাওয়া যায় বা।রি রান্নাঘরেই। কাদালেকালু ধোসা বানানো খুব কঠিন কিছু নয়, শুধু একটু ধৈর্য দরকার।

উপকরণ- কালো ছোলা, আতপ চাল, মেথিদানা (অল্প পরিমাণে), আদা, কাঁচালঙ্কা, স্বাদমতো লবণ, প্রস্তুতি--প্রথমে কালো ছোলা, চাল ও মেথিদানা আলাদা করে ধুয়ে নিন। তারপর এগুলোকে অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা বা সারা রাত ভিজিয়ে রাখুন। ভালোভাবে ফুলে গেলে জল ঝরিয়ে নিন। এরপর মিক্সিতে ছোলা, চালের সঙ্গে আদা ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে মিহি বেটে নিন। ব্যাটারটি খুব বেশি ঘন বা খুব পাতলা যেন না হয়, মাঝারি ঘনত্ব রাখুন। চাইলে সামান্য জল মিশিয়ে নিতে পারেন। ব্যাটারটি কয়েক ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন। এতে হালকা ফারমেন্টেশন হলে স্বাদ আরও ভালো হবে।

রান্নার পদ্ধতি-চাটু বা তাওয়া ভালো করে গরম করুন। তারপর সামান্য তেল বা ঘি মাখিয়ে নিন। এক হাতা ব্যাটার নিয়ে গোল করে পাতলা করে ছড়িয়ে দিন। মাঝারি আঁচে একপিঠ সোনালি ও মুচমুচে হওয়া পর্যন্ত ভাজুন, তারপর উল্টে অন্য পাশটিও ভেজে নিন। দুই পাশ ভালোভাবে লালচে হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। কীসের সঙ্গে খেতে সবচেয়ে ভালো?

গরম গরম কাদালেকালু ধোসা নারকেলের চাটনি বা সম্বরের সঙ্গে পরিবেশন করলে এর স্বাদ দ্বিগুণ হয়ে যায়। চাইলে টমেটো চাটনি বা পুদিনা চাটনির সঙ্গেও খেতে পারেন।

কেন রাখবেন রবিবারের মেনুতে? রবিবার মানেই একটু স্পেশাল কিছু। কিন্তু সেই বিশেষ খাবার যদি স্বাস্থ্যকরও হয়, তাহলে তো কথাই নেই। কাদালেকালু ধোসা সেই জায়গাতেই সেরা-এটি যেমন সুস্বাদু, তেমনই পুষ্টিকর। যাঁরা নতুন নতুন রেসিপি ট্রাই করতে ভালোবাসেন, তাঁদের জন্য এটি একদম পারফেক্ট। আবার যাঁরা ডায়েট মেনে চলছেন, তাঁরাও নিশ্চিন্তে এই ধোসা খেতে পারেন। খাবার শুধু পেট ভরানোর জন্য নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, স্বাদ ও স্বাস্থ্যের এক মেলবন্ধন। কর্নাটকের এই সাধারণ অথচ অসাধারণ ধোসা সেই মেলবন্ধনেরই এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

তাই আগামী রবিবার সকালে একটু ভিন্ন কিছু চাইলে, চাল-বিউলির

রেস্তরাঁ নয়, এবার ঘরেই উৎসবের মেনুতে হালিম, লাচ্চা পরোটা ও বিফ ভুনার সহজ ৩ রেসিপি

যখন আসে আনন্দের উৎসব। এই দিনটি শুধু ধর্মীয় গুরুত্বেই নয়, বরং পারিবারিক মিলন, ভালোবাসা এবং সুস্বাদু খাবারের জন্যও বিশেষ। সবকিছুর মধ্যেই থাকে এক আলাদা আবেগ। আর সেই আনন্দকে পূর্ণতা দেয় ঘরোয়া রান্নার দস্তরখান। অনেকেই ভাবেন, ইদের বিশেষ পদ মানেই রেস্তরাঁর ভিড়। কিন্তু একটু পরিকল্পনা আর সঠিক উপকরণ থাকলেই নিজের রান্নাঘরেই তৈরি করা যায় একেবারে রেস্তরাঁ-মানের শাহী খাবার। বরং নিজের হাতে বানানো খাবারের স্বাদ ও তৃপ্তি আলাদা। আপনার মেনুতে ভিন্নতা আনতে এবং অতিথিদের চমকে দিতে রইল তিনটি জনপ্রিয় ও লোভনীয় পদ-শাহী হালিম, লাচ্চা পরোটা এবং বিফ ভুনা। সহজ পদ্ধতিতে বানানো যায়, অথচ স্বাদে একেবারে রাজকীয়।

শাহী হালিম- পুষ্টি আর স্বাদের অনবদ্য মেলবন্ধন

উৎসবের অন্যতম আকর্ষণীয় পদ হল হালিম। দীর্ঘ সময় উপবাসের পর শরীরের প্রয়োজনীয় শক্তি ফিরিয়ে আনতে এই খাবারের জুড়ি মেলা ভার। এতে থাকে ডাল, গম ও মাংস-যা প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট এবং ফাইবারে সমৃদ্ধ।

উপকরণ- মুগ ডাল, মুসুর ডাল, ছোলা ডাল, মাষকলাই

ডাল (মোট আধ কাপ), আধ কাপ ডালিয়া (ভাঙা গম), ৫০০ গ্রাম মাংস (ছোট টুকরো), পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা, কাঁচালঙ্কা, জিরে-ধনে গুঁড়ো, গরম মশলা, ঘি বা সরষের তেল, লবণ স্বাদমতো।

প্রস্তুত প্রণালী-প্রথমে সব ডাল ও ডালিয়া ভালো করে ধুয়ে ৪-৫ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখুন। এরপর প্রেসার কুকারে দিয়ে নরম করে সেদ্ধ করুন। অন্যদিকে কড়াইতে তেল গরম করে পেঁয়াজ সোনালি করে ভেজে নিন। তাতে আদা-রসুন বাটা ও মশলা দিয়ে কষিয়ে মাংস দিন। মাংস থেকে তেল ছেড়ে এলে সেদ্ধ ডালের মিশ্রণ ঢেলে দিন। এবার কম আঁচে ধীরে ধীরে না।তে থাকুন। যত বেশি নাড়বেন, তত মসৃণ ও ঘন হবে হালিম।

পরিবেশন টিপস-উপর থেকে বেরেস্তা, ধনেপাতা কুচি, আদা কুচি ও লেবুর রস ছা।য়ে দিন। গরম গরম পরিবেশন করুন-স্বাদ হবে অতুলনীয়।

লাচ্চা পরোটাঃ ভাঁজে ভাঁজে মুচমুচে সুখ

সকালে বা রাতের ডিনারে লাচ্চা পরোটা যেন এক অপরিহার্য অংশ। এর স্তরযুক্ত গঠন আর খাস্তা স্বাদ যেকোনো মাংসের পদের সঙ্গে দুর্দান্ত মানিয়ে যায়।

উপকরণ- ২ কাপ ময়দা, ১টি ডিম, নুন ও সামান্য চিনি, দুধ (প্রায় ১৩ কাপ), ঘি ও তেল

প্রস্তুত প্রণালী-ময়দার সঙ্গে নুন ও চিনি মিশিয়ে নিন। আলাদা পাত্রে ডিম ও দুধ ফেটিয়ে ময়দার সঙ্গে মেখে নিন। একটু ঘি দিয়ে ভালো করে ময়ান দিয়ে নরম ডো তৈরি করুন। ডোটি আধঘণ্টা ভেজা কাপড়ে ঢেকে রাখুন। এরপর ছোট লেচি কেটে পাতলা রুটি বেলে নিন। রুটির ওপর ঘি মাখিয়ে সামান্য শুকনো ময়দা ছা।য়ে দিন। ছুরি দিয়ে সরু ফালি কেটে দা।রি মতো পাকিয়ে নিন। এরপর গোল করে পেঁচিয়ে আবার কিছুক্ষণ রেখে দিন।

ভাজার পদ্ধতি-তাওয়ায় প্রথমে শুকনোভাবে সেঁকে নিয়ে পরে ঘি দিয়ে ভাজুন। লালচে হলে নামিয়ে হাতে চাপ দিলেই স্তরগুলো খুলে যাবে। রান্না মানেই শুধু খাওয়াদাওয়া নয়, বরং ভালোবাসা ভাগ করে নেওয়া। পরিবারের সবাই মিলে রান্না করা, গল্প করতে করতে খাওয়া-এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলোই উৎসবকে বিশেষ করে তোলে। এই তিনটি পদ-হালিম, লাচ্চা পরোটা ও বিফ ভুনা-আপনার ইদের মেনুকে একেবারে শাহী করে তুলতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এগুলো বানাতে খুব বেশি ঝামেলাও নেই।উৎসবের আসল আনন্দ লুকিয়ে থাকে নিজের মানুষদের সঙ্গে কাটানো সময়ের মধ্যে। সেই আনন্দকে আরও সুস্বাদু করতে ঘরেই বানিয়ে ফেলুন এই লোভনীয় পদগুলি। এই ইদে বাইরে না গিয়ে নিজের রান্নাঘরেই সাজান এক রাজকীয় দস্তরখান। প্রিয়জনদের মুখে হাসি ফোটান, আর

মুদ্রাস্ফীতি ও যুদ্ধের চাপে ভেঙে পড়া ইরানের অর্থনীতি

২২ মার্চ ঃ মুদ্রার অঙ্ক যত বড়ই হোক, তার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করে অর্থনীতির শক্তি। সেই বাস্তবের এক কঠিন উদাহরণ হয়ে উঠেছে ক্রুঞ্জ্বঢ। যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক অস্থিরতার জেরে দেশটির মুদ্রা রিয়ালের মূল্য এমন পর্যায়ে নেমে এসেছে যে ১ কোটি রিয়ালের নোট ছাপাতে বাধ্য হয়েছে সরকার। কিন্তু চমকপ্রদ তথ্য হল-এই ১ কোটি রিয়ালের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় মাত্র প্রায় ৬৫০ টাকা। এই ঘটনা শুধু সংখ্যার অদ্ভুত বৈপরীত্য নয়, বরং একটি অর্থনীতির গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি। বাইরে থেকে শুনতে এক কোটি শব্দটি যতটা বড় মনে হয়, বাস্তবে তা সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন খরচ মেটাতেও অপ্রতুল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

থম্ব কেন এত বড় অঙ্কের নোট?

ইরানের অর্থনীতিতে বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ভয়াবহ মুদ্রাস্ফীতি। বছরের পর বছর ধরে চলা আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, বিশেষ করে তেল রপ্তানির উপর কড়া বিধিনিষেধ, দেশটির আয়ের প্রধান উসকে কার্যত থামিয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে সাম্প্রতিক সংঘাত-বিশেষত ক্রুঞ্জ্বঞ্চড-এর সঙ্গে উত্তেজনা-অর্থনীতিকে আরও দুর্বল করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে বাজারে পণ্যের দাম লাগামছাড়া বেড়ে গেছে, আর সেই তুলনায় রিয়ালের মূল্য দ্রুত কমেছে। ফলাফল? সাধারণ মানুষকে প্রতিদিনের বাজার করতে যেতে হচ্ছে নোটের বান্ডিল নিয়ে। এই সমস্যার সাময়িক সমাধান হিসেবে উচ্চ মূল্যমানের নোট চালু করেছে দেশের কেঃদ্রীয় ব্যাঙ্ক। আন্তর্জাতিক মুদ্রাবাজারের হিসাব অনুযায়ী, ইরানের ১ কোটি রিয়ালের বর্তমান মূল্য ভারতীয় টাকায় প্রায় ৬৫০ টাকা। এই তথ্যই স্পষ্ট করে দেয়-মুদ্রার অঙ্ক যতই বাড়ুক, তার প্রকৃত ক্রয়ক্ষমতা কতটা কমে গেছে।

এক সময় যে মুদ্রা দেশের অর্থনীতির শক্তির প্রতীক ছিল, আজ তা কার্যত মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতি এমন যে, কয়েক লক্ষ বা কয়েক কোটি রিয়াল দিয়েও একটি পরিবারের একদিনের প্রয়োজনীয় রেশন কেনা কঠিন হয়ে উঠছে। সাধারণ মানুষের জীবন কতটা কঠিন? মুদ্রার অবমূল্যায়নের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে সাধারণ মানুষের জীবনে। ইরানে এখন সেই চিত্রই স্পষ্ট। বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া নগদ অর্থ বহন করতে হচ্ছে বিপুল পরিমাণে

সঞ্চয়ের মূল্য প্রায় শূন্যের কোঠায় জীবনযাত্রার খরচ বেড়ে গেছে বহুগুণ একজন সাধারণ নাগরিককে হয়তো কয়েক লাখ বা কয়েক কোটি রিয়াল নিয়ে বাজারে যেতে হচ্ছে, যা বাস্তবে খুব সামান্য জিনিস কিনতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতি মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা ও হতাশা বাড়াচ্ছে। ইরানের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রয়েছে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার। বিশেষ করে ঙ্গটতঞ্চঞ্চ ঙ্কতজ্বতঞ্চ-এর নেতৃত্বে আরোপিত নিষেধাজ্ঞার ফলে দেশটির তেল রপ্তানি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তেলই ছিল ইরানের অর্থনীতির মূল স্তম্ভ। সেই আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার প্রবাহ কমে গেছে। তার উপর যুদ্ধ পরিস্থিতি বিদেশি বিনিয়োগকে প্রায় শূন্যে নামিয়ে এনেছে। ফলে শিল্প, বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থান-সব ক্ষেত্রেই ধস নেমেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, উচ্চ মূল্যমানের নোট চালু করা মূল সমস্যার সমাধান নয়, বরং এটি একটি সাময়িক ব্যবস্থা। এতে মানুষের দৈনন্দিন লেনদেন কিছুটা সহজ হতে পারে, কিন্তু-

মুদ্রাস্ফীতি কমবে না

অর্থনীতির মূল সমস্যা সমাধান হবে না বরং মানুষের আস্থা আরও কমতে পারে

কারণ, যখন একটি দেশের মুদ্রার মান এত দ্রুত পড়ে যায়, তখন মানুষ সেই মুদ্রার উপর বিশ্বাস হারাতে শুরু করে।--

এই পরিস্থিতি থেকে ভারতের মতো দেশগুলির জন্যও শিক্ষা রয়েছে। ভারতে ৫০০ টাকার একটি নোট দিয়ে যেখানে একাধিক প্রয়োজনীয় জিনিস কেনা সম্ভব, সেখানে ইরানে কোটি কোটি রিয়াল দিয়েও একই কাজ করা কঠিন। অর্থাৎ, একটি মুদ্রার শক্তি নির্ভর করে তার ক্রয়ক্ষমতার উপর-সংখ্যার উপর নয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ইরানের অর্থনীতির উন্নতি নির্ভর করছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর-১. মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা ২. আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা শিথিল হওয়া এই দুই শর্ত পূরণ না হলে মুদ্রার মান উন্নত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। অন্যথায়, আরও বড় অঙ্কের নোট চালু করলেও তা কেবল সমস্যার ওপর প্রলেপ দেওয়া হবে, সমাধান নয়। ইরানের ১ কোটি রিয়ালের নোট আসলে একটি সতর্কবার্তা-যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতা কীভাবে একটি দেশের মুদ্রাকে প্রায় মূল্যহীন করে দিতে পারে। সংখ্যা যতই বড় হোক, বাস্তবতা হলো-সেই কোটি রিয়ালের মূল্য আজ মাত্র কয়েকশো টাকা। এই ঘটনাই প্রমাণ করে, শক্তিশালী অর্থনীতি ছাড়া কোনও মুদ্রার অস্তিত্ব টেকসই নয়।

NAME CHANGE

I, Subhas Saha (Old Name) S/o Haripada Saha Residing at 71, Pachkari Sadhukhan Road, Natagarh, District - North 24 Parganas, Pin - 700113, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Subhash Saha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-03-2026. Subhas Saha (Old Name) and Subhash Saha (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sahinda Sinha Das (Old Name) W/o Suvadip Das Residing at 24/A, Ramkrishna Upanibesh, P.o - Regent Estate, District - Kolkata, Pin - 700092, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sahinda Sinha (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-03-2026. Sahinda Sinha Das (Old Name) and Sahinda Sinha (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Malini Sen (Old Name) W/o Rajarshi Mitra Residing at 28B/1, Raja Subodh Chandra Mullick Road, Flat No-8, District - Kolkata, Pin - 700032, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Malini Sen Mitra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-03-2026. Malini Sen (Old Name) and Malini Sen Mitra (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Arijita Das (Old Name) W/o Debasish Rudra Residing at 12/B/1, Ranipark, Belgharia, District - North 24 Parganas, Pin - 700056, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Arijita Das Rudra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-03-2026. Arijita Das (Old Name) and Arijita Das Rudra (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hitesh Tayal (Old Name) S/o Ved Prakash Tayal Residing at 3/1A, Abhoy Guha Road, Bally, District - Howrah, Pin - 711204, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Hitesh Kumar Tayal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-03-2026. Hitesh Tayal (Old Name) and Hitesh Kumar Tayal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Basudev Mondal (Old Name) S/o Nilmoni Mondal Residing at Parmadan, Naldugri, District - North 24 Parganas, Pin - 743297, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Basudeb Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-03-2026. Basudev Mondal (Old Name) and Basudeb Mondal (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Santosh Kumar Bhattacharya (Old Name) S/o Anil Chandra Bhattacharya Residing at Mohanpur, Po - Krishi Viswavidyalaya, District - Nadia, Pin - 741252, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Santosh Kumar Bhattacharjee (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 19-03-2026. Santosh Kumar Bhattacharya (Old Name) and Santosh Kumar Bhattacharjee (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Younnush Sk, Younnush Ali Sk (Old Name) S/o Nurislam Sk Residing at Hatberia, Hatberia Bakhrahat, District - South 24 Parganas, Pin - 743377, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Innus Ali Sk (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-03-2026. Younnush Sk, Younnush Ali Sk (Old Name) and Innus Ali Sk (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Sahanaj Parvin (Old Name) D/o Sk. Sirajuddin Residing at 1, Pemantle Street, P.o - Park Street, P.s - Park Street, District - Kolkata, Pin - 700016, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Afia Shahana (New Name) as declared before the Ld. Metropolitan Magistrate (1st Class) at Kolkata, vide affidavit no 1781 Dated 15-05-2024. Sahanaj Parvin (Old Name) and Afia Shahana (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shaikh Ejaruddin (Old Name) S/o Sk Chand Residing at Vill - Ranisai, P.o - Ranisai, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721446, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Ejaruddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-03-2026. Shaikh Ejaruddin (Old Name) and Sk Ejaruddin (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Shaikh Safiulla (Old Name) S/o Sk Ejaruddin Residing at Vill - Ranisai, P.o - Ranisai, P.s - Ramnagar, District - East Medinipur, Pin - 721446, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Safiulla (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 20-03-2026. Shaikh Safiulla (Old Name) and Sk Safiulla (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mainul Islam (Old Name) S/O–Najrul Islam resident of Singa , Gudhia, Murshidabad, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742302 do hereby declared that I have changed my name from Mainul Islam to Md Mainul Islam and henceforth I shall be known as Md Mainul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/03/2026. My name Md Mainul Islam & Mainul Islam both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Hafijul Sk (Old Name) S/O–Sirajul Islam residing at N0070 , Bagdipara Beldanga Municipality , Murshidabad, West Bengal 742133 do hereby declared that I have changed my name from Hafijul Sk to Sk Hafijul Islam and henceforth I shall be known as Sk Hafijul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 19/03/2026. My name Sk Hafijul Islam & Hafijul Sk both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Giasuddin Mandal (Old Name) S/O–Dukhi Sk residing at Vill & PO-Thanarpara , PS-Thanarpara , Nadia, West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Giasuddin Mandal to Giyasuddin Sk and henceforth I shall be known as Giyasuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 19/03/2026. My name Giyasuddin Sk & Giasuddin Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ripan Mandal (Old Name) S/O–Giyasuddin Sk residing at Vill & PO-Thanarpara , PS-Thanarpara , Nadia, West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Ripan Mandal to Ripan Sk and henceforth I shall be known as Ripan Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 19/03/2026. My name Ripan Sk & Ripan Mandal both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kishan Sharma (Old Name) S/O–Narayan Prasad Sharma residing at Cossimbazar , Hatinagar , Berhampore , Murshidabad, West Bengal 742102 do hereby declared that I have changed my name from Kishan Sharma to Kishan Kumar Sharma and henceforth I shall be known as Kishan Kumar Sharma (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 20/03/2026. My name Kishan Kumar Sharma & Kishan Sharma both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Md Naser (old name) S/o- Abdul Khayer residing at Purba Gram, Salar, Salar, Dist-Murshidabad, Pin-742401 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD NASER to MAHAMMAD NASIR and henceforth I shall be known as MAHAMMAD NASIR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 20/03/2026. MD NASER (old name) and MAHAMMAD NASIR (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Mohammad Habib Mia (old name) S/o- Sabdul Mia residing at Nashtola, Charianantapur, Kaliachak, Dist-Malda, Pin-732201 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD HABIB MIA to MD HABIB MIA and henceforth I shall be known as MD HABIB MIA (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 20/03/2026. MOHAMMAD HABIB MIA (old name) and MD HABIB MIA (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, GOBINDA KITRANIA, S/o Kalipada Kirtania, residing at Vill Kumra, P.O. Kumra Kashipur, P.S. Habra, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from GOBINDA KITRANIA to GOBINDA KIRTANIA and henceforth I shall be known as GOBINDA KIRTANIA in all purpose vide affidavit No. 30/26 sworn before the Notary Public Court at Barasat on 19/3/2026. GOBINDA KIRTANIA and GOBINDA KITRANIA both are same and one identical person

নাম পরিবর্তন

আমি Makid Sekh, SO Majid Sekh গ্রামঃ বর্ধনপাড়া, পোঃ পঞ্চহর, থানাঃ পাইকর, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার প্রকৃত নাম Makid Sekh, SO Majid Sekh, যা আধার এবং ভোটার কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার ছেলে Asraful Shaikh এর পাসপোর্টে বাবার নামের জায়গায় Mokid Shaikh লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ০৩.০২.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Makid Sekh and Mokid Shaikh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Mohan Chowdhury (Old Name) son of Late Shyam Sundar Chowdhury residing at CG-99,Salt Lake,Sector-II,Block-CG,P.O- Sech Bhawan,P.S-Bidhannagar East,Dist-North 24 Parganas,Pin-700091, West Bengal,India., have changed my name and shall henceforth be known as Shree Mohan Chowdhury (New Name) as declared Before the Notary Public at Kolkata, vide an affidavit dated on 19.03.2026.That Mohan Chowdhury (Old Name) and Shree Mohan Chowdhury (New Name) both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, S B Saleh (Old Name) wife of Ismail Saleh Resident of ,12/44,Bed Ford Lane,4 th Floor,P.O & P.S-Park Street,Kolkata- 700016. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Salma Saleh (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20.03.2026.That S B Saleh (Old Name) and Salma Saleh (New Name) is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Ismail Jiwaji Bhai Saleh, Isamil Jiwajibhai Saleh (Old Name) son of Late Jiwaji Rajbhai Saleh Resident of ,12/44,Bed Ford Lane,4 th Floor,P.O & P.S-Park Street,Kolkata-700016. W.B., have changed my name and shall henceforth be known as Ismail Saleh (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 20.03.2026.That Ismail JIwaji Bhai Saleh, Isamil Jiwajibhai Saleh (Old Name) and Ismail Saleh (New Name) is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ATIHAR RAHAMAN BISWAS (Old Name) S/o Late Latif Biswas Residing at Vill. & P.O.-Malidaha, P.S. Bagdah, Dist. North 24 Parganas, Pin-743232 West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as ATIYAR RAHAMAN BISWAS(New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas vide Affidavit Dated 19-03-2026. ATIYAR RAHAMAN BISWAS and ATIHAR RAHAMAN BISWAS both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, RAMJAN ALI MONDAL S/o Lt. ABDUR RAHAMAN MONDAL, Residing at Vill-Bikrampur, P.O.-Panchberia, P.S-Gopalnagar, Dist North 24 Parganas, do hereby solemnly affirm and declare That my correct name and my father's correct name is Ramjan Ali Mondal S/o Abdur Rahaman Mondal. That in my Voter Identity Card (Epic No. CTG1558493) inadvertantly therein my name and my father's name has been written as Ramjan Ali Mondal S/o Abdul Rahaman Mondal, in my Aadhaar Card (Aadhaar No. 4022 0141 5026) inadvertantly therein my name and my father's name has been written as Ramjan Ali Mondal S/o Abdur Rahaman Mandal and in my Pan Card (Pan No. HUAPM 0709R) inadvertantly therein my name and my father's name has been written as Ramjan Ali Mondal S/O Abdur Rahaman Mandal in place of Ramjan Ali Mondal S/O Abdur Rahaman Mondal. I declare that Ramjan Ali Mondal S/O Abdur Rahaman Mondal and Ramjan Ali Mondal S/O Abdul Rahaman Mondal and Ramjan Ali Mondal S/O Abdur Rahaman Mandal and Ramjan Ali Mondal S/O Abdur Rahaman Mandal is one and same identical person having no difference vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, Dist-North 24 Parganas Dated 19.03.26.

NAME CHANGE

I, MANIRUL JAMAN MONDAL S/O RAMJAN ALI MONDAL, Residing at Vill-Bikrampur, P.O.-Panchberia, P.S-Gopalnagar, Dist North 24 Parganas, do hereby solemnly affirm and declare That my correct name and my father's correct name is Manirul Jaman Mondal S/o Ramjan Ali Mondal which has been written in my Pan Card Pan No. HWBPM4055B).In my Voter Identity Card (Epic No.UEC0964890), Aadhaar Card (Aadhaar No. 5213 2354 2217) inadvertantly therein my name and my father's name has been written as Manirul Jaman Mondal S/o Rumjan Ali Mondal and in my Passport (Passport No. N2084095) inadvertantly therein my name and my father's name has been written as Monirul Jamam Mandal S/o Rumjan Mandal. That I declare that Manirul Jaman Mondal S/o Ramjan Ali Mondal and Manirul Jaman Mondal S/o Rumjan Ali Mondal and Monirul Jamam Mandal S/o Rumjan Mandal is one and same identical person having no difference vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, North 24 Parganas dated. 12.03.2026.

NAME CHANGE

I,MD MAFIKUL SK (old name) S/O - SOLEMAN SEKH residing at VILL-GOLIARBAGH PO & PS JIAGANJ DIST - MURSHIDABAD PIN - 742123. West Bengal, do hereby declare that I have changed My nar from MD MAFIKUL SK (old name) to MAFIKUL SK (new name) and henceforth, I shall be Known as MAFIKUL SK (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court on 20/03/2026. MAFIKUL SK (new name)& MD MAFIKUL SK (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BIJOY GOLDER (Old Name) S/O ASHUTOSH GOLDER Residing at VILL - NATUNPALLY, P.S - GOBARDANGA P.O - MASLANDAPUR ,DIST -24 PGS (N) ,PIN-743289. WEST BENGAL, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as BIJAY KRISHNA GOLDER (New Name), as declared before Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barasat Dated 21/12/2024 (Sl. No. - 10479) BIJAY KRISHNA GOLDER (New Name) and BIJOY GOLDER (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, AHH KARIM (Old Name) S/O MOHAR ALI MONDAL Residing at MOYNAGODI, MAYNAGADI, NORTH 24 PARGANAS, PIN:-700125. WEST BENGAL, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as ABDUL KARIM (New Name), as declared before Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Barasat Dated 5/2/26 (Sl. No. - 3789) ABDUL KARIM (New Name) and AHH KARIM (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, BALARAM DEY (Old Name) S/O NARAYAN CHANDRA DE Residing at VILL - KATINA, P.O - MOHAR, P.S - SABANG ,WEST MEDINIPUR. 721161, WEST BENGAL, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as BALARAM DE (New Name), as declared before Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Midnapore Dated 7/03/2026 (Sl. No. - 6703) BALARAM DE (New Name) and BALARAM DEY (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Seetha s (old name) wife of Raj Kumar Baranwal, residing at Vivekananda Pally, Raniganj, Paschim Bardhaman, Pin-713347, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Seetu Baranwal (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 20/03/2026. Seetu Baranwal (New Name) and Seetha s (old name) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Santipriya Saha S/O Kishori Lal Saha R/O- P-107,Lake Town, Block-A,P.O & P.S-Lake Town,Dist-North 24 Parganas,Pin-700089. W.B., shall henceforth be known as Shantipriya Saha (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata at CMM'S Court on 20.03.2026. So, Santipriya Saha (Old Name) and Shantipriya Saha (New Name) is the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Nand Kishore Singh S/O Brahamadeo Singh R/O- 1,DR Radha Gobind Nath Sarani,4 th Floor,FLT-1404,Avani Regency,Kolkata-700033. W.B., shall henceforth be known as Nand Kishor Singh (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public Kolkata at CMM'S Court on 20.03.2026. So, Nand Kishore Singh (Old Name) and Nand Kishor Singh (New Name) is the same and one identical person.

বাংলার বাসন্তী পুজোর ইতিহাস

কৌশিক দাস, ২২ মার্চ ঃ গ্রাম বাংলার বাসন্তী পুজো হলো শারদীয় দুর্গোৎসবের আদি রূপ, যা চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বসন্তের আগমনে প্রকৃতি যখন নবযৌবন লাভ করে, তখনই মর্ত্যে বেজে ওঠে শক্তির আবাহন-বাসন্তী পুজো। বাঙালি তথা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে দুর্গাপূজা বলতেই এখন আমরা 'শারদীয়া' উৎসবকে বুঝি, কিন্তু শাস্ত্র অনুযায়ী আদিতে দেবী দুর্গার আরাধনা হতো বসন্তকালেই। তাই বাসন্তী দেবী মূলত দেবী দুর্গারই আদি রূপ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুযায়ী, রাজা সুরথ মেধা মুনির উপদেশে বসন্তকালে প্রথম এই পুজো শুরু করেন। শারদীয়া পূজা 'অকালবোধন' হলেও, বাসন্তী পূজাই শাস্ত্রীয় মতে দুর্গার আসল পূজার সময়। পুরাণ অনুযায়ী, সমাধি নামক বৈশ্যের সঙ্গে মিলে রাজা সুরথ বসন্তকালে ঋষি মেধসের আশ্রমে দেবী দুর্গার আরাধনা করেন। যা পরে বাসন্তী পুজো নামে প্রসিদ্ধ হয়। দেবী দুর্গার প্রথম পুজারী হিসাবে চণ্ডীতে রাজা সুরথের উল্লেখ রয়েছে। পরে রাবণ বধের উদ্দেশ্যে শ্রীরামচন্দ্র অকালবোধন করেন এবং তখন থেকে দুর্গাপুজো শরৎকালে শুরু হয়। রাজা সুরথকে চিত্রগুপ্তবংশী রাজা (চিত্রগুপ্তের বংশধর) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে দুর্গা সপ্তশতী দেবী মাহাত্ম্য এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে। সুরথ সুশাসক ও যোদ্ধা

হিসেবে বেশ খ্যাত ছিলেন। কোনও যুদ্ধে নাকি তিনি কখনও হারেননি। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্য একদিন তাঁকে আক্রমণ করে এবং সুরথ পরাজিত হন। এই সুযোগে তাঁর সভাসদরাও লুটপাট চালায়। কাছের মানুষের এমন আচরণে স্তম্ভিত হয়ে যান সুরথ। বনে ঘুরতে ঘুরতে তিনি মেধাসাশ্রমে পৌঁছন। ঋষি তাঁকে সেখানেই থাকতে বলেন। কিন্তু রাজা শান্তি পান না। এর মধ্যে একদিন তাঁর সমাধির সঙ্গে দেখা হয়। তিনি জানতে পারেন, সমাধিকেও তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। তবুও তিনি স্ত্রী-ছেলের ভালোমন্দ এখনও ভেবে চলেছেন। তাঁরা দুজনেই তখন ভাবলেন, যাদের কারণে তাদের সব কিছু হারিয়েছে, তাদের ভালো আজও তারা কামনা করছেন। ঋষিকে একথা বলায়, তিনি বলেন সবই মহামায়ার ইচ্ছা। এরপর ঋষি মহামায়ার কাহিনি বর্ণনা করেন। ঋষির উপদেশেই রাজা কঠিন তপস্যা শুরু করেন। পরে মহামায়ার আশীর্বাদ পেতেই বসন্ত কালের শুক্ল পক্ষে রাজা পুজো শুরু করেন। শুরু হয় বাসন্তী পুজো। এই পুজো এখন কয়েকটি বাড়িতেই শুধু হয়। পুরাণ মতে, বাসন্তী দেবী হলেন জগতের আদিশক্তি। তিনি বসন্তের সজীবতা ও সৃষ্টির প্রতীক। শারদীয়া দুর্গাপূজা যেখানে অকালবোধন বা অশুভ শক্তির বিনাশের প্রতীক, সেখানে বাসন্তী পুজো হলো ঋতু পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে জাগতিক সমৃদ্ধি এবং মানসিক শান্তি কামনার উৎসব। দেবী এখানে তাঁর পূর্ণ অলঙ্কারে এবং সৌম্য মূর্তিতে পূজিতা হন। চৈত্র মাসে যখন সূর্য মীন রাশি থেকে মেষ রাশিতে গমন করে, তখন প্রকৃতির এক বিশাল পরিবর্তন ঘটে। জ্যোতিষ মতে, এই সময়টি শক্তির আরাধনার জন্য শ্রেষ্ঠ। বাসন্তী দেবীর পুজো করলে কুণ্ডলীতে অশুভ গ্রহের প্রভাব কমে এবং মন ও শরীরের রোগব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। বিশেষ করে যাঁদের জীবনে মানসিক অস্থিরতা রয়েছে, তাঁদের জন্য এই পুজো অত্যন্ত ফলদায়ক। শাক্ত দর্শনে বাসন্তী দেবী হলেন ব্রহ্মাণ্ডের চালিকা শক্তি। তিনি যেমন অসুরবিনাশিনী, তেমনই তিনি করুণাময়ী জননী। শক্তিবাদ অনুযায়ী, বসন্তকালে এই আরাধনা মানুষের ভেতরের 'তামসিক' প্রবৃত্তি জয় করে 'সাত্ত্বিক' ভাব জাগ্রত করতে সাহায্য করে। বর্তমান যুগে শারদীয়া দুর্গোৎসবের জৌলুস অনেক বেশি হলেও, সাবেকি এবং ঐতিহ্যবাহী বহু পরিবার ও মঠে আজও বাসন্তী পুজো অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পালিত হয়। এই পুজো আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বিনাশ নয় বরং সৃষ্টি এবং স্থিতির জন্যই ঈশ্বরের আরাধনা করা প্রয়োজন। বসন্তের নির্মল বাতাসে দেবীর আগমনী বার্তা মানুষের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। বাঙালির ঘরে ঘরে বাসন্তী পুজো মূলতঃ সাবেকি ঐতিহ্যের বাহক। মনে করা হয়, মধ্যযুগে নদীয়ার রাজবাড়িতে এবং উত্তর ২৪ পরগনার প্রাচীন জনপদগুলোতে বাসন্তী পুজো অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হতো। বিশেষ করে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ এবং নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই পুজোর প্রসারে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। শরৎকালের শারদীয়া পুজো যেহেতু শ্রীরামচন্দ্রের 'অকালবোধন' তাই অনেক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার মনে করতেন চৈত্র মাসের পুজোই হলো বিধিসম্মত এবং শাস্ত্রীয়। এই কারণেই বাংলার বনেদি পরিবারগুলোতে বাসন্তী পুজোর চল বাড়ে। **জাতীয়তাবাদের বিকাশঃ** ১৮শ এবং ১৯শ শতকে ব্রিটিশদের শাসনের বিরুদ্ধে যখন বাঙালির মনে জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধতে শুরু করে, তখন বাসন্তী পুজো হয়ে ওঠে শক্তি আরাধনার অন্যতম মাধ্যম। যেহেতু চৈত্র মাস বাংলার কৃষিভিত্তিক ক্যালেন্ডারে বছরের শেষ চৈত্র সংক্রান্তির আগে, তাই জমিদাররা তাঁদের প্রজাদের একজোট করার জন্য এই সময়টিকে বেছে নিতেন। ব্রিটিশদের চোখ এড়াতে এটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আড়ালে চলত অনেক বিপ্লবী পরিকল্পনা। **শারদীয়া পুজোর প্রাধান্য বৃদ্ধিঃ** মজার বিষয় হলো, ব্রিটিশ শাসনামলেই বাসন্তী পুজোর জৌলুস কমতে শুরু করে এবং শারদীয়া দুর্গোৎসবের আধিপত্য বাড়ে। ব্রিটিশ কোম্পানি শাসনের শুরুর দিকে লর্ড ক্লাইভ বা ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো শাসকরা কলকাতার বড় বড় বাবুদের, যেমন নবকৃষ্ণ দেব শারদীয়া পুজোয় অংশগ্রহণ করতেন। ইংরেজদের এই উৎসাহ এবং বাণিজ্যিক স্বার্থের কারণে শরৎকালের পুজোর জৌলুস ও বাজেট ক্রমে বাড়তে থাকে। অন্যদিকে, চৈত্র মাসের আবহাওয়া অর্থাৎ গরম এবং ম্যালেরিয়া বা বসন্ত রোগের ভয়ের কারণে ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ সাহেবরা চৈত্র মাসের পুজো থেকে কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখতেন। ফলে ধীরে ধীরে বাসন্তী পুজো কেবল বনেদি বাড়ির অন্দরমহলেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। চৈত্র মাস বাঙালির ব্যবসার হালখাতা তৈরির সময়। ব্রিটিশ আমলে কর আদায়ের সুবিধার্থে চৈত্র মাসকে কেন্দ্র করে যে উৎসবগুলো হতো, বাসন্তী পুজো ছিল তার কেন্দ্রীয় শক্তি। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বা মহাজনি প্রথার চাপে পিষ্ট বাঙালি এই সময় মা বাসন্তীর আরাধনার মাধ্যমে 'অশুভ শক্তির বিনাশ' কামনা করত, যা পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ শোষণের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী মানসিকতা গড়ে তুলত।

ব্যবসা এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন অধীর চৌধুরী, দাবি তৃণমূল প্রার্থীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বহরমপুর, ২২ মার্চ ঃ নিজের ব্যবসা এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত রাখতেই ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন অধীর চৌধুরী। মানুষের জন্য কাজ করা তাঁর উদ্দেশ্য নয়, রবিবাসরীয় ভোট প্রচারে বেরিয়ে বহরমপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জি এমনই দাবি করলেন। এর পাশাপাশি বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে পাঁচবারের নির্বাচিত সাংসদ অধীর চৌধুরী এখন 'গোরাবাজারের নেতা' হয়ে গিয়েছেন বলেও নাড়ুগোপাল মুখার্জি আজ দাবি করেন। প্রসঙ্গত, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী সুব্রত মৈত্র জয়ী হলেও তৃণমূল কংগ্রেস দল তৈরী হওয়ার পর প্রথমবার ওই কেন্দ্রে শাসক দলের প্রার্থী হিসেবে নাড়ুগোপাল মুখার্জি দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসেন। বহরমপুরের গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী তৃতীয় স্থানে ছিলেন। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা

নির্বাচনে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস নাড়ুগোপাল মুখার্জি এবং বিজেপি বিদায়ী বিধায়ক সুব্রত মৈত্রকে আবার প্রার্থী করলেও কংগ্রেসের তরফ থেকে এখনও তাদের দলের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়নি। তবে জেলা কংগ্রেস নিশ্চিত করেছে অধীর চৌধুরী বহরমপুর কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রতীকে এবার প্রার্থী হবেন। একদা দেশের লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরীর ১৯৯১ সালে প্রথমবার নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। ১৯৯৬ সালে তিনি দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের প্রতীকে লড়াই করে ওই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হয়েছিলেন। তবে তার তিন বছরের মধ্যে ১৯৯৯ সালে তিনি বহরমপুর কেন্দ্র থেকে তিনি সাংসদ নির্বাচিত হন। ২০২৪ সালে তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের কাছে পরাজয়ের আগে পর্যন্ত অধীর চৌধুরী বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসেরই সাংসদ ছিলেন। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী মনোজ চক্রবর্তী মাত্র ২০.৩৩ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। অন্যদিকে তৃণমূলের প্রতীকে নাড়ুগোপাল মুখার্জি পেয়েছিলেন ৩১.৬২ শতাংশ ভোট। গত বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বহরমপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে ৪৮.৮৭ শতাংশ ধস নেমেছিল। কংগ্রেসের সেই 'ক্ষত' যে আজও মেরামত হয়নি রবিবাসরীয় ভোট প্রচারে বার হয়ে সেটাই দাবি করলেন তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখার্জি। তিনি বলেন, বহরমপুরে আর কংগ্রেসের কোনও সংগঠন নেই। গতবারের তুলনায় কংগ্রেসের কিছু ভোট বাড়তে পারে। তবে বহরমপুর কেন্দ্রে অধীর চৌধুরীর জেতার কোনও সম্ভাবনা নেই। গোরাবাজার এলাকার কিছু 'পকেটে' অধীর চৌধুরীরকে আবেগ থেকে এখনও কিছু মানুষ ভোট দেন। কিন্তু সংগঠন না থাকলে ভোটে জেতা সম্ভব নয়। বহরমপুর কেন্দ্রে কংগ্রেসের কোনও সংগঠনই আর নেই। প্রসঙ্গত, বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের লক্ষ্যে অধীর চৌধুরী সম্প্রতি গোরাবাজার এলাকায় নিজের 'পয়া' 'চৌধুরী ভিলা'য় এখন বেশ কিছুটা সময় কাটাচ্ছেন। নিয়মিত সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। নাড়ুগোপাল মুখার্জির দাবি অধীর চৌধুরী এখন 'গোরাবাজার এলাকার নেতা' হয়ে গিয়েছেন। বহরমপুর পুরসভার বাকি ওয়ার্ড এবং বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত দৌলতাবাদ, গুরুদাসপুর, হাতিনগর, ভাকুড়ি সহ অন্যান্য অংশে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে তিনিই এগিয়ে রয়েছেন। তৃণমূল প্রার্থী বলেন, বিজেপির হয়ে যারা নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করছেন তারাও তৃণমূলের কাছ থেকে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন। রাজ্যে যখন তৃণমূল কংগ্রেসই আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবে, তাহলে মানুষ কেন বিজেপিকে ভোট দিতে যাবে। অধীর চৌধুরীর নাম এআইসিসি-র তরফ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে তাদের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা না হলেও তিনিই যে ওই কেন্দ্রে ফের একবার দাঁড়াবেন সেই সম্পর্কে মোটামুটি নিশ্চিত তৃণমূল প্রার্থী নাড়ুগোপাল মুখার্জি। তিনি বলেন, পাঁচবারের কংগ্রেস সাংসদ, দেশের লোকসভার প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা এখন বহরমপুর বিধানসভা কেন্দ্রে লড়ছেন। এটি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উন্নতি না অবনতি সেই নিয়ে আমি কোনও মন্তব্য করব না। বহু চেষ্টার পরও বিজেপি বা কংগ্রেস তাঁকে রাজ্যসভায় মনোনয়ন দেয়নি। এই রাজ্যে কংগ্রেস বা সিপিএম এখন আর প্রাসঙ্গিক নয়। অধীরবাবু ভোটে লড়তে রাজি হয়েছেন কারণ তাঁর রাজনৈতিক খিদে রয়েছে এবং নিজের ব্যবসা ও নিরাপত্তা তাঁকে সুনিশ্চিত রাখতে হবে। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অধীর চৌধুরী পরাজিত হলেও তিনি এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন। নাড়ুগোপাল মুখার্জি বলেন, বহরমপুরের মানুষ খুব ভালো করে জানে অধীর চৌধুরী নিজের ব্যবসা ঠিক রাখার জন্য এবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়ছেন। অন্যদিকে বিজেপি হিন্দুত্বের লড়াই লড়ছে। আর তৃণমূল কংগ্রেস গোটা রাজ্য জুড়ে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য লড়াই করছে। বহরমপুর কেন্দ্রে এবার তাঁর লড়াই যে বিজেপি প্রার্থীর সঙ্গেই হবে তার ঠারেঠোরে স্বীকার করে নিয়েছেন নাড়ুগোপাল মুখার্জি। তিনি বলেন, পবিত্র ঈদের জন্য শনিবার এবং রবিবার আমরা বহরমপুর শহর এবং সংলগ্ন এলাকায় ভোট প্রচার চালাচ্ছি। সোমবার থেকেই বহরমপুর বিধানসভার অন্তর্গত গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপকভাবে প্রচার শুরু করা হবে। ২১-এর নির্বাচনের মত ২৬-এর নির্বাচনেও বহরমপুর কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী তৃতীয় স্থানে থাকবে।

আয়ের নয়া দিশা! পতাকার 'বাতা' ঘিরে বাড়ছে ব্যবসা, অর্ডার সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন বিক্রেতারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে। প্রায় সব বড় রাজনৈতিক দলই প্রার্থী ঘোষণা করে ফেলেছে। সেই সঙ্গে জোরকদমে শুরু হয়েছে নির্বাচনী প্রস্তুতি। শহরের অলিগলি থেকে বড় রাস্তা- সব জায়গাতেই এখন প্রচারের রঙ, দেওয়াল লিখন, মাইকিং আর পতাকার দখল। এরই মধ্যে শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় চোখে পড়ছে এক অন্য ব্যস্ততা, দলীয় পতাকা লাগানোর জন্য বাঁশের 'বাতা' তৈরির হিড়িক। নির্বাচন মানেই পতাকা আর পতাকা মানেই বাঁশের বাতা। প্রতি নির্বাচনের মতো এবারও এই ছোট্ট উপকরণকে ঘিরেই চাঙ্গা হয়ে উঠেছে স্থানীয় বাজার। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট ছোট কারখানা বা বাড়ির উঠোনে বসেই তৈরি হচ্ছে এই বাতা। কোথাও দু'জন, কোথাও আবার তিনজন শ্রমিক নিয়ে চলছে কাজ। সকাল থেকে সন্ধ্যা, অবিরাম কাটাকুটি, মাপজোক আর বাঁধাইয়ের মধ্যেই তাঁদের দিন কাটছে। বিক্রেতাদের মতে, গতবারের তুলনায় এবার কিছুটা দাম বেড়েছে। গত নির্বাচনে যেখানে একটি বাতা ৪ টাকায় বিক্রি হত, এবার তা বেড়ে ৫ টাকায় দাঁড়িয়েছে। এক বান্ডিলে থাকছে ১০০ টি বাতা, যার দাম রাখা হচ্ছে ৫০০ টাকা। তবে বড় অর্ডার বা দরদাম হলে কিছুটা ছাড়ও দিচ্ছেন বিক্রেতারা। ইতিমধ্যেই অনেকের ২ থেকে ৩ হাজার পর্যন্ত বাতা বিক্রি হয়ে গেছে বলে জানা গেছে। পাশাপাশি পাহাড় থেকেও অর্ডার আসছে। এক বিক্রেতা বলেন, নির্বাচন এলেই আমাদের কাজ বেড়ে যায়। এবার দাম একটু বাড়াতে হয়েছে, কারণ কাঁচামালের খরচ বেড়েছে। তবে বিক্রি ভালই হচ্ছে, এখনও অনেক দিন বাকি। আরও বাড়বে বলে আশা করছি। অন্যদিকে এক মহিলা ব্যবসায়ীর কথায়, আমরা বাড়ি বসে এই কাজ করি। স্বামী-স্ত্রী মিলে বানাই। দিনে যত বেশি বানাতে পারি, তত বেশি লাভ। এবারে ভালই অর্ডার আসছে,

বড় বড় দলগুলো একসঙ্গে অনেক নিচ্ছে। আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পরেই কাজের চাপ বেড়েছে। এখন প্রতিদিন কয়েকশো করে তৈরি করছি। পাইকারি নিলে একটু কম দামে দিচ্ছি, তাই ক্রেতারও সুবিধা হচ্ছে। সব মিলিয়ে, রাজনৈতিক উত্তাপের মধ্যেই শিলিগুড়িতে জমে উঠেছে বাঁশের বাতা ব্যবসা। বড় বড় মঞ্চের আড়ালে এই ছোট্ট শিল্পই হয়ে উঠেছে বহু মানুষের রুজির পথ। ভোট যত এগোবে, ততই বাড়বে চাহিদা- এমনটাই আশায় বুক বাঁধছেন এই পরিশ্রমী বিক্রেতারা।

শিলিগুড়িতে জমজমাট প্রচার! ব্যাট, বল নিয়ে মাঠে নেমেই প্রচার সারলেন সিপিআইএম, তৃণমূল প্রার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ ঃ বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে ইতিমধ্যেই উত্তপ্ত রাজ্য রাজনীতি। প্রার্থী ঘোষণা থেকে শুরু করে

দেওয়াল লিখন-সব মিলিয়ে শহর জুড়ে এখন নির্বাচনী আবহ তুঙ্গে। আর সেই আবহেই রবিবার সকালে শিলিগুড়িতে দেখা গেল এক ভিন্ন ছবি। প্রচারের ফাঁকে খেলার মাঠে ব্যাট হাতে নেমে পড়লেন দুই প্রার্থী, যা মুহূর্তে নজর কেড়েছে স্থানীয়দের। রবিবার সকালেই ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাঘাযতীন কলোনির পার্বতী ঘাটে এক অভিনব দৃশ্য ধরা পড়ে। বিট্টু রায়ের উদ্যোগে আয়োজিত রয়েস ক্রিকেট লিগে অংশ নিচ্ছিল এলাকার পড়ুয়ারা। ঠিক সেই সময় প্রচারে এসে উপস্থিত হন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা মেয়র গৌতম দেব। শিশুদের উৎসাহ দিতে গিয়ে নিজেই ব্যাট হাতে নেমে পড়েন তিনি। শুধু উপস্থিতিই নয়, মাঠে নেমে কয়েকটি শট খেলতেও দেখা যায় তাঁকে, যা ঘিরে তৈরি হয় উৎসবের আবহ। অন্যদিকে সূর্যনগর মাঠেও ধরা পড়ে একইরকম চিত্র। সেখানে প্রতিদিনের মতোই ক্রিকেট খেলায় মগ্ন ছিল একদল যুবক। সেই সময়ই ভোট প্রচারে সেখানে পৌঁছান সিপিএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী। যুবকদের অনুরোধে তিনিও আর নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেননি। ব্যাট হাতে তুলে নিয়ে খেলায় যোগ দেন তিনিও, আর মুহূর্তেই প্রচারের পরিবেশ হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত। খেলার এই মুহূর্তগুলির পর অবশ্য দুই প্রার্থীই ফিরে যান নিজেদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে। গৌতম দেবকে দেখা যায় ৬ নম্বর ওয়ার্ডে দেওয়াল লিখন ও প্রচারে ব্যস্ত থাকতে। অন্যদিকে শরদিন্দু চক্রবর্তী ২৪ নম্বর ওয়ার্ডে নির্বাচন কার্যালয় উদ্বোধন থেকে শুরু করে একাধিক প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন। দিনভর শহরের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে তাঁদের ঠাসা কর্মসূচি। রবিবারের প্রচার যে সবসময়ই আলাদা মাত্রা এনে দেয়, এদিন তারই প্রমাণ মিলল শিলিগুড়িতে। রাজনৈতিক লড়াইয়ের মাঝেও খেলাধুলার মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে সহজে মিশে যাওয়ার এই ছবি ভোটের আবহে এক অন্য বার্তা দিয়েছে বলেই মনে করছেন অনেকেই।

ভোটের মাঝে 'টক টু মেয়র' ঘিরে বিতর্ক, নির্বাচন কমিশনের কড়া নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ ঃ শিলিগুড়িতে নির্বাচনী আবহের মধ্যেই নতুন করে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়াল 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। নির্বাচনি বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে মেয়র গৌতম দেবের এই নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত অনুষ্ঠান আপাতত বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে জেলা নির্বাচন দফতর। জানা গেছে, বিরোধী শিবিরের পক্ষ থেকে অভিযোগ জমা পড়ার পরই বিষয়টি খতিয়ে দেখে নির্বাচন কমিশন। এরপরই জেলা নির্বাচনি আধিকারিকের তরফে নির্দেশ জারি করে জানানো হয়, ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন এই ধরনের অনুষ্ঠান বন্ধ রাখতে হবে। তবে এই সিদ্ধান্তে সরব হয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি নির্বাচন কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত ভাবে জানতে চেয়েছেন, কোন নির্দিষ্ট কারণে তাঁর অনুষ্ঠান বন্ধ করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রয়োজনে এই বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরবেন। শনিবার নির্ধারিত সূচি মেনেই 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠান করা হয় পুরনিগমে। সেখানে উপস্থিত আধিকারিকদের সামনেই পুর নিগমের কমিশনার অশ্বিনী রায় জানান, নির্বাচন দফতরের তরফে এই অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ এসেছে। এমনকি অনুষ্ঠানের মঞ্চে থাকা মুখ্যমন্ত্রীর ছবিও সরানোর কথা বলা হয়েছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর ছবি সরানো হলেও অনুষ্ঠান বন্ধ করতে নারাজ মেয়র। তাঁর এই অবস্থানের জেরে শাসক-বিরোধী তরজাও তুঙ্গে উঠেছে। ভোটের মুখে প্রশাসনিক নির্দেশ ও রাজনৈতিক অবস্থান-দুইয়ের টানাপোড়েনে শিলিগুড়ির রাজনীতি এখন সরগরম।

পুনে-গাজিপুর সিটি-হাদাপসার গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনের চলাচল

গোরখপুর, ২২ মার্চ ঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের সুবিধার্থে, রেল প্রশাসন ০১৪৩১ /০১৪৩২ পুনে-গাজিপুর সিটি-হাদাপসার গ্রীষ্মকালীন দ্বি-সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি মোট ০৪টি ট্রিপের জন্য পরিচালনা করবে, যার বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো। এই ট্রেনটি ১৭ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল, ২০২৬-এর মধ্যে প্রতি শুক্র ও মঙ্গলবার পুনে থেকে এবং ১৯ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল, ২০২৬-এর মধ্যে প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবার গাজিপুর সিটি থেকে চলাচল করবে। ট্রেন নং ০১৪৩১ পুনে-গাজিপুর সিটি গ্রীষ্মকালীন দ্বি-সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ১৭ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল, ২০২৬-এর মধ্যে প্রতি শুক্র ও মঙ্গলবার পুনে থেকে সকাল ০৬.৪০ ঘটিকায় ছেড়ে যাবে। এটি ০৮.১২ ঘটিকায় দৌন্দ কর্ড লাইন হয়ে, এরপর ০৯.৩২ ঘটিকায় অহিল্যানগর (আহমেদনগর), ১১.১৭ ঘটিকায় কোপারগাঁও, ১৩.১৫ ঘটিকায় মনমাদ, ১৫.২৫ ঘটিকায় জলগাঁও, ১৬.০০ ঘটিকায় ভুসাওয়াল, ১৯.০০ ঘটিকায় খান্ডোয়া, ২১.১০ ঘটিকায় ইটারসি, ২২.১২ ঘটিকায় পিপারিয়া এবং ২৩.০৭ ঘটিকায় নরসিংহপুর পৌঁছাবে। যাত্রার দ্বিতীয় দিনে, এটি ০০.৪৫ ঘটিকায় মদন মহল, ০২.৫৫ ঘটিকায় কাটনি, ০৪.১২ ঘটিকায় মাইহার, ০৬.০৫ ঘটিকায় সাতনা, ০৮.০৫ ঘটিকায় মানিকপুর, ১০.৫০ ঘটিকায় প্রয়াগরাজ ছেওকি, ১৫.৪০ ঘটিকায় বারাণসী জং., ১৭.০০ ঘটিকায় জৌনপুর এবং ১৭.৫৫ ঘটিকায় ওঁরিহার থেকে ছেড়ে যাবে এবং অবশেষে ১৯.০৫ ঘটিকায় গাজিপুর সিটি স্টেশনে পৌঁছাবে। প্রত্যাবর্তন যাত্রার জন্য, ট্রেন নং ০১৪৩২ গাজিপুর সিটি-হাদাপসার গ্রীষ্মকালীন দ্বি-সাপ্তাহিক বিশেষ ট্রেনটি ১৯ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ পর্যন্ত চলাচল করবে। প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার ভোর ০৪.২০ ঘটিকায় গাজিপুর সিটি থেকে ছেড়ে, ট্রেনটি ০৫.১৫ ঘটিকায় ওঁরিহার, ০৭.০৫ ঘটিকায় জৌনপুর, ০৮.৩০ ঘটিকায় বারাণসী জংশন, ১৩.০০ ঘটিকায় প্রয়াগরাজ ছেওকি, ১৬.২৭ ঘটিকায় মানিকপুর, ১৭.৩৫ ঘটিকায় সাতনা, ১৮.০০ ঘটিকায় মাইহার, ১৮.৫৫ ঘটিকায় কাটনি, ২১.১৫ ঘটিকায় মদন মহল এবং ২১৪৫ ঘটিকায় নরসিংহপুর হয়ে অগ্রসর হবে। দ্বিতীয় দিনে, এটি ০০.১০ ঘটিকায় পিপারিয়া, ০২.০০ ঘটিকায় ইটারসি, ০৪.৩৮ ঘটিকায় খান্ডওয়া, ০৬.২৫ ঘটিকায় ভুসাওয়াল, ০৬.৫২ ঘটিকায় জলগাঁও, ০৯.০৫ ঘটিকায় মনমাড, ০৯.৪৭ ঘটিকায় কোপারগাঁও, ১২.০০ ঘটিকায় অহিল্যানগর (আহমেদনগর) এবং ১৫.১২ ঘটিকায় দৌন্দ কর্ড লাইন থেকে ছেড়ে, অবশেষে ১৬.২০ ঘটিকায় হাদাপসারে পৌঁছাবে। এই ট্রেনটিতে মোট ১৮টি কোচ থাকবে, যার মধ্যে ০৬টি স্লিপার ক্লাস কোচ, ০১টি এসি ২-টায়ার কোচ, ০৫টি এসি ৩-টায়ার কোচ, ০৪টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ এবং ০২টি SLRD কোচ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

শিলাবৃষ্টিতে লণ্ডভণ্ড কাটোয়া! বোরো চাষে প্রচুর ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ২২ মার্চ ঃ এক দিনের শিলাবৃষ্টিতে কার্যত লণ্ডভণ্ড কাটোয়ার বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। জলের তলায় ডুবে রয়েছে বিঘার পর বিঘা পেঁয়াজ ও রসুনের ক্ষেত, বোরো ধানের ক্ষতি হয়েছে লাগামছাড়া! হঠাৎ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন এলাকার চাষিরা। কাটোয়া ১ ও কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের একাধিক গ্রামের চাষের জমিতে

কোমর সমান জল। খড়ি নদীর জলস্তর আচমকা বেড়ে যাওয়ায় আশপাশের জমি প্লাবিত হয়েছে। তার উপর শিলাবৃষ্টির ধাক্কায় ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়েছে। এক চাষি বলেন, হঠাৎ বৃষ্টিপাতে আমাদের চরম ক্ষতি হয়েছে। জলের তলায় সব জমি। কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না। কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকের করজগ্রাম অঞ্চলের বাঁধমুড়ো এবং সুদপুরের টিকরখাঁজি এলাকায় পেঁয়াজের জমি সম্পূর্ণ জলের নীচে। অন্যদিকে কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের পলসোনা অঞ্চলের কোয়ারাডাঙা, শিলা-সহ একাধিক গ্রামে চাষিরা বাধ্য হয়ে জমিতে নৌকা নামিয়ে পেঁয়াজ তুলছেন। কোথাও আবার বড় গামলা ভাসিয়ে যা বাঁচানো সম্ভব, তা তোলার চেষ্টা চলছে। এক চাষি বলেন, আমি লোন নিয়ে চাষ করেছিলাম। আমার বিশাল ক্ষতি হল! এখন যে কী করব, বুঝে উঠতে পারছি না। শুধু পেঁয়াজ-রসুনই নয়, ব্যাপক ক্ষতির মুখে বোরো ধানও। আলমপুর, গোয়াই, কড়ুই, গীধঁগ্রাম-সহ একাধিক অঞ্চলে ধানের জমি শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চাষিদের দাবি, সবে ধানের থোঁড় বেরোতে শুরু করেছিল। এই সময় শিলাবৃষ্টিতে ধানের শীষ ভেঙে গেছে, ফলে ফলনের আশা প্রায় শেষ। সব মিলিয়ে এক দিনের দুর্যোগেই কাটোয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষির চিত্র ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

গৌরীপুরে নতুন আরওবি - যানজট সমস্যা দূর করতে এবং সুরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে সাহায্য করবে

মালিগাঁও, ২২ মার্চ ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনস্থ গৌরীপুরে লেভেল ক্রসিং গেট নং. সিএ-২৬

-এর পরিবর্তে একটি 'রোড ওভার ব্রিজ' (আরওবি)-এর নির্মাণকাজ সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যা এই অঞ্চলে রেল ও সড়ক পরিবকাঠামোর উন্নয়নে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ সংস্থা)-এর দ্বারা নির্মাণ করা এই প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। আরওবিটি গৌরীপুর ও আলমগঞ্জ স্টেশনের মধ্যে ১৬২ / ৫-৬ কিলোমিটারে নির্মাণ করা হয়েছে। এই কাঠামোটি মোট দৈর্ঘ্য ৯৪০ মিটার, এবং এটি ১.৪০-এর সর্বোচ্চ ঢালবিশিষ্ট করে ডিজাইন করা হয়েছে। নেশন্যাল হাইওয়ে স্ট্যানডার্ড অনুসারে নির্মিত এই ব্রিজটিতে ১০.৫০ মিটার প্রশস্ত একটি তিনটি লেনের যানচলাচল পথ রয়েছে, যা যানবাহনের সুগম ও দক্ষ চলাচল নিশ্চিত করে। এই কাঠামোর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর ৬২-মিটার দৈর্ঘ্যের 'বো- স্ট্রিং গার্ডার' মূল স্প্যান, যা বলিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারিং ও আধুনিক নির্মাণশৈলীর প্রতিফলন ঘটায়। এই আরওবি ব্যস্ত লেভেল ক্রসিং গেট নং. সিও-২৬-এর স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে, যার ট্রেন ভেহিকল ইউনিট (টিভিইউ)-এর পরিমাণ ৬৯,৮৪০ ছিল, এর দ্বারা বোঝা যায় যে, এটি রেল ও সড়ক উভয় প্রকার যান চলাচলের প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিল। এই স্থানটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি গৌরীপুর ও ধুবড়ির মতো প্রধান শহরগুলিকে সংযুক্তকারী একটি স্টেট হাইওয়েতে অবস্থিত, ফলে আঞ্চলিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এটি একটি অপরিহার্য সংযোগসূত্র হিসেবে কাজ করে। এই আরওবি-এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন হওয়ার ফলে, বার-বার গেট বন্ধ থাকার জন্য সৃষ্ট বিলম্ব সম্পূর্ণরূপে দূর হয়েছে, যার ফলে যানবাহন ও পথচারীদের বাধাহীন ও সুরক্ষিত চলাচল নিশ্চিত হয়েছে। এই ব্রিজটি দুর্ঘটনার সম্ভবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে, ভ্রমণের সময় এবং জ্বালানি খরচ কমিয়ে আনবে। এছাড়াও, এটি স্থানীয় বাণিজ্যকে প্রোসাহিত করবে, যাতায়াত সুবিধা উন্নত করবে এবং এই অঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বদা পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং যাত্রী ও সড়ক ব্যবহারকারী - উভয়েরই সুরক্ষা ও সুবিধা বৃদ্ধি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

বিশ্ব জল দিবস পালন বিশ্বভারতীতে

দেবর্ষি মজুমদার, বোলপুর, ২২ মার্চ ঃ রবিবার, ২২ মার্চ বিশ্ব জল দিবস পালিত হল বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের ভুবনডাঙ্গা বাঁধ এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ, বিনয় কুমার সোরেণ প্রমুখ। জানা গেছে, বিশ্বভারতী এলাকায় মোট বারোটি জলাধার আছে। তার মধ্যে পাঁচটি জলাধার পরিষ্কার করা হয়েছে। যার জন্য মোট ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ জানান, এপ্রিল মাসে রূর্কি থেকে একটি বিশেষজ্ঞ দল আসবেন। যাদেরকে নিয়ে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় প্রশাসন মিলে ১০ বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা করে তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটানো হবে। তিনি বলেন জলসঙ্কটে ভারতের অবস্থা খুব খারাপ। পরিসংখ্যানগতভাবে শুধুমাত্র পাকিস্তানের থেকে একটু ভালো। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ এই জল সংরক্ষণের ব্যাপারে ভারত থেকে অনেকটাই এগিয়ে। যদি এখনই সচেতন না হওয়া যায় তাহলে আগামী ২০ বছরে ভারতকে তীব্র জনসংকটের মুখে পড়তে হবে। বিশ্বভারতীতে বর্তমান জলাধারগুলির পাশে গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন মানুষের আবাসস্থল। সেগুলি একরকম জবর দখল করা আছে। সেখান থেকে মানুষ জন এবং বিভিন্ন হোটেল থেকে বর্জ্য পদার্থ এই জলাধারগুলিতে মিশে যাচ্ছে। এর ফলে জলের মধ্যে দূষণ মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও বোলপুর শহরের পৌরসভার প্রণালী গুলি এই জলাধারে সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। এ ব্যাপারে অবশ্য পুরসভা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা হয়েছে এবং তারা এর সমাধান করবে বলে জানা গেছে। উপাচার্য বলেন, বিজ্ঞান এখন অনেক উন্নত। কিছু ন্যানো মাইক্রোবস আছে , যা জলের দূষণ প্রতিরোধ করে। সেই সমস্ত মাইক্রোবস জলাধার গুলিতে

স্প্রে করা হবে। তার ফলে দূষণের মাত্রা অনেকটাই কমানো যাবে, বলে তিনি মনে করেন। এছাড়াও আধুনিক পদ্ধতিতে জল সংরক্ষণ প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন। উত্তর-পূর্ব ভারতে যেভাবে বাড়ির ছাদে জল সংরক্ষণ করা হয় সেভাবেই বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করার আশু প্রয়োজন, বলে তিনি জানান। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের আর্থ সামিটে এই দিবস পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে ১৯৯৩ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব জল দিবস পালন শুরু করে।

ফাঁসিদেওয়ায় তৃণমূলের প্রার্থী বদলের দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২২ মার্চ ঃ তৃণমূলের প্রার্থী বদলের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন দলের কর্মী ও সমর্থকদের একাংশ। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়ায় তৃণমূলের প্রার্থী বদলের দাবিতে বিধাননগরের ডাঙ্গপাড়ায় পথ অবরোধ করেন তৃণমূলের কিছু কর্মী ও সমর্থক। পাশাপাশি চা শ্রমিকদের একাংশও এই বিক্ষোভ কর্মসূচি ও পথ অবরোধ করায় সামিল হন। এ বার এই আসনে রিনা টোপ্পো এক্কাকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। কিন্তু তাঁকে প্রার্থী হিসেবে পছন্দ নয় তৃণমূলের এই কর্মী ও সমর্থক এবং চা বাগানের শ্রমিকদের। তাঁরা রোমা রেশমি এক্কাকে প্রার্থী করার দাবিতে এ দিন পথ অবরোধ করেন।

ব্রাইটনের মাঠে আবার হারল লিভারপুল

লন্ডন, ২২ মার্চ (হি.স.)ঃইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে শনিবার রাতে দারুণ লড়াই করেও শেষ পর্যন্ত হতাশা নিয়েই মাঠ ছাড়তে হল লিভারপুলকে, প্রতিপক্ষ ব্রাইটনের কাছে হেরে।ড্যানি ওয়েলবেকের জোড়া গোলে ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওন ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে শিরোপাধারী লিভারপুলকে। গত মরসুমে এই মাঠেই হেরেছিল অল রেডরা। ফলে টানা তিন ম্যাচে জয়হীন রইল লিভারপুল।তিন ম্যাচের মধ্যে তারা দুই ম্যাচ হেরেছে ও এক ম্যাচ ড্র করেছে। এই পরাজয়ে ৩১ ম্যাচে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে রয়েছে লিভারপুল। আর তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট বেশি নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে অ্যাস্টন ভিলা একটি ম্যাচ কম খেলে। অন্যদিকে, সমান ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে অষ্টম স্থানে উঠে এসেছে ব্রাইটন।

তোরিনোকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ব্যবধান কমালো এসি মিলান

মিলান, ২২ মার্চ (হি.স.)ঃ শনিবার এসি মিলান দ্বিতীয়ার্ধে খেলার মোড় ঘুরিয়ে. তোরিনোর বিপক্ষে ৩-২ গোলের দুর্দান্ত জয় তুলে নিয়েছে এবং সিরি আ লিডার ইন্টার মিলানের সঙ্গে ব্যবধান কমিয়ে ছয় পয়েন্টে নিয়ে এসেছে। মন্থর প্রথমার্ধের পর, মিলান পরপর দুই মিনিটে দুটি গোল করে তোরিনোর বিপক্ষে জয় নিশ্চিত করে। মিলান দ্বিতীয় স্থানে ফিরে এসেছে, নাপোলির চেয়ে এক পয়েন্ট এগিয়ে থেকে। নাপোলি শুক্রবার ক্যাগলিয়ারির মাঠে ১-০ গোলে জিতেছে। রবিবার ইন্টার ফিওরেন্তিনার মাঠে খেলতে যাবে। এদিকে হুপিং কাশির প্রাদুর্ভাব সত্ত্বেও শনিবার সাসুওলো জুভেন্টাসের সাথে ১-১ গোলে ড্র করেছে। সাসুওলো শুক্রবার জানিয়েছে যে, তারা লিগের নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে অবহিত করেছে যে তাদের দলের একজন সদস্য হুপিং কাশিতে আক্রান্ত হয়েছেন এবং এই রোগের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপসর্গ দেখা দেওয়ায় দলের আরও পাঁচজন সদস্য আইসোলেশনে রয়েছেন। শনিবার ১৪ মিনিটে কেনান ইলদিজ জুভেঃটাসকে এগিয়ে. দিলেও, দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই আন্দেয়া. পিনামন্তি গোল করে সমতা ফেরান। এই ড্রয়ের পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ স্থানটির জন্য তীব্র লড়াইয়ে জুভেন্টাস পঞ্চম স্থানেই রইল।

লিগ ওয়ানে আবারও শীর্ষে উঠে এল পিএসজি

প্যারিস, ২২ মার্চ (হি.স.)ঃ লিগ ওয়ানে আবারও শীর্ষে উঠে গেল পিএসজি। শনিবার (২১ মার্চ) রাতে নিসের মাঠে দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়ে ৪-০ গোলের বড় জয় পেল নিসের বিরুদ্ধে। ম্যাচে এক গোল ও এক অ্যাসিস্ট করে জয়ের নায়ক হলেন নুনো মেন্দেস। বাকি গোল দিতে করেন ফের্নান্দেজ ও ওয়ারেন জাইরে-এমেরি। এই জয়ে ২৬ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠেছে পিএসজি এবং শিরোপা দৌড়ে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল তারা। এক ম্যাচ কম খেলেও তারা দ্বিতীয় স্থানে থাকা লেন্সের চেয়ে ১ পয়েন্ট এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে ২৭ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে অবনমন অঞ্চলের মাত্র পাঁচ পয়েন্ট ওপরে নিস।

আইপিএলের আগেই চোটের থাবা! 'মিনি হাসপাতাল' কেকেআর

২২ মার্চ ঃ আইপিএল শুরুর আগেই একের পর এক চোট যেন দলগুলোর মাথাব্যথার বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে নাইট রাইটস শিবিরে পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে অনেকেই মজা করে একে মিনি হাসপাতাল বলছেন। তবে শুধু কেকেআর নয়, প্রায় সব দলই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়দের চোট সমস্যায় ভুগছে। ফলে টুর্নামেন্ট শুরুর আগেই তৈরি হয়ে গেছে এক অদ্ভুত চোট-একাদশ। কেকেআরের সবচেয়ে.বড় ধাক্কা এসেছে আকাশ দ্বীপ-এর চোটে। রঞ্জি ট্রফির শেষ ম্যাচে চোট পাওয়ার পর তিনি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে রিহ্যাব করছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে রিহ্যাবের শেষ দিনেই আবার চোট পান তিনি। ফলে পুরো আইপিএল থেকেই ছিটকে গেলেন এই বাঙালি পেসার।

আরেক বড় অনিশ্চয়তা ছিল হরিশ রানা-কে নিয়ে। বিশ্বকাপের আগে প্রস্তুতি ম্যাচে চোট পেয়ে. তিনি দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে। এখনও পুরোপুরি ফিট নন, তাই এবারের আইপিএলেও তাকে দেখা যাবে না। তবে কিছুটা স্বস্তির খবর Matheesha Pathirana-কে নিয়ে। শ্রীলঙ্কার এই তারকা পেসার চোট পেলেও পুরো টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাননি। যদিও শুরুতে তাকে পাওয়া যাবে না, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে কেকেআরের জার্সিতে দেখা যেতে পারে তাকে।সানরাইজার্স হায়দরাবাদ-এর অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। দলের অধিনায়ক প্যাড কামিনস এখনও পুরোপুরি ফিট নন। প্রথম চার-পাঁচটি ম্যাচে তাকে পাওয়া যাবে না। এই পরিস্থিতিতে দলের নেতৃত্ব সামলাবেন ঈসান কিষান পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়ান অলরাউন্ডার Jack Edwards পায়ের চোটের

কারণে পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেছেন।

Delhi Capitals শিবিরেও দুশ্চিন্তার কারণ Mitchell Starc তিনি কবে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন, তা এখনও নিশ্চিত নয়৷ ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া.তার ওয়ার্কলোড নিয়ন্ত্রণে রাখছে, ফলে তার অংশগ্রহণ নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।Rajasthan Royals বড় ধাক্কা খেয়েছে Sam Curran-এর চোটে। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে কুঁচকির চোট পাওয়ার পর তিনি আর সেরে উঠতে পারেননি। ফলে পুরো আইপিএল থেকেই ছিটকে গেছেন এই গুরুত্বপূর্ণ অলরাউন্ডার।Royal Challengers Bangalore-এর জন্য বড় প্রশ্ন Josh Hazlewood-এর ফিটনেস। গত কয়েক মাস ধরেই চোট সমস্যায় ভুগছেন তিনি। অ্যাশেজ এবং বিশ্বকাপ-দুটো বড় টুর্নামেন্টই মিস করেছেন। আইপিএলেও কবে নামবেন, তা এখনও পরিষ্কার নয়।

চেন্নাই সুপার কিংস এরও অবস্থা ভালো নয়। Nathan Ellis হ্যামস্ট্রিং চোটে পুরো টুর্নামেন্ট থেকেই ছিটকে গেছেন। এছাড়া Matthew Short-এর আঙুলে চোট রয়েছে। ফলে প্রথম কয়েকটি ম্যাচে তাকে পাওয়া যাবে না।Mumbai Indians-এর তরুণ পেসার Atharva Ankolekar হাঁটুর চোটে পুরো আইপিএল থেকেই ছিটকে গেছেন। যা দলের বোলিং আক্রমণে বড় ধাক্কা। এই পরিস্থিতিতে স্পষ্ট যে এবারের আইপিএল শুরু হওয়ার আগেই চোট বড় ফ্যাক্টর হযে.দাঁড়িয়েছে। একাধিক দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলোযাড়রা অনুপস্থিত বা অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছেন। এতে দলগুলোর কম্বিনেশন বদলাতে বাধ্য হচ্ছে এবং নতুন খেলোয়াড়দের সুযোগ তৈরি হচ্ছে। সব মিলিয়ে বলা যায়, এবারের আইপিএল শুধু ব্যাট-বলের লড়াই নয়, বরং ফিটনেসের লড়াইও। যে দল এই চোট সমস্যাকে ভালোভাবে সামাল দিতে পারবে, তারাই শেষ পর্যন্ত এগিয়ে থাকবে। আইপিএল শুরু হওয়ার আগেই এই চোটের তালিকা যে আরও বড় হবে না, তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। ফলে নজর এখন শুধু ম্যাচে নয়, খেলোয়াড়দের ফিটনেস আপডেটেও।

আইপিএল ১৯-এই শেষ অধ্যায়?-ধোনি-র অবসর জল্পনায় নতুন মাত্রা, মুখ খুললেন রবীন উথাপ্পা

২২ মার্চ ঃ ভারতীয় ক্রিকেটে তিনি শুধু একজন খেলোয়াড় নন, এক যুগের নাম। ঠান্ডা মাথা, তীক্ষ্ণ সিদ্ধান্ত আর অদম্য নেতৃত্বে যিনি নিজেকে কিংবদন্তির আসনে বসিয়েছেন-তিনি এমএস ধোনি। তবে এবার হয়তো সেই বর্ণাঢ্য অধ্যায়ের শেষ পর্ব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ এর ১৯তম মরশুমকে ঘিরে জোর জল্পনা-এই মরশুমই কি ধোনির শেষ? এই প্রশ্নই এখন ঘুরছে ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে। আর সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিলেন রবীন উথাপ্পা।

চেন্নাই সুপার কিংসের প্রাক্তন তারকা উথাপ্পা সম্প্রচার মাধ্যমে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আমার মনে হয় এটাই ধোনির শেষ আইপিএল মরশুম হতে পারে। আমরা হয়তো তাঁকে একটু ভিন্ন ভূমিকায় দেখব-একজন মেন্টর এবং খেলোয়াড় হিসেবে।

এই মন্তব্যের পর থেকেই ক্রিকেট মহলে শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা। যদিও ধোনি নিজে এখনও কিছু ঘোষণা করেননি, তবুও তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা আরও ঘনীভূত হয়েছে। চেন্নাই সুপার কিংস-এর সঙ্গে ধোনির সম্পর্ক প্রায় দুই দশকের। এই দলকে তিনি শুধু নেতৃত্বই দেননি, বরং নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে গড়ে তুলেছেন এক শক্তিশালী ব্র্যান্ড। তাঁর নেতৃত্বে সিএসকে জিতেছে পাঁচটি আইপিএল ট্রফি-যা তাঁকে এই টুর্নামেন্টের অন্যতম সফল অধিনায়ক করে তুলেছে। কিন্তু সময়ের নিয়মে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। বয়স, ফিটনেস এবং দলের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-সব মিলিয়ে এবার হয়তো ধোনি নিজেই ধীরে ধীরে সরে দাঁড়াতে চাইছেন। উথাপ্পার মতে, এই মরশুমে ধোনির ভূমিকা আগের মতো নাও থাকতে পারে। তিনি হয়তো নিচের দিকে ব্যাট করতে নামবেন (৭ বা ৮

নম্বরে) ম্যাচে বড় ইনিংস খেলার চাপ কম নেবেন। দলের তরুণদের সুযোগ করে দিতে নিজেকে পিছনে সরাবেন

নেতৃত্বে সরাসরি না থাকলেও পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবেন

এই পরিবর্তন আসলে একটি স্বাভাবিক রূপান্তর-একজন কিংবদন্তি ধীরে ধীরে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন। ২০২৪ মরশুমের আগেই ধোনি অধিনায়কত্ব ছো৷ দেন এবং দায়িত্ব তুলে দেন ঋতুরাজ-এর হাতে। তবে ভাগ্যের পরিহাসে চোটের কারণে রুতুরাজ ছিটকে গেলে আবারও দলের হাল ধরতে হয় ধোনিকে। এই ঘটনাই প্রমাণ করে, দলের প্রয়োজনে তিনি এখনও কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তবে এবার সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে রুতুরাজই পুরো মরশুম নেতৃত্ব দেবেন-এমনটাই আশা করা হচ্ছে। সংখ্যার নিরিখে ধোনির আইপিএল কেরিয়ার এক কথায় অনন্য।

ম্যাচঃ ২৭৮

রানঃ ৫৪৩৯

স্ট্রাইক রেটঃ অত্যন্ত কার্যকর

ট্রফিঃ ৫ (সিএসকে-র অধিনায়ক হিসেবে)

এই পরিসংখ্যানই বলে দেয়, তিনি শুধু একজন ফিনিশার নন-তিনি একজন ম্যাচ উইনার। ধোনির সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল তাঁর মানসিকতা। চাপের মুহূর্তে ঠান্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া-এই গুণই তাঁকে আলাদা করে তুলেছে। তাঁকে অনেকেই বলেন ঝ৷রে রাতে অভিজ্ঞ মাঝি-যিনি সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও দলকে নিরাপদে পৌঁছে দিতে পারেন।

এই মানসিকতাই এখন তিনি তরুণদের মধ্যে ছ৷য়ে দিতে চাইছেন। একসময় চেন্নাই সুপার কিংস-কে ড্যাডস আর্মি বলা হত-অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ে ভরা একটি দল হিসেবে। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই ছবিটা বদলেছে। এখন দলে জায়গা করে নিয়েছে বহু তরুণ প্রতিভা। ধোনির পরিকল্পনাও সেই অনুযায়ী-একটি শক্তিশালী ভবিষ্য গড়ে তোলা। ধোনির অনুপস্থিতিতে একসময় রবীন্দ্র জাদেজা-কে অধিনায়ক করা হয়েছিল। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত খুব একটা সফল হয়নি। এই অভিজ্ঞতা থেকেই সিএসকে বুঝেছে-শুধু প্রতিভা নয়, নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতা ও মানসিক দৃঢ়তা। যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে অধিনায়ক নন, তবুও দলের ভেতরে ধোনির প্রভাব অপরিসীম। তিনি যেন এক নীরব পরিচালক-যিনি পর্দার আড়াল থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। রুতুরাজ অধিনায়ক হলেও, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ধোনির পরামর্শই শেষ কথা হয়ে দাঁড়ায়। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-এটাই কি সত্যিই শেষ আইপিএল? ধোনি অতীতে কখনওই নিজের ভবিষ্য নিয়ে আগেভাগে কিছু বলেননি। তাঁর সিদ্ধান্ত সবসময়ই এসেছে হঠাৎ করেই। তাই এবারও নিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন। তবে পরিস্থিতি, বয়স এবং দলের পরিকল্পনা-সবকিছুই ইঙ্গিত দিচ্ছে, হয়তো সময় এসে গেছে। এমএস ধোনিএর আইপিএল যাত্রা শুধুমাত্র ক্রিকেট নয়, এক আবেগের নাম। যদি সত্যিই এটাই তাঁর শেষ মরশুম হয়, তাহলে তা হবে এক যুগের অবসান। তবে শেষ হোক বা না হোক, তাঁর অবদান চিরকাল অমর হয়ে থাকবে-চেন্নাই সুপার কিংস এবং আইপিএলের ইতিহাসে। এখন শুধু অপেক্ষা-আরও একবার ' ম্যাজিক দেখার।

ভুল করেছি-আইপিএলের আগে বিস্ফোরক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা

২২ মার্চ ঃ আইপিএল শুরুর আগেই চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে Lucknow Super Giants-এর মালিক সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। গত মরশুমে একাধিক বিতর্ক, বিশেষ করে কে এল রাহুলের সঙ্গে প্রকাশ্য মতবিরোধ এবং ডাগআউটে উত্তপ্ত মুহূর্ত-সব মিলিয়ে সোশাল মিডিয়ায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন সমালোচনার অন্যতম বড় লক্ষ্য। এই প্রেক্ষাপটে এবার নিজেই মুখ খুলে বড় স্বীকারোক্তি করলেন গোয়েঙ্কা। জানালেন, সোশাল মিডিয়া সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা এবং কিছু সিদ্ধান্তই তাঁকে এই পরিস্থিতিতে ফেলেছে। এক সাম্প্রতিক সাক্ষাকারে গোয়েঙ্কা স্পষ্ট ভাষায় বলেন,আমি এখন সোশাল মিডিয়ায় পাঞ্চিং ব্যাগ হয়ে গিয়েছি। কিন্তু সত্যি বলতে কী, আমি এই মাধ্যমটা ঠিকভাবে বুঝতেই পারিনি। হয়তো ২-৫ শতাংশ বুঝি, বাকি ৯০ শতাংশই আমার অজানা। এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, সোশাল মিডিয়ার প্রতিক্রিয়া. এবং তার প্রভাব সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন নন। অথচ বর্তমান যুগে আইপিএলের মতো বড় মঞ্চে ফ্র্যাঞ্চাইজির ভাবমূর্তি অনেকটাই নির্ভর করে ডিজিটাল উপস্থিতির উপর। কে এল রাহুলের সঙ্গে তাঁর প্রকাশ্য কথোপকথন ভাইরাল হওয়ার পর থেকেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। অনেকেই মনে করেছিলেন, একজন মালিকের পক্ষে এভাবে মাঠের মধ্যে বা ডাগআউটে আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়া দেখানো ঠিক নয়। গোয়েঙ্কা শুধু আচরণের ক্ষেত্রে নয়, দল নির্বাচনের ক্ষেত্রেও নিজের ভুল স্বীকার করেছেন। তাঁর কথায়, গত বছর আমাদের হাতে ট্রফি জেতার মতো দল ছিল না। আমরা নিলামে ভুল করেছি, প্রস্তুতিতে ভুল করেছি। আইপিএলের মতো প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য সবচেয়ে.গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দলগত ভারসাম্য। ব্যাটিং, বোলিং এবং অলরাউন্ডার-সব দিক থেকেই শক্তিশালী কম্বিনেশন তৈরি করতে না পারলে টুর্নামেন্ট জেতা কঠিন। Lucknow Super Giants গত মরশুমে কিছু ম্যাচে ভালো খেললেও ধারাবাহিকতার অভাবে পিছিয়ে পড়ে। বিশেষ করে বোলিং আক্রমণে ঘাটতি ছিল, যা গোয়েঙ্কা নিজেও স্বীকার করেছেন।সমালোচনার মাঝেও দলের অধিনায়ক Rishabh Pant-এর পাশে দাঁড়িয়েছেন গোয়েঙ্কা। তিনি বলেন, চারজন প্রধান বোলার না থাকলে কোনও অধিনায়কের পক্ষেই কিছু করা সম্ভব নয়। পন্থের উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। সোশাল মিডিয়ায় পন্থের নেতৃত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কিন্তু সেসব সমালোচনাকে গুরুত্ব দিতে নারাজ গোয়েঙ্কা। তাঁর মতে, অনেকেই শুধুমাত্র ভিউ বাড়ানোর জন্য এ ধরনের বিতর্ক তৈরি করেন। এই সমর্থন অবশ্য দলের ড্রেসিংরুমে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। কারণ আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে মালিকের আস্থা অধিনাযকের জন্য বড় শক্তি। গোয়েঙ্কার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তাঁর আচরণ। ম্যাচ চলাকালীন বা ম্যাচের পর কোচ ও খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত আলোচনা বারবার ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। আইপিএলের মতো পেশাদার লিগে সাধারণত এই ধরনের বিষয়গুলি দলের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কিন্তু তা প্রকাশ্যে চলে আসায় বিতর্ক আরও বেড়েছে। এছাড়া সোশাল মিডিয়ায় তাঁর প্রতিক্রিয়া. এবং উপস্থিতিও অনেক সময় ভুলভাবে ব্যাখ্যা হয়েছে বলে মনে করেন তিনি।গোয়েঙ্কা জানিয়েছেন, গত বছরের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এ বছর দল গঠনে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। আমরা বুঝেছি, জিততে হলে ভারসাম্য দরকার। সেই অনুযায়ী দল সাজানোর চেষ্টা করেছি। এবারের নিলামে দল কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন করেছে এবং কম্বিনেশনেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। যদিও মাঠে তার প্রভাব কেমন হবে, সেটাই এখন দেখার। আইপিএলের মতো প্রতিযোগিতায় কাগজে-কলমে শক্তিশালী দল থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় ফল মেলে না। তাই বাস্তব পরীক্ষাই হবে আসল বিচার। Lucknow Super Giants-এর সামনে এবার দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জ। একদিকে মাঠে ভালো পারফরম্যান্স করে সমালোচনার জবাব দিতে হবে, অন্যদিকে দলের অভ্যন্তরীণ পরিবেশও সুস্থ রাখতে হবে। গোয়েঙ্কার এই খোলামেলা স্বীকারোক্তি ইতিবাচক দিক নির্দেশ করে। কারণ নিজের ভুল মেনে নেওয়া এবং তা সংশোধনের চেষ্টা-এই দুইই সাফল্যের প্রথম ধাপ। সবশেষে প্রশ্ন একটাই-এই স্বীকারোক্তির পর কি সত্যিই ভাগ্য বদলাবে লখনউয়ের? যদি দল সঠিক ভারসাম্য খুঁজে পায় এবং খেলোয়াড়রা নিজেদের সেরাটা দিতে পারেন, তাহলে অবশ্যই তারা শিরোপার দৌড়ে থাকতে পারে। তবে যদি পুরনো সমস্যাগুলো থেকেই যায়, তাহলে সমালোচনাও থামবে না।

৭ কেজি ওজন কম, তবু হাল ছাড়েননি-চোট জয় করে আইপিএলের মঞ্চে ফেরার লড়াইয়ে শ্রেয়স আইয়ার

২২ মার্চ ঃ ক্রিকেটারের জীবনে চোট নতুন কিছু নয়, কিন্তু সেই চোট যদি শরীরের পাশাপাশি আত্মবিশ্বাসকেও নাড়িয়ে দেয়, তখন ফেরার লড়াইটা হয়ে ওঠে অনেক বেশি কঠিন। ঠিক তেমনই এক কঠিন সময়ের মধ্য দিয়ে গিয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। গুরুতর চোট, ওজন কমে যাওয়া, ফিটনেস হারানো-সব বাধা পেরিয়ে তিনি আবার প্রস্তুত মাঠে নামার জন্য, সামনে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। গত মরশুমে তাঁর নেতৃত্বেই পাঞ্জাব কিংস দীর্ঘ বিরতির পর ফাইনালে উঠেছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত Royal Challengers Bangalore-এর কাছে হেরে ট্রফি হাতছা৷া হয়, তবুও দল হিসেবে নতুন আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিল পাঞ্জাব। এবার সেই অপূর্ণ স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামতে চান শ্রেয়স। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি ওয়ানডে ম্যাচে গুরুতর প্লীহা সংক্রান্ত চোট পান শ্রেয়স। এই ধরনের চোট শুধু শারীরিকভাবেই নয়, মানসিকভাবেও একজন ক্রীড়াবিদকে দুর্বল করে দেয়। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, এই চোটের ফলে তাঁর প্রায় ৭ কেজি ওজন কমে গিয়েছিল। একজন পেশাদার ক্রিকেটারের জন্য এটি অত্যন্ত বড় ধাক্কা। কারণ ফিটনেস, শক্তি ও সহনশীলতা-সবকিছুর উপরই এর প্রভাব পড়ে। শ্রেয়স বলেন, চোট থেকে ফিরে আসা কখনওই সহজ নয়। আমার প্রায় ৭ কেজি ওজন কমে গিয়েছিল। চোটটা খুবই গুরুতর ছিল। চোট সারিয়ে ফিট হতে সময় লেগেছে প্রায় দুই মাস। কিন্তু ফিট হওয়া আর আগের ছন্দে ফিরে আসা-এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ওজন ফিরে পাওয়া, পেশির শক্তি বাড়ানো এবং ম্যাচ ফিটনেসে পৌঁছনো-এই সবকিছুই ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। শ্রেয়স জানিয়েছেন, দু'মাসে ফিটনেস ফিরে পেলেও আগের ওজন ফেরাতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমি এটাকে একটা চ্যালেঞ্জ হিসেবেই নিয়েছিলাম। এই মানসিকতা-চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করার ক্ষমতা-তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে। অনেক খেলোয়া। যেখানে চোটের পরে আত্মবিশ্বাস হারান, সেখানে শ্রেয়স সেটিকেই নিজের শক্তিতে পরিণত করেছেন।

এবারের Indian Premier League-এ Punjab Kings-এর অধিনায়ক হিসেবে শ্রেয়সের উপর প্রত্যাশা অনেক বেশি। গতবারের রানার্স-

আপ হওয়ার পর সমর্থকদের আশা বে৷ছে বহুগুণ। তিনি নিজেও সেই চাপের কথা স্বীকার করেছেন, তবে সেটাকে ভয় নয়, বরং উপভোগ করেন। চাপটাকে আমি উপভোগ করি। মাঠে নামলে জয়ের লক্ষ্য নিয়েই নামি। চোখ সবসময় ট্রফির দিকেই থাকে,-বলেছেন শ্রেয়স। শুধু ব্যক্তিগত ফিটনেস নয়, দলের ঐক্যকেও সাফল্যের অন্যতম চাবিকাঠি হিসেবে দেখছেন শ্রেয়স। আইপিএলের মতো টুর্নামেন্টে দলগুলি মাত্র দুই মাস একসঙ্গে থাকে। সেই সময়ের মধ্যেই গড়ে ওঠে বোঝাপড়া, বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাস। শ্রেয়স বলেন, এই সময়টাই আসলে বন্ধুত্ব গড়ার। আমরা পরিবারের মতো থাকি। যত বেশি সময় একসঙ্গে কাটানো যায়, তত ভালো বোঝাপড়া তৈরি হয়। দলের ক্রিকেটাররা একসঙ্গে সময় কাটান-হোটেলে, অনুশীলনে, এমনকি অবসর সময়েও। ভিডিও গেম খেলা, আড্ডা-এই ছোট ছোট বিষয়গুলোই দলের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত করে। একটি ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয় অন্তত দু'দিন আগে। প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতা বিশ্লেষণ, নিজের কৌশল ঠিক করা-সবকিছুই পরিকল্পনার অংশ। তবে শ্রেয়স মনে করেন, মাঠের বাইরের বোঝাপ৷ই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ফল নির্ধারণ করে। গতবার ফাইনালে হার-এটা যে দলকে কষ্ট দিয়েছে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই হারই এবার বাড়তি প্রেরণা হয়ে উঠেছে। Royal Challengers Bangalore-এর বিরুদ্ধে সেই হারের স্মৃতি এখনও তাজা, আর সেটাকেই জয়ের তাগিদে ব্যবহার করতে চান শ্রেয়স। শ্রেয়সের এই পুরো যাত্রা একটাই জিনিস শেখায়-মানসিক শক্তি ছাড়া কোনও বড় সাফল্য সম্ভব নয়। চোট, ওজন কমে যাওয়া, ফর্ম হারানো-সবকিছুই একজন খেলোয়া৷কে ভেঙে দিতে পারে। কিন্তু তিনি সেই ভাঙনকে শক্তিতে রূপান্তর করেছেন। Shreyas Iyer-এর এই প্রত্যাবর্তন শুধুমাত্র একজন ক্রিকেটারের গল্প নয়, বরং এটি ল৷াই, ধৈর্য এবং আত্মবিশ্বাসের গল্প। ৭ কেজি ওজন কমে যাওয়ার পরও তিনি হার মানেননি। বরং আরও শক্তিশালী হয়ে ফিরেছেন। এবার তাঁর লক্ষ্য একটাই-Punjab Kings-কে চ্যাম্পিয়ন করা। ক্রিকেটপ্রেমীরা এখন অপেক্ষায়-এই ল৷াকু ক্রিকেটার কি পারবেন তাঁর দলকে প্রথম আইপিএল ট্রফি এনে দিতে? সময়ই দেবে সেই উত্তর।

যুদ্ধের প্রভাব পিএসএলে! বাতিল উদ্বোধন, দর্শকহীন স্টেডিয়ামে হবে পুরো লিগ

ইসলামাববাদ, ২২ মার্চ ঃ পাকিস্তানের গর্বের টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট পিএসএল শুরুর আগেই বড় ধাক্কা। টুর্নামেন্ট শুরু হতে আর মাত্র কয়েকদিন বাকি, এমন সময়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড । পুরো লিগই আয়োজিত হবে দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামে, সঙ্গে বাতিল করা হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। এই সিদ্ধান্তের পিছনে রয়েছে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গভীর প্রভাব-বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে চলতে থাকা সংঘাত, যার প্রভাব পড়েছে বিশ্বজুড়ে অর্থনীতি, জ্বালানি এবং পরিবহণ ব্যবস্থায়। সম্প্রতি ামেরিরকা ও ইজরায়েল যৌথভাবে ইরানের উপর হামলা চালানোর পর মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা চরমে উঠেছে। এই সংঘাতের জেরে তেলের সরবরাহ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে, যার প্রভাব পড়েছে পাকিস্তানসহ বহু দেশের উপর। জ্বালানির সংকটের কারণে বিমান পরিষেবা, পরিবহণ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে হাজার হাজার দর্শককে স্টেডিযামে আনা নিরাপদ বা বাস্তবসম্মত নয় বলেই মনে করছে বোর্ড।প্রথমে পরিকল্পনা ছিল, আটটি ফ্র্যাঞ্চাইজির এই লিগ দেশের ছয়টি শহরে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই পরিকল্পনা বদলাতে বাধ্য হয়েছে বোর্ড। এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, পেশোয়ার, মুলতান, রাওয়ালপিন্ডি এবং ফযসালাবাদ-এই চারটি শহরে আর ম্যাচ হবে না। পুরো টুর্নামেন্ট সীমাবদ্ধ রাখা হযেছে মাত্র দুটি শহরে-এর ফলে লজিস্টিকস সামলানো সহজ হবে এবং জ্বালানি খরচও অনেকটাই কমানো সম্ভব হবে। পিএসএলের অন্যতম আকর্ষণ ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, যেখানে আন্তর্জাতিক মানের পারফরম্যান্স ও জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন দেখা যেত। কিন্তু এবারের পরিস্থিতিতে সেই অনুষ্ঠানও বাতিল করা হয়েছে।

বোর্ডের মতে, বর্তমান সংকটে এমন আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান করা একেবারেই অনুচিত। পাক ক্রিকেট বোর্ডে-এর চেয়ারম্যান এবং পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন-আমরা আশা করছি আগামী ১০-১৫ দিনের মধ্যে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে দেশের জ্বালানি সংকট এবং নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে ৩০ হাজার দর্শককে স্টেডিয়ামে আনার কথা ভাবাও সম্ভব নয়। তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই দেশের চলাচলে একাধিক বিধিনিষেধ জারি করেছেন। স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে, বাড়ি থেকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং ঈদের ছুটিও বাড়ানো হয়েছে। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও পিএসএল পুরোপুরি বাতিল করার কথা ভাবছে না বোর্ড।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com